Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 1/21/2026 8:04 AM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৭ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ।। ২১ জানুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৭৭ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৭ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ।। ২১ জানুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৩৭৭ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বঙ্গ জয়ে আজ বৈঠকে নবীন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিজেপির কাছে বাংলা জয়ের স্বপ্ন এখনও অধরা। একুশের নির্বাচনে ‘আবকি বার দুশো পার’ স্লোগান দিলেও লক্ষ্যভেদ হয়নি। সেই অসম্পূর্ণ কাজ পূর্ণ করতেই এবার কোমর বেঁধে নামছেন গেরুয়া শিবিরের নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। মঙ্গলবার দায়িত্ব নিয়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পাখির চোখ এখন পশ্চিমবঙ্গ। বুধবারই দেশের সব রাজ্যের বিজেপি সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন ৪৫ বছর বয়সি এই নেতা। বঙ্গ বিজেপির জন্য তিনি কী দাওয়াই দেন, এখন সেটাই দেখার। বিজেপির সাংগঠনিক ইতিহাসে নিতিন নবীনই সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি। তবে বয়সে নবীন হলেও রাজনীতিতে তিনি যথেষ্ট পোক্ত বলেই মনে করছে দল। দায়িত্ব গ্রহণের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর এই তৎপরতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম ও তামিলনাড়ুর মতো ভোটমুখী রাজ্যগুলির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন তিনি। মঙ্গলবারই পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলাদা বৈঠক সেরেছেন নবীন। বুধবারের মেগা বৈঠকে সব রাজ্যের সভাপতিদের উপস্থিতিতে বাংলার জন্য বিশেষ রণকৌশল তৈরি হতে পারে। অন্য রাজ্যের অভিজ্ঞ নেতাদের বাংলা জয়ে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।দিল্লির এই হাইভোল্টেজ বৈঠকে বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে নিতিনের কথোপকথন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে। তবে বিজেপির এই তৎপরতাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার কটাক্ষ করে বলেন, ‘এই রকম বৈঠক তো বিজেপির এর আগের সভাপতিরাও করেছেন। বাংলা জয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি।’শাসকদলের কটাক্ষের মাঝেই দিল্লিতে সক্রিয়তা বাড়ছে আরএসএস নেতৃত্বের। আগামীকালই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকে বসতে চলেছেন সঙ্ঘের পদাধিকারীরা। সেখানে মূলত নির্বাচনের আগে বিজেপির সাংগঠনিক ফাঁকফোকর মেরামত করা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। একুশের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে নিতিন নবীনের নেতৃত্বে বিজেপি এবার বাংলায় নতুন কোনও ম্যাজিক দেখাতে পারে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তরুণ তুর্কি নবীনের কাঁধে চড়েই কি শেষ পর্যন্ত বাংলার ‘ফাইনাল ফ্রন্টিয়ার’ জয় করবে বিজেপি? উত্তর মিলবে ভোটযুদ্ধেই।

সুপ্রিম-নির্দেশে সময়সীমা বাড়াচ্ছে কমিশন

পিছিয়ে যেতে পারে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় বড়সড় রদবদল ঘটতে চলেছে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক কড়া নির্দেশের জেরে শুনানির সময়সীমা বাড়ানোর কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে নির্বাচন কমিশন। বর্তমান সূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানির শেষ দিন এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। তবে শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা মেনে কাজ করতে গেলে এই সময়সীমা যে আরও কয়েক দিন পিছিয়ে যাবে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে কমিশন সূত্রে। বুধবারই এই সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা জারি করতে পারে কমিশন। রাজ্যে ভোটার তালিকায় ‘তথ্যগত অসঙ্গতি’ বা ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি’ নিয়ে দীর্ঘ টানাপড়েন চলছিল। সেই জট কাটাতে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে কড়া নির্দেশ দেয়। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত যে ১০ দফা নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে, তাতে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে একগুচ্ছ ছাড় ও বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটার তালিকায় কোথায় কী অসঙ্গতি রয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ভবন বা ব্লক অফিস এবং শহরের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড অফিসে এই তালিকা এমনভাবে টাঙাতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই তা দেখতে পান। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, নথি জমা দেওয়া বা শুনানির ক্ষেত্রে এবার থেকে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-রা অংশ নিতে পারবেন। এতদিন যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বারবার দাবি তুলে আসছিল। আদালতের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ‘সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিজেদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নথি বা আপত্তি জমা দিতে পারবেন। এই প্রতিনিধি বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-ও হতে পারেন। তবে এর জন্য স্বাক্ষর বা আঙুলের ছাপযুক্ত একটি অনুমতিপত্র থাকতে হবে।’ এমনকি নথি জমা দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত অথবা ব্লক দফতরে তালিকা প্রকাশের দিন থেকে অতিরিক্ত আরও ১০ দিন সময় দেওয়ার কথা বলেছে আদালত। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিপুল কর্মকাণ্ড সামাল দিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনী প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জেলাশাসকদের নিশ্চিত করতে হবে যেন পর্যাপ্ত কর্মী ও নিরাপত্তা মোতায়েন থাকে। রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং জেলার পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন পুরো প্রক্রিয়ায় কোনওভাবেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে। শুনানির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে আদালত জানিয়েছে, ‘কোনও ভোটারকে নথি বা আপত্তি জমা দেওয়ার সুযোগের পাশাপাশি, ব্যক্তিগত ভাবে অথবা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমেও শুনানির সুযোগও দিতে হবে, যাতে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।’ যিনি শুনানি করবেন, তাঁকে নথি প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে রসিদ বা ফোটোকপিতে সিল দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করার কথা ভাবছে কমিশন। পাশাপাশি, বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও সার্টিফিকেটের বিকল্প হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষকে নথি যাচাইয়ের জন্য নোটিস পাঠিয়েছে কমিশন। এদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আছেন ‘ম্যাপড ভোটার’, যাঁদের নাম ২০০২ সালের এসআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন ‘আনম্যাপড ভোটার’ এবং তৃতীয় ভাগে বিশাল সংখ্যক অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটার রয়েছেন যাঁদের তথ্যে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি’ বা অসঙ্গতি মিলেছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের শুনানি ও নথি যাচাইয়ের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ফলে বুধবারের নির্দেশিকায় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই এখন প্রবল।

এবার সিঙ্গুরে পাল্টা সভা মুখ্যমন্ত্রীর

শিল্পে মোদীর মৌনতায় হাতিয়ার নবান্নের

বিধানসভা ভোট। আর সেই ভোটের আগে বাংলার রাজনীতির অলিখিত ভরকেন্দ্র সিঙ্গুরকে ঘিরে শুরু হয়েছে প্রবল দড়ি টানাটানি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভার ঠিক দশ দিনের মাথায়, আগামী ২৮ জানুয়ারি সেই একই মাটিতে দাঁড়িয়ে মেগা শো করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সিঙ্গুরের যে মাঠে দাঁড়িয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং অনুন্নয়ন নিয়ে তোপ দেগেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শিয়রে বিধানসভা ভোট। আর সেই ভোটের আগে বাংলার রাজনীতির অলিখিত ভরকেন্দ্র সিঙ্গুরকে ঘিরে শুরু হয়েছে প্রবল দড়ি টানাটানি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভার ঠিক দশ দিনের মাথায়, আগামী ২৮ জানুয়ারি সেই একই মাটিতে দাঁড়িয়ে মেগা শো করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সিঙ্গুরের যে মাঠে দাঁড়িয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং অনুন্নয়ন নিয়ে তোপ দেগেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, সেই একই মঞ্চ থেকেই পালটা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল শিবির। নবান্ন সূত্রে খবর, এই প্রশাসনিক সভা থেকেই রাজ্যের ১৬ লক্ষ পরিবারের জন্য ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে নিছক পরিষেবা প্রদান নয়, রাজনৈতিক মহলের নজর আটকে রয়েছে সিঙ্গুর ও শিল্প নিয়ে মমতার সম্ভাব্য বার্তার ওপর। রবিবার সিঙ্গুরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হুঙ্কার দিয়েছিলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা ঠিক হলে তবেই বিনিয়োগ আসবে পশ্চিমবঙ্গে।’ প্রধানমন্ত্রীর সেই আক্রমণের মোক্ষম জবাব দিতে ওই দিন সিঙ্গুরের মাটি থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের সাম্প্রতিক খতিয়ান তুলে ধরতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত, প্রধানমন্ত্রীর সভায় শিল্প নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না থাকায় স্থানীয় মানুষ ও বিজেপি কর্মীদের একাংশের মধ্যে যে চাপা হতাশা তৈরি হয়েছে, তাকেই রাজনৈতিক ভাবে মূলধন করতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের দাবি, মোদী যেখানে শুধু ‘বুলি’ আউড়ে গিয়েছেন, মমতা সেখানে ‘কাজ’ করে দেখাবেন। ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভা সিঙ্গুরে ৫০০ কোটি টাকার একটি বিনিয়োগে সিলমোহর দিয়েছে এবং ১১.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই প্রকল্পের অগ্রগতির খবর দিয়ে মমতা সিঙ্গুরকে শিল্পের মানচিত্রে নতুন করে স্থাপন করতে পারেন বলে জল্পনা তুঙ্গে। ২০২৬-এর মহাযুদ্ধের আগে সিঙ্গুর যেন আবার সেই পুরনো মেজাজে ফিরছে। ২০০৬-০৭ সালের জমি আন্দোলন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাইটার্স বিল্ডিংসের রাস্তা দেখিয়েছিল। পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পর ফের সেই সিঙ্গুরই এখন শাসক-বিরোধী দুই শিবিরেরই পাখির চোখ। সিঙ্গুরের ‘ভূমিপুত্র’ তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে মাঠ গোছাতে ব্যস্ত। তাঁর কথায়, ‘দিদির সভায় জনসমুদ্র হবে। বিজেপি যে ভিড় দেখিয়েছিল, তার কয়েকগুণ বেশি মানুষ আসবেন মমতার কথা শুনতে। সিঙ্গুরের মানুষ যে মমতার সঙ্গেই আছেন, ২৮ তারিখ তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে যাবে।’ মোদীর সভার পাল্টা হিসেবে তৃণমূল এই সমাবেশকে একটি ‘প্রেস্টিন ফাইট’ হিসেবে দেখছে। প্রশাসনিক এই সভাটি রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী সেদিন সুর চড়াবেন বলে নিশ্চিত রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে রাজ্য সরকার যে নিজের তহবিল থেকেই মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, সিঙ্গুরের মঞ্চ হবে সেই প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। নবান্ন সূত্রে খবর, মমতা এই মঞ্চ থেকেই স্পষ্ট করে দেবেন যে, কেন্দ্র টাকা না দিলেও বাংলার উন্নয়ন থমকে থাকবে না। পাশাপাশি, সিঙ্গুরের কৃষকদের জন্য গত কয়েক বছরে তাঁর সরকার কী কী সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান তিনি পেশ করবেন। রাজনৈতিক মহলের বড় অংশ মনে করছে, শিল্প নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা বিজেপির অন্দরেও অস্বস্তি তৈরি করেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আশা করেছিলেন, টাটার সেই বিতর্কিত জমিতে নতুন কোনও বড় শিল্পের ঘোষণা করবেন মোদী। কিন্তু তা না হওয়ায় যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বড় কোনও চমক দেন কি না, সেটাই এখন দেখার। শিল্পের নামে জোর করে জমি নেওয়ার বিরুদ্ধে একদা গর্জে ওঠা মমতা এখন নিজেই সেই জমিতে শিল্পের চাকা ঘোরাতে মরিয়া। সব মিলিয়ে শীতের শেষে জানুয়ারির শেষ দুপুরে সিঙ্গুরের রাজনৈতিক পারদ যে চরম সীমায় পৌঁছাতে চলেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।তৃণমূলের অন্দরের খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী ওই দিন অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে তিনি বলতে পারেন, ‘আইনশৃঙ্খলা ঠিক হলে তবেই বিনিয়োগ আসবে পশ্চিমবঙ্গে।’ এই বক্তব্যের পাল্টা হিসেবে মমতা হয়তো রাজ্যের বর্তমান শিল্প পরিস্থিতি এবং সিঙ্গুরের জন্য নির্দিষ্ট লগ্নির কথা বিশদে জানাবেন।

১৬ লক্ষ পরিবারকে পাকা বাড়ির টাকা দেওয়ার বিষয়টিও অত্যন্ত পরিকল্পিত। ভোটের আগে গ্রামীণ বাংলায় এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক সুবিধা পৌঁছে দিয়ে বিজেপি-র প্রচারের হাওয়া কেড়ে নিতে চাইছে শাসক দল।

২৮ জানুয়ারি বুধবারের এই সভার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। হরিপাল, সিঙ্গুর ও পার্শ্ববর্তী ব্লকগুলি থেকে কর্মী-সমর্থকদের আনার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়েছে। তৈরি হচ্ছে বিশাল মাপের সভামঞ্চ। জেলা প্রশাসনের তরফেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের পর আবার যেন সিঙ্গুর কেন্দ্রিক এক নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দানা বাঁধছে। প্রধানমন্ত্রীর ‘বুলি’ বনাম মুখ্যমন্ত্রীর ‘পরিষেবা’ এই দুই ন্যারেটিভের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলার মানুষ কার দিকে পাল্লা ভারী করেন, তার প্রাথমিক আঁচ পাওয়া যাবে এই সিঙ্গুরের সভা থেকেই।

ফাইল ফটো ।

শুভেন্দুর গড়ে বন্ধ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!

হাইকোর্টের দ্বারস্থ ময়নার মহিলারা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিজেপি শাসিত পঞ্চায়েত বলেই কি মিলছে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা? এই বঞ্চনার অভিযোগ তুলেই এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার মহিলারা। শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে প্রায় ৭ হাজার ২০০ মহিলার সরকারি প্রকল্পের সুবিধা না পাওয়া নিয়ে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। ময়না ব্লকের বাগচা ও গোজিনা গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে বিজেপির দখলে। আবেদনকারী তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুনীতা মণ্ডল সাহুর দাবি, রাজ্যের সর্বত্র মহিলারা এই সুবিধা পেলেও স্রেফ রাজনৈতিক কারণে বঞ্চিত হচ্ছে বাগচা। অভিযোগ, বিজেপি সমর্থক হওয়ার মাশুল দিতে হচ্ছে ওই এলাকার মহিলাদের। গত ছয় মাস ধরে তাঁদের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢুকছে না। বিষয়টি নিয়ে এর আগে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। তবে তিনি একে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে গণ্য করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে যাওয়ার পরামর্শ দেন। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। জেলাশাসককে বারবার স্মারকলিপি দিয়েও সুরাহা মেলেনি। স্থানীয় মহিলাদের দাবি, জানুয়ারিতে টাকা মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হলেও ২০ তারিখ পার হয়ে গেলেও অ্যাকাউন্টে কানাকড়িও ঢোকেনি। আবেদনকারীর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘জেলাশাসক একাধিকবার আশ্বাস দিয়েছেন ।কিন্তু এখনও টাকা মেলেনি ।

জানুয়ারি মাসে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে । কিন্তু জানুয়ারি মাসের ২০ দিন কেটে গেলেও টাকা মেলেনি ।

২১-এর নির্বাচনে জয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক ছিল এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলারা যেখানে মাসে ১০০০ ও তফশিলি জাতি-উপজাতিরা ১২০০ টাকা করে পান। আসন্ন নির্বাচনের আগে যখন এই প্রকল্পকে তৃণমূল নিজেদের বড় হাতিয়ার করছে, ঠিক তখনই শুভেন্দুর গড়ে এই বঞ্চনার অভিযোগ অস্বস্তি বাড়িয়েছে শাসক শিবিরের। প্রশাসনের আশ্বাস ও বাস্তব পরিস্থিতির অমিলই এখন হাইকোর্টের বিচারাধীন বিষয়।

শুনানিতে মানতে হবে সুপ্রিম বিধি

জেলাশাসকদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘এসআইআর’ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের হয়রানি রুখতে জেলাশাসকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর ডাকা জেলাশাসকদের বৈঠকে আচমকাই যোগ দেন তিনি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনেই যাবতীয় শুনানি প্রক্রিয়া চালাতে হবে। কোনওভাবেই যেন প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব জেলাশাসকদেরই নিতে হবে। একই সঙ্গে প্রশাসনিক কাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের গতি যাতে মন্থর না হয়, সেই বার্তাও দিয়েছেন তিনি। শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা তথ্যের অসঙ্গতির কারণে যাঁদের নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তাঁদের তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস, মহকুমা ও ওয়ার্ড অফিসে টাঙিয়ে রাখতে হবে। নথি জমা দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসে আলাদা কেন্দ্র খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছে আদালত। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাফ জানান, এই সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে অযথা দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে হয়রান না হন, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে প্রশাসনকে। শুনানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নথি জমা নেওয়ার পর রসিদ দেওয়া হচ্ছে কি না, জেলাশাসকদের তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। যদি কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে শুনানিতে হাজির হতে না পারেন, তবে তাঁর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা বা বাড়িতে গিয়ে শুনানির বন্দোবস্ত করার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে কাউকে হেনস্তা করা চলবে না ।সরকার যে জেলাশাসকদের সবরকম সহযোগিতা করবে, সেই আশ্বাসও এদিন দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে জনমানসে তৈরি হওয়া উদ্বেগ কাটাতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া অবস্থান।

অসঙ্গতি রুখতে রাজ্যে নিয়োগ

১৬ জন নতুন বিশেষ পর্যবেক্ষক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটার তালিকা থেকে ‘ভুতুড়ে’ নাম বাদ দিতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বেনজির পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি’ বা তথ্যগত অসঙ্গতি থাকা ভোটারদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু কমিশন জানিয়েছে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশের বাইরে গিয়ে তারা ‘নো-ম্যাপিং’ ভোটারদের তালিকাও জনসমক্ষে আনবে। বাংলার প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটারকে ইতিমধ্যেই নথি যাচাইয়ের জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছে। এর ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হতে চলেছে রাজ্যে।

১৯ থেকে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

মঞ্চের গাম্ভীর্য রক্ষায় অনড় কিং খান !

নয়া জামানা ঃ রিয়াদের 'জয় অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এর জমকালো মঞ্চে বলিউড বাদশা শাহরুখ খ ানের একটি আচরণকে কেন্দ্র করে বর্তমানে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। পুরস্কার প্রদান চলাকালীন এক অনুরাগীর সেলফি তোলার চেষ্টাকে শাহরুখ যেভাবে সামাল দিয়েছেন, তা নিয়ে নেটিজেনরা এখন দুই স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। একদল একে 'অহংকার' হিসেবে দেখলেও অন্যপক্ষ একে বাদশার 'পেশাদারিত্ব' ও 'বিচক্ষণতা' বলে অভিহিত করেছেন। ঘটনার ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সৌদি আরবের রিয়াদে আয়োজিত এই বিশ্বমানের পুরস্কার মঞ্চে শাহরুখ যখন বিজয়ীর হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি হঠাৎ ফোন বের করে সেলফি তোলার চেষ্টা করেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে বিপত্তি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, শাহরুখ অত্যন্ত শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে ওই ব্যক্তির হাত থেকে ফোনটি সরিয়ে নেন এবং তাঁকে ব্যক্তিগত ক্যামেরার বদলে সামনের অফিশিয়াল ক্যামেরার দিকে তাকাতে নির্দেশ দেন। এখানেই শেষ নয়, মুহূর্তকাল পরে অন্য এক ব্যক্তিও একই চেষ্টা করলে বাদশা তাঁকে ইশারায় সামনে তাকাতে বলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মুচকি হেসে পেশাদার ভঙ্গিতে মূল ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে বিজয়ীর হাতে ট্রফি তুলে দেন এবং অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য বজায় রাখেন। থ্রেডসসহ বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় তীব্র আলোচনা। নেটিজেনদের একাংশের মতে, শাহরুখের আচরণ কিছুটা রূঢ় ছিল এবং সরাসরি হাত থেকে ফোন সরিয়ে নেওয়াটা হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যেত। তাঁদের দৃষ্টিতে এটি একজন মেগাস্টারের পক্ষ থেকে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ও কঠোর আচরণ। অন্যদিকে, শাহরুখের সমর্থক ও অনুরাগীরা বলছেন যে এটি কোনোভাবেই অহংকার নয়, বরং বিচক্ষণতার পরিচয়। তাঁদের যুক্তি হলো, 'জয় অ্যাওয়ার্ডস'-এর মতো একটি বড় মাপের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট কিছু কঠোর প্রোটোকল মেনে চলতে হয়। মঞ্চে পুরস্কার দেওয়ার সময় হঠাৎ ব্যক্তিগত সেলফি তোলা ওই অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য ও শৈল্পিক সৌন্দর্য নষ্ট করে। শাহরুখ মূলত ওই ব্যক্তিকে মূল ক্যামেরার দিকে তাকাতে সাহায্য করেছেন যাতে অফিশিয়াল ফটোগ্রাফিতে সবার ছবি নিখুঁত আসে এবং মুহূর্তটি স্মরণীয় হয়ে থাকে। শাহরুখের মতো মেগাস্টাররা সবসময়ই কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকেন, বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে কোনো রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে। সেখানে হুটহাট সেলফির আবদার অনেক সময় পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, কিং খান অত্যন্ত সচেতনভাবে মঞ্চের শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি পুরো সময় শান্ত থেকে পরিস্থিতির সামাল দিলেও তাঁর মুচকি হাসি ইঙ্গিত দেয় যে, বিষয়টি তিনি ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে নয়, বরং একজন অভিজ্ঞ পেশাদার হিসেবেই সামলেছেন। পুরস্কার বিতরণের সেই বিশেষ মুহূর্তটি এখন বিনোদন জগতের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একদিকে যখন 'রূঢ় ব্যবহারের' অভিযোগ উঠছে, অন্যদিকে তখন বাদশার 'শৃঙ্খলাবোধের' জয়গান গাইছেন অনেকে। তবে এই বিষয়ে শাহরুখ খানের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ভক্ত ও সমালোচকদের এই দুই মতের লড়াইয়ে আপাতত সরগরম নেট পাড়া।

ত্বকের যত্নে ড্রাগন ফলের উপকারিতা

য়া জামানা ঃ সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর ড্রাগন ফল এখন কেবল স্বাস্থ্যকর খাদ্যের তালিকায় নয়, বরং রূপচর্চার জগতেও বিপ্লব ঘটাচ্ছে। ভিটামিন সি, শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ এই ফলটি ত্বককে ভেতর থেকে হাইড্রেট করতে, দাগ দূর করতে এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে জাদুর মতো কাজ করে। রাসায়নিকমুক্ত উপায়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে ড্রাগন ফলের তৈরি ঘরোয়া ফেসপ্যাকগুলো বর্তমানে ত্বকের যত্নে অন্যতম সেরা সমাধান।

ড্রাগন ফলের পাল্প বা জেলের নিয়মিত ব্যবহার ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। কীভাবে এই ফলটি আপনার রূপচর্চায় ব্যবহার করবেন, তার কয়েকটি কার্যকর উপায় নিচে তুলে ধরা হল

গভীর হাইড্রেশন ও আর্দ্রতা ড্রাগন ফলের পাল্প ব্লেন্ড করে জেলের মতো তৈরি করে মুখে ১৫ মিনিট লাগিয়ে রাখলে ত্বক গভীর থেকে আর্দ্র হয়। এটি শুষ্কতা দূর করে ত্বককে অত্যন্ত নরম ও মসৃণ করে তোলে।

বার্ধক্য রোধে অ্যান্টি-এজিং মাস্ক ১ টেবিল চামচ ড্রাগন ফ্রুট পাল্পের সঙ্গে ১ চা চামচ দই মিশিয়ে মুখে লাগালে ল্যাকটিক অ্যাসিড ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের প্রভাবে সূক্ষ্ম রেখা এবং বলিরেখা দূর হয়। সপ্তাহে দু'বার ব্যবহারে ত্বক হয়ে ওঠে তরুণ ও সতেজ।

ব্রণ ও লালচে ভাব দূরীকরণ এই ফলের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য ব্রণের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। ব্রণের আক্রান্ত স্থানে ড্রাগন ফলের পেস্ট লাগিয়ে রাখলে ফোলা ভাব ও লালচে দাগ দ্রুত কমে যায়।

রোদে পোড়া দাগ ও ট্যানিং মুক্তি ড্রাগন ফ্রুট পাল্পের সঙ্গে শসার রস মিশিয়ে লাগালে রোদে পোড়া ত্বকের জ্বালা প্রশমিত হয়। এতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের মেরামত প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ট্যানিং হালকা করতে সাহায্য করে।

ত্বকের কালো দাগ এবং পিগমেন্টেশন দূর করতে ড্রাগন ফ্রুট পাল্পের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে ১০-১২ মিনিট লাগিয়ে রাখলে ত্বক প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এছাড়া, যারা ত্বকে তাৎক্ষণিক চমক চান, তারা মধুর সঙ্গে ড্রাগন ফ্রুট মিশিয়ে 'গ্লো প্যাক' হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। মধুর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণাগুণ ত্বককে সুস্থ রাখে এবং ড্রাগন ফল দেয় এক সতেজ আভা।

বলা যায়, ড্রাগন ফল ত্বকের জন্য একটি প্রাকৃতিক রূপান্তরকারী উপাদান। এটি ব্রণ, বার্ধক্যজনিত সমস্যা এবং ত্বকের বিবর্ণতা দূর করে রাসায়নিকমুক্ত সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বক উপহার দেয়। প্রাকৃতিক, সতেজ এবং স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে চাইলে আপনার সাপ্তাহিক রূপচর্চার রুটিনে ড্রাগন ফলের এই ঈজ্জু প্যাকগুলো অনায়াসেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

নজরে INSTA

মেহরিন

সুপর্ণা

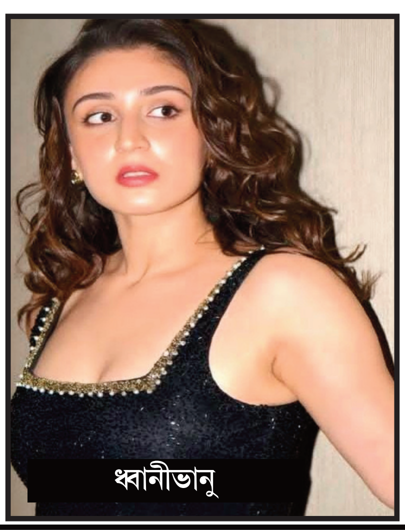
ধ্বানীভানু

তিতিক্ষা

ধ্রুবাজিত

প্রিয়াঙ্কার গ্ল্যামার ও কিশোর প্রতিভা

নয়া জামানা ঃ প্রিয়াঙ্কার গ্ল্যামার ও কিশোর প্রতিভা ওয়েনের বিশ্বজয়
এবারের আসরে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার উপস্থিতি ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। ব্ল্যাকপিঙ্ক ব্যান্ডের লিসার সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন টিভি নমিনেশন বিভাগের বিজয়ীদের নাম। 'দ্য পিট'-এর জন্য সেরা অভিনেতা নির্বাচিত হওয়া নোয়া ওয়াইলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি। প্রিয়াঙ্কা জানান, এমন এক সম্মানজনক মঞ্চে পুরস্কার প্রদানের সুযোগ পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।

তবে অনুষ্ঠানের মূল আলো কেড়ে নেয় 'অ্যাডোলেসেন্স' সিরিজটি। পাঁচটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে এই সিরিজটি চারটিতেই জয়লাভ করেছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে কিশোর শিল্পী ওয়েন কুপারকে নিয়ে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে সেরা সহ-অভিনেতার (টিভি) গোল্ডেন গ্লোব জিতে ইতিহাস গড়েছে সে। ইতিপূর্বে ১৫ বছর বয়সে এমি এবং পরবর্তীতে ক্রিটিক'স চয়েজ অ্যাওয়ার্ড জয়ের পর এটি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অর্জন। গোল্ডেন গ্লোব হাতে নিয়ে ওয়েন বলে, তওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছি, বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমার ও আমার পরিবারের জন্য এটি কী অপূর্ব এক জার্নি ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি সত্যিই আপ্লুত।দ নিজের সাফল্যের কৃতিত্ব অভিজ্ঞ সহ-অভিনেতাদেরও দিয়েছে এই কিশোর শিল্পী। এছাড়া এই সিরিজটি সেরা লিমিটেড সিরিজ, সেরা অভিনেতা এবং সেরা অভিনেত্রীর বিভাগেও জয়ী হয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

লিওনার্দো ও টিমোথির জয়ধ্বনি
চলচ্চিত্র বিভাগে বড় জয় এসেছে লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও অভিনীত 'ওয়ান ব্যাটল আফটার আনাদার'-এর হাত ধরে। 'অ্যাডোলেসেন্স'-এর মতো এই সিনেমাটিও চারটি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে। এটি সেরা ছবি (মিউজিক্যাল কমেডি) নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি পল থমাস আন্ডারসনকে এনে দিয়েছে সেরা পরিচালকের খেতাব। এছাড়া টেয়ানা টেলর এই সিনেমার জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন এবং সেরা চিত্রনাট্যের (স্ক্রিন প্লে) পুরস্কারটিও গেছে এই ছবির ঝুলিতে।

অন্যতম আলোচিত মুহূর্ত ছিল টিমোথি শ্যালামেটের পুরস্কার প্রাপ্তি। 'মার্টি সুপ্রিম' ছবির জন্য তিনি ক্যারিয়ারের প্রথম গোল্ডেন গ্লোব জয় করলেন। প্রথমবার এই পুরস্কার জিতে আবেগঘন টিমোথিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপস্থিত সহকর্মীরা। অ-ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্রের বিভাগে সেরা নির্বাচিত হয়েছে 'দ্য সিক্রেট এজেন্ট'।

নতুন সংযোজন পডকাস্ট বিভাগ
গোল্ডেন গ্লোবের ইতিহাসে এ বছরই প্রথম যুক্ত হয়েছে 'সেরা পডকাস্ট' বিভাগ। ডিজিটাল কন্টেন্টের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে সম্মান জানাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম বছরই এই ক্যাটাগরিতে বাজিমাত করেছে 'গুড হ্যাং উইথ অ্যামি পোহলার'। অ্যামি পোহলারের এই পডকাস্টটি বিনোদন ও তথ্যের সঠিক ভারসাম্যের জন্য বিচারকদের মন জয় করে নেয়।

৮৩তম গোল্ডেন গ্লোবের উল্লেখ যোগ্য বিজয়ীদের তালিকা একনজরে

ক্যাটাগরি বিজয়ী
কাজ/সিনেমা
সেরা অভিনেতা (টিভি)
নোয়া ওয়াইল দ্য পিট
সেরা সহ-অভিনেতা (টিভি)
ওয়েন কুপার
অ্যাডোলেসেন্স
সেরা অভিনেতা (ফিল্ম)
টিমোথি শ্যালামেট মার্টি সুপ্রিম
সেরা ছবি (মিউজিক্যাল/কমেডি)
; ওয়ান ব্যাটল আফটার আনাদার
সেরা পরিচালক পল থমাস আন্ডারসন ওয়ান ব্যাটল আফটার আনাদার
সেরা পডকাস্ট অ্যামি পোহলার গুড হ্যাং উইথ অ্যামি পোহলার

প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার উপস্থাপনা থেকে শুরু করে ওয়েন কুপারের রেকর্ড সৃষ্টি; এবারের গোল্ডেন গ্লোব ছিল নবীন ও প্রবীণের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। আন্তর্জাতিক এই মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে প্রিয়াঙ্কার উপস্থিতি যেমন গর্বের, তেমনি বিশ্ব চলচ্চিত্রের বিবর্তনে নতুন বিভাগ ও নতুন প্রতিভাদের জয়গান ভবিষ্যতের এক পজিটিভ ইঙ্গিত বহন করছে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 1/21/2026 8:04 AM Page 4

মেসি-সফরের ক্ষত মুছে চনমনে যুবভারতী
আইএসএল লিগ শুরুর আগেই ভোলবদল

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে ফুটবলপ্রেমীদের। মাঠের লড়াই শুরুর আগেই মাঠের বাইরের প্রস্তুতি প্রায় সারা। সব ঠিক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই ফের স্বমহিমায় ফিরতে চলেছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল)-এর আসর বসার আগেই স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ শেষ করতে কোমর বেঁধে নেমেছে প্রশাসন। পূর্ত দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই স্টেডিয়ামটি খেলার জন্য সম্পূর্ণ ফিট হয়ে যাবে।

ইদানীং ময়দানে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই যুবভারতীতে আইএসএলের বল গড়াতে পারে। যদিও সরকারিভাবে এখনও সূচি ঘোষণা করা হয়নি, তবে রাজ্য সরকার কোনো খামতি রাখতে চাইছে না। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মতো বড় ক্লাবগুলোর ঘরের মাঠে খেলা নিয়ে যাতে কোনো অনিশ্চয়তা তৈরি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। মূলত গত ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির সফরের সময় স্টেডিয়ামে যে অনভিপ্রেত ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল, তার ক্ষত মেটাতেই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। সেই অশান্তিতে স্টেডিয়ামের গ্যালারি ও আসবাবের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতেও কম জলঘোলা হয়নি। সংস্কারের খুঁটিনাটি নিয়ে মুখ খুলেছেন সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, মূল খেলার মাঠ বা টার্ফ এখন পুরোপুরি তৈরি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন, মাঠ এখন খেলার জন্য একদম তৈরি গ্রাউন্ড নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। চাইলে মঙ্গলবারই মাঠে খেলা হতে পারে। তবে মাঠ খেলার উপযুক্ত হলেও দর্শকদের বসার গ্যালারি নিয়ে কাজ এখনও বাকি। গ্যালারির জং ধরা লোহার রেলিং, ভাঙা বাকেট চেয়ার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ফেন্সিং মেরামতির কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই আনুষাঙ্গিক কাজগুলো শেষ করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। এই ভোলবদলের জন্য বড়সড় অঙ্কের বরাদ্দও করা হয়েছে। যুবকল্যাণ দফতর থেকে ১ কোটিরও বেশি টাকা এই সংস্কার কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে।

কাজের গুণমান নিশ্চিত করতে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে পূর্ত দফতর। দুই দফতরের আধিকারিকরাই নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে কাজের তদারকি করছেন।

লক্ষ্য একটাই, লিগ শুরুর আগে সমর্থকদের জন্য এক ঝাঁ-চকচকে এবং নিরাপদ স্টেডিয়াম উপহার দেওয়া।

গত বছরের সেই তিক্ত স্মৃতি ভুলে দর্শকরা যাতে স্বচ্ছন্দে খেলা উপভোগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই এখন প্রশাসনের পাখির চোখ। সব মিলিয়ে, এক নতুন রূপের যুবভারতী দেখার জন্য প্রহর গুনছেন তিলোত্তমার ফুটবলপ্রেমীরা।

পালিত হল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিষ্ঠা দিবস

নয়া জামানা,বিধাননগর ঃ উৎসবের মেজাজে নিজেদের ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। মঙ্গলবার কমিশনারেট চত্বরে আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন পুলিশ কমিশনার গৌরব মুকেশ। উপস্থিত ছিলেন কমিশনারেটের বিভিন্ন স্তরের পদস্থ কর্তারা।

পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করে পুলিশ কমিশনার সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে বিধাননগর পুলিশের সাফল্য ও নিরন্তর লড়াইয়ের কথা উঠে আসে তাঁর ভাষণে। এদিন পুলিশ কমিশনার মুকেশ বলেন, 'এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিধাননগর পুলিশ কাজ করে চলেছে।' গত কয়েক বছরে কমিশনারেটের অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি বাহিনীর দায়বদ্ধতাকে কুর্নিশ জানান। ছোট বড় সমস্ত পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কমিশনারেট চত্বর ছিল কার্যত উৎসবমুখর। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আগামী দিনগুলোতেও একই তৎপরতা বজায় রাখার অঙ্গীকার শোনা গিয়েছে এই অনুষ্ঠানে। দীর্ঘ পথচলার সাফল্যের আনন্দ ভাগ করে নিয়ে এক নতুন সংকল্পের সাক্ষী থাকল বিধাননগর।

যাত্রীক ক্লাবের আয়োজনে মুখর পলতা
সমাপ্ত হল নয় দিনের সাংস্কৃতিক উৎসব

নয়া জামানা,পলতা ঃ শীতের আমেজ আর সংস্কৃতির মেলবন্ধনে শেষ হলো ২০২৬ সালের পঞ্চম বর্ষ 'পলতা উৎসব'। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সেবাগ্রাম যাত্রীক ক্লাব খেলার মাঠে টানা ৯ দিন ধরে চলল এই বর্ণাঢ্য আয়োজন। উৎসব প্রাঙ্গণে হরেক রকমের স্টল এবং জিভে জল আনা খাবারের সম্ভার ভিড় টানল সাধারণ মানুষের। প্রতিদিন সন্ধ্যায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা খুদে শিল্পীদের আবৃত্তি, সমবেত নৃত্য এবং গান গোটা চত্বরে এক আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। যাত্রীক ক্লাবের নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি দিনই ছিল জমজমাট। নামী শিল্পীদের সুরের মূর্ছনায় ভেসেছিলেন সংগীতপ্রেমীরা। উৎসবে উপস্থিত থেকে উৎসাহ বাড়ান উত্তর বারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান মলয় ঘোষ, সিআইসি প্রদীপ বোস এবং কাউন্সিলর ইতি বিশ্বাস ও অজয় চক্রবর্তী। সৃজনশীলতার এই মহাযজ্ঞে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি স্থানীয় সাংস্কৃতিক চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। প্রখ্যাত শিল্পীদের নাচের ছন্দ আর ছোটদের প্রতিভা আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বার্তাই দিয়ে গেল এই উৎসবের মঞ্চে।

দিল্লির গুডবুক-এ কি তবে নাম ফিরল দিলীপের?
বিমানবন্দরে মোদির কুশল বিনিময়ে জল্পনা তুঙ্গে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে জল্পনা ছিলই। অবশেষে সিঙ্গুর বা মালদহের জনসভা নয়, খোদ কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়েতেই বরফ গলার ইঙ্গিত মিলল। দীর্ঘদিনের দূরত্ব ঘুচিয়ে ফের মুখোমুখি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দীর্ঘ বিরতির পর মোদি-দিলীপের এই সৌজন্য বিনিময় ঘিরে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বিশেষ করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বঙ্গ বিজেপির এই 'দাবাং' নেতাকে ফের মূল স্রোতে ফেরানো নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। রবিবার সিঙ্গুরের সভা শেষ করে দিল্লি ফেরার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে দলের মূল কর্মসূচিতে সেভাবে দেখা যাচ্ছিল না তাঁকে। এমনকী এবারের লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর ছেড়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে লড়াই এবং হারের পর বঙ্গ বিজেপির একাংশের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও স্পষ্ট হয়েছিল। মালদহ বা সিঙ্গুরে মোদির সভামঞ্চেও তাঁর জায়গা হয়নি। যা নিয়ে আদি বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। কিন্তু শাহের নির্দেশে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। এদিন বিমানবন্দরে দেখা হতেই দিলীপের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি প্রশ্ন করেন, কেমন আছেন, কীরকম সব চলছে? দীর্ঘ সময় পর মোদির মুখে এই প্রশ্ন শুনে দিলীপ ঘোষও আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনিও পাল্টা প্রধানমন্ত্রীর শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। প্রধানমন্ত্রীকে দিলীপ জিজ্ঞেস করেন, আপনার শরীর কেমন আছে? দু'জনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হলেও তার রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপে দিলীপ ঘোষ ফের বঙ্গ রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন। সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত থেকে শুরু করে ময়দানে নেমে জনসংযোগ; সবর্ত্রই মেজাজে ধরা দিচ্ছেন খড়্গাপুরের প্রাক্তন সাংসদ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিলীপ ঘোষকে সাংগঠনিক মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একটি পরিকল্পিত চাল। দলের পুরনো ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের উজ্জীবিত করতে দিলীপের মতো লড়াকু নেতার গ্রহণযোগ্যতা আজও অপরিসীম। যদিও মোদির সভায় দিলীপের মঞ্চে না থাকা নিয়ে চর্চা থামছে না, কিন্তু বিমানবন্দরের এই কয়েক মিনিটের একান্ত সাক্ষাৎ বুঝিয়ে দিল যে দিল্লির গুডবুক-এ দিলীপ ঘোষ এখনও স্বমহিমায় বর্তমান। মূলত ২০২৬-এর কঠিন লড়াইয়ের আগে দলের এই 'দাবাং' মুখকে চাঙ্গা করতেই প্রধানমন্ত্রী মোদি এমন আন্তরিকতা দেখিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। শাহ-মোদির এই জোড়া 'মন্ত্রে'র পর দিলীপ ঘোষ আগামী দিনে বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক স্তরে কতটা বড় ভূমিকা পান, এখন সেটাই দেখার। ফাইল ফটো।

মোর্চায় আদি নেতাদেরই 'পুনরুত্থান', শমীকের সেনাদলে ব্রাত্য দিলীপ ঘোষ

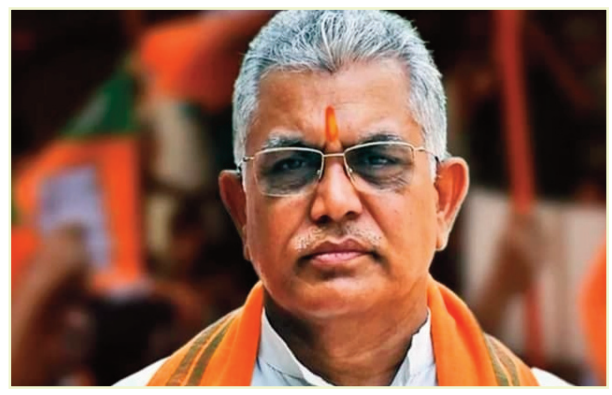

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বঙ্গ বিজেপিতে এখন কেবলই শমীক ভট্টাচার্যের দাপট। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলের রাশ পুরোপুরি নিজের হাতে নিলেন বর্তমান রাজ্য সভাপতি। মঙ্গলবার দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের ইনচার্জ পদে বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছেন তিনি। আর এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে আদি নেতাদের জয়জয়কার। উল্টোদিকে কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়ল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'লবি'। অতীতের সমস্ত ব্যর্থতা মুছে ফেলে নতুন রণকৌশলে ঘর গোছাতে শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। তবে এই নতুন বিন্যাসেও ব্রাত্য রয়ে গিয়েছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপির 'দাবাং' নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর ঠাঁই হয়নি শমীকের বাহিনীতে। দলের অন্দরের খবর, রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর থেকেই শমীক ভট্টাচার্য সংগঠনের ভোল বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নতুন রাজ্য কমিটিতেও দেখা গিয়েছিল শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এদিনের রদবদল সেই ধারাকেই আরও মজবুত করল। বিভিন্ন মোর্চার সভাপতিদের উপরে ইনচার্জ পদে বসানো হয়েছে পোড়খাওয়া নেতাদের। মহিলা মোর্চার দায়িত্ব ফিরে পেয়েছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। প্রাক্তন এই তারকা সাংসদ আগে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ছিলেন। বর্তমানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পাশাপাশি ইনচার্জ হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন শমীক। অন্যদিকে, যুব মোর্চার পর্যবেক্ষক বা ইনচার্জ করা হয়েছে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-কে। দিলীপ ঘোষের জমানায় তিনি এই মোর্চার সভাপতি ছিলেন। এখন বর্তমান সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র মাথার উপর তাঁকে বসিয়ে শমীক আদতে পুরনো শক্তিতেই ভরসা রাখলেন। তফসিলি মোর্চার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে। দলের সংখ্যালঘু মোর্চার ইনচার্জ হিসেবে কাজ করবেন রাজ্যস্তরের নেতা অমিতাভ রায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর পছন্দের নেতাদের সরিয়ে দিয়ে পুরনো কর্মীদের চাঙ্গা করাই শমীকের আসল লক্ষ্য। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, শাখা সংগঠনগুলোর রশি থাকবে তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তবে শমীক দায়িত্ব নেওয়ার পর দিলীপ ঘোষকে সক্রিয় করার কথা বারবার বললেও বাস্তবে এখনও কোনও পদ মেলেনি খড়্গাপুরের প্রাক্তন সাংসদের। শমীকের কাছে এই নির্বাচন আসলে একটি 'অগ্নিপরীক্ষা'। আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তিনি অভিজ্ঞ নেতৃত্বকেই ঢাল বানাচ্ছেন। ভোটের লড়াইয়ে নামার আগে মোর্চাগুলোকে সক্রিয় করতে আদি নেতাদের এই প্রত্যাবর্তনে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোরদার চর্চা।

ব্যারাকপুরে বিক্ষোভ
ডেপুটেশন সিপিআই(এম)-র

ব্যারাকপুর, নয়া জমানা ঃ এসআইআর-এর নামে প্রকৃত ভোটারদের হেনস্থা ও হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ব্যারাকপুর মহকুমায় বিক্ষোভে শামিল হলেন সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকসহ সাধারণ মানুষ।

এদিন ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবন অভিযান করে সিপিআইএম ব্যারাকপুর নোয়াপাড়া বিধানসভা কমিটি। উত্তর ২৪ পরগনা সিআইটিইউ জেলা কমিটির সম্পাদিকা গার্গী চ্যাটার্জির নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধি দল; কল্লোল মুখার্জি, পার্থ ভট্টাচার্য, সুবীর মৌলি ও কাজল ঘোষ এসআইআর শুনানির নামে হয়রানির প্রতিবাদ এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেয় প্রশাসনিক ভবনের ইআরও অফিসে। এরপর কর্মী-সমর্থকরা ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবন থেকে মিছিল করে ব্যারাকপুর স্টেশনের সামনে এসে জমায়েত হন। সেখানে বক্তব্য রাখেন নেত্রী গার্গী চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনকে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং সাধারণ মানুষদের বিশেষ করে প্রান্তিক অংশের মানুষদের বাস্তব সমস্যাগুলি অনুধাবন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষার জন্য এভাবেই শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ হবে একমাত্র পথ।' এছাড়াও এসআইআর প্রক্রিয়ায় তৃণমূল ও বিজেপি 'গটআপ' করে চলছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

লোকসান সামাল দিতে তৎপর পুরসভা, কর বৃদ্ধিতে এবার মেগা জরুরি বৈঠক

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভাঁড়ারে টান। দিনের পর দিন বিপুল লোকসানে চলছে কলকাতা পুরসভা। এই আর্থিক সংকট মেটাতে এবার সম্পত্তি কর বৃদ্ধির পথে হাঁটতে পারে নবান্ন। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আগামী বুধবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

ওই দিনেই সম্পত্তি করের নতুন কাঠামো এবং রাজস্ব আদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে খবর। বৈঠকে সম্পত্তি কর মূল্যায়ন এবং রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই দুটি দফতরই বর্তমানে খোদ মেয়রের হাতে রয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর,

বর্তমানে যে পরিমাণ সম্পত্তি কর আদায় হচ্ছে তা দিয়ে কর্পোরেশনের বিশাল খরচ সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাজস্ব আদায়ের ফাঁকফোকর খুঁজতে এবং আয়ের নতুন দিশা পেতেই এই জরুরি তলব। কর মূল্যায়ন বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কর আদায় না বাড়লে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হবে। এমনকি কর্মীদের বকেয়া গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য পাওনা মেটাতেও বড়সড় সমস্যা তৈরি হতে পারে।

ত্রিপুরার মডেলে বাংলায় বাম-বিরোধিতা?
জোটে না বলে দিল কংগ্রেস হাইকমান্ড

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোটের জমানায় ইতি টানতে চলেছে কংগ্রেস। আলিমুদ্দিনের সঙ্গে সমঝোতাকে স্রেফ 'বোকামি' বলে দেগে দিয়ে এবার রাজ্যে 'একলা চলো' নীতিতে শাণ দিচ্ছে এআইসিসি। সোমবার কলকাতায় প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠকের পর হাইকমান্ডের প্রতিনিধিরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সিপিএমের ভোট কংগ্রেসের বাক্সে আসে না, তাই জোট করে শক্তিক্ষয় করার কোনো মানে হয় না। বরং বিজেপিকে প্রধান শত্রু চিহ্নিত করে তৃণমূলের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখেই ময়দানে নামতে চাইছে হাত শিবির। তিলক রোডে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বের সঙ্গে এদিন বৈঠকে বসেছিলেন এআইসিসি-র পর্যবেক্ষকরা। সেখানে আলোচনার মূল সুর বেঁধে দেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তথা ত্রিপুরার দাপুটে নেতা সুদীপ রায় বর্মণ। সূত্রের খবর, বৈঠকে তিনি সাফ জানান, সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা করা বোকামি হবে। তাঁর এই মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেওয়া হয় যে, বিগত নির্বাচনগুলোতে বামেদের সঙ্গে জোট করে কংগ্রেসের বিশেষ লাভ হয়নি। বাম ভোট কংগ্রেস প্রার্থীর দিকে ঘোরে না, যার ফলে আখেরে দলেরই ক্ষতি হয়। এই একই মেজাজে কথা বলেন পর্যবেক্ষক গোলাম মীরও। তিনি স্পষ্ট জানান, এবার একা লড়াই করেই নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি পরখ করে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে দিল্লির একটি সুনির্দিষ্ট রণকৌশল কাজ করছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বৈঠকে এআইসিসি-র প্রতিনিধিরা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, মনে রাখতে হবে বিজেপি আমাদের প্রধান শত্রু। তৃণমূলকে হঠানোর ভাবনা নিয়ে নামলেন, আর দেখা গেল তাতে বিজেপি ঢুকে পড়েছে। এ জিনিস যেন না হয়।দ অর্থাৎ, তৃণমূলের বিরোধিতা করতে গিয়ে যাতে গেরুয়া শিবিরের সুবিধা না হয়ে যায়, সেদিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে হাইকমান্ড। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, জোট নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট না করে এখন থেকেই তএকলাই লড়াই হবেদ ধরে নিয়ে কোমর বেঁধে মাঠে নামতে হবে।বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য ও শাকিল আহমেদ খানদের উপস্থিতিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দলের অন্দরে থাকা বামপন্থী বা তৃণমূলপন্থী গোষ্ঠীর চেয়ে 'একলা চলো' পন্থীরাই এখন ভারী। যদিও একাংশের দাবি, সুদীপ রায় বর্মণরা ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল বাম শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বলেই তাঁদের এই প্রবল সিপিএম বিরোধিতা। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, হাইকমান্ড যখন এই প্রতিনিধিদের কলকাতায় পাঠিয়ে জোট বাতিলের সুর চড়িয়েছে, তখন বুঝতে হবে দিল্লির সবুজ সংকেত ছাড়া এমন কড়া অবস্থান সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে হাত শিবির আর বসে থাকতে রাজি নয়। জেলা ও রাজ্যস্তরের পর্যবেক্ষকদের দ্রুত জেলায় জেলায় যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র পর্যবেক্ষকরাও নিয়মিত জেলা সফরে যাবেন। কংগ্রেসের লক্ষ্য এখন দুই প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল ও বিজেপির মাঝখানে নিজেদের স্বতন্ত্র জমি পুনরুদ্ধার করা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি যখন কেরলে বসে অবিজেপি দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ইঙ্গিত দিচ্ছে, ঠিক তখনই কলকাতায় বসে সেই প্রস্তাব কার্যত নস্যাৎ করে দিল কংগ্রেস। আপাতত জোটের জটিল অংক সরিয়ে রেখে নিজেদের পতাকা একাই ওড়াতে মরিয়া বিধান ভবন।

বিক্ষোভে রণক্ষেত্র এস এন ব্যানার্জী রোড
পুলিশের বাধার মুখেও অনড় আশাকর্মীরা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মঙ্গলবার দুপুরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ধর্মতলা চত্বর। সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার বাধল কলকাতা পুরসভার সামনে। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকানোয় স্তব্ধ হয়ে যায় এস এন ব্যানার্জী রোড। শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা ও হাওড়ামুখী যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

এদিন একাধিক দাবি নিয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি রোডের দিকে এগোতে থাকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশাল মিছিল। তাঁদের মূল দাবিগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি কর্মীর সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা, বেতন বৃদ্ধি এবং অঙ্গনওয়াড়ি খাতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো। মিছিল নিউ মার্কেট থানার সামনে পৌঁছতেই পুলিশ দ্বিস্তরীয় ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা আটকে দেয়। আন্দোলনকারীরা সেই বাধা টপকে এগোতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল রাজভবন ও বিকাশভবনে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া। আন্দোলনরত আশাকর্মীদের কথায়, তাঁরা যে কোনও উপায়ে নিজেদের কর্মসূচি শেষ করবেই। তবে পুলিশের পাল্টা দাবি ছিল, এস এন ব্যানার্জী রোডেই মিছিল শেষ করতে হবে। এর আগেও স্বাস্থ্যভবন অভিযানে একই ভাবে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন এই কর্মীরা। এবারও সেই একই মেজাজে রাজপথে অনড় রইলেন তাঁরা। উত্তেজনার জেরে ধর্মতলা এলাকায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, দাবি আদায়ে রাজপথেই অবস্থান বিক্ষোভে অনড় রয়েছেন কয়েক হাজার কর্মী।

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

নজরদারিতে কি ঘাটতি ?

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ফের প্রশ্নচিহ্ন।গুণমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় বিভিন্ন সংস্থার তৈরি মোট ৪৫টি ওষুধের নির্দিষ্ট ব্যাচ বাতিল ঘোষণা করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সংশ্লিষ্ট ব্যাচ নম্বর-সহ পূর্ণ তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকায় রাজ্যের পাঁচটি সংস্থার নাম থাকায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'এর নাম ফের উঠে আসায় বিতর্ক নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত ডিসেম্বর মাসে এই ৪৫টি ওষুধের নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতা ও ভিন্ রাজ্যের অনুমোদিত ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া ব্যাচগুলিকে অবিলম্বে ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বাজার থেকে দ্রুত প্রত্যাহারের কথাও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইনের ০৩বি৩৯১১ নম্বর ব্যাচ, যা অসমের গুয়াহাটির একটি ল্যাবে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরও এই সংস্থার স্যালাইন নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল, যার জেরে রাজ্য সরকার হাসপাতালগুলিতে এর ব্যবহার বন্ধ করেছিল। শুধু একটি সংস্থা নয় রাজ্যের আরও চারটি সংস্থার তৈরি ওষুধও পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার লাইফ ফার্মাসিউটিক্যালস এর ক্রোমোস্ট্যাট ইঞ্জেকশন, জগাছার ডায়মন্ড ড্রাগস এর ড্রায়েড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল কলকাতার সানি ইন্ডাস্ট্রিজ এর পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যাপলেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর তৈরি ওআরএস। এই সব ক'টি নমুনাই কলকাতার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত হয়েছিল। তালিকায় শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরাখণ্ডের একাধিক সংস্থার নামও রয়েছে।অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে কাশির সিরাপ -এমন গুরুত্বপূর্ণ ওষুধও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, যা পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে।প্রশ্ন উঠছে, ওষুধ বাজারে আসার আগেই গুণমান যাচাই আরও কঠোর হওয়া উচিত নয় কি ? বারবার একই সংস্থার নাম উঠে আসা নজরদারির ঘাটতির দিকেই ইঙ্গিত করে। স্বাস্থ্য দফতর অবশ্য জানিয়েছে, রোগীর নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং ব্যর্থ ব্যাচের ওষুধ কোনও অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাবে না।তবে শুধু ব্যাচ বাতিল করাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন দায়িত্ব নির্ধারণ, কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নিয়মিত ও স্বচ্ছ নজরদারি। কারণ ওষুধ মানেই মানুষের জীবন। সেখানে সামান্য অবহেলাও মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রশ্নে আর কোনও আপস নয় এটাই হওয়া উচিত প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা।

জীবনী

সুশান্ত সিং রাজপুত

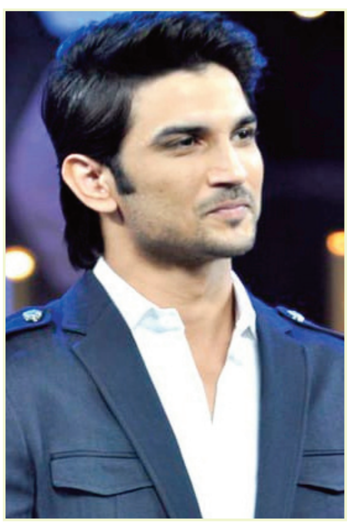

সুশান্ত সিং রাজপুত ছিলেন সমসাময়িক ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম উজ্জ্বল ও মেধাবী নক্ষত্র। ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি বিহারের পাটনায় তাঁর জন্ম।মধ্যবিত্ত পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে সুশান্তে্র শৈশব কেটেছে পাটনাতেই।ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র।তাঁর মা ছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা যাঁর মৃত্যু ২০০২ সালে সুশান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি দিল্লি চলে আসেন এবং দিল্লি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি পদার্থবিজ্ঞানে অলিম্পিয়াড বিজয়ী ছিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় সারা ভারতে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন। তবে বিজ্ঞানের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাঁর মনের কোণে সুপ্ত ছিল অভিনয়ের স্বপ্ন।ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়েই সুশান্ত পাড়ি জমান মুম্বাইয়ে।সেখানে শিয়ামাক দাভরের নাচের দল এবং ব্যারি জন এর থিয়েটার গ্রুপে যোগ দিয়ে অভিনয়ের হাতেখড়ি হয় তাঁর।২০০৮ সালে 'কিস দেশ মে হ্যায় মেরা দিল' ধারাবাহিকের মাধ্যমে ছোটপর্দায় তাঁর অভিষেক ঘটলেও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছান 'পবিত্র রিস্তা' ধারাবাহিকের 'মানব' চরিত্রের মাধ্যমে। ঘরে ঘরে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠার পরও সুশান্তের লক্ষ্য ছিল বড় পর্দা।২০১৩ সালে অভিষেক কাপুরের 'কাই পো চে' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে তাঁর রাজকীয় অভিষেক ঘটে।প্রথম ছবিতেই তিনি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বুঝিয়ে দেন যে তিনি দীর্ঘ রেসের ঘোড়া।

এরপর একে একে 'শুদ্ধ দেশি রোমান্স' ও 'ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী'র মতো বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্রে কাজ করে তিনি নিজের বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ দেন।তবে সুশান্তের ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ২০১৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক 'এমএস ধোনি দ্য আনটোল্ড স্টোরি'।এই চরিত্রের জন্য তিনি নিজেকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যে পর্দায় আসল ধোনি আর সুশান্তের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।এটি ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সফল বাণিজ্যিক সিনেমা।এরপর 'কেদারনাথ' এবং সবশেষে 'ছিছোরে' সিনেমার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে জীবন ও পরাজয়কে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে হয়।তাঁর শেষ ছবি 'দিল বেচারা' তাঁর মৃত্যুর পর মুক্তি পায় যা দর্শকদের আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল।সুশান্ত সিং রাজপুত কেবল একজন অভিনেতা ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন আজীবন শিক্ষার্থী।তাঁর আগ্রহ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম ফিজিক্স এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে। তিনি নিজের একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং চাঁদে জমি কিনেছিলেন বলে জানা যায়।ডায়েরি লেখা, গিটার বাজানো এবং অজানাকে জানার প্রতি তাঁর নেশা তাঁকে অন্যান্য সমসাময়িক অভিনেতাদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল।২০২০ সালের ১৪ জুন মুম্বাইয়ে তাঁর অকাল প্রয়াণ পুরো বিশ্বকে স্তব্ধ করে দেয়। তাঁর মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করেছে।সুশান্ত তাঁর কাজের মাধ্যমে, তাঁর অমায়িক হাসি আর প্রাণখোলা ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি শিখিয়ে গেছেন যে স্বপ্ন দেখতে জানা এবং সেই স্বপ্নের পিছনে নিরন্তর ছুটে চলাটাই জীবনের আসল সার্থকতা।

উন্নয়ন যখন চিন্তা

নির্মল কুমার সিংহ
শিক্ষক

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সবথেকে চর্চিত বিষয় হলো উন্নয়ন। কোথাও উন্নয়ন মানে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছে দেওয়া! আবার কোথাও উন্নয়ন মানে চাকরি পাওয়া-রাস্তা তৈরি করা-বড় বড় বিল্ডিং, অট্টালিকা, সেতু তৈরি করা প্রভৃতি! বাস্তবে কি উন্নয়ন মানে সেগুলো? বাস্তবেই কি আমরা উন্নয়নের আসল চিন্তায় পৌঁছাতে পেরেছি? সত্যি কি অর্থ প্রচুর আয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব? যারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ বেআইনিভাবে উপার্জন করছে, তাহলে কি উন্নয়ন তাদের হয়ে গেছে?

চলুন আধুনিক অর্থনীতি এবং আধুনিক চিন্তা কি বলছে একটু দেখে নেওয়া যাক। বর্তমান বিশ্বে তিন ধরনের অর্থনীতির দেশ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশ, এবং অনুন্নত দেশ। এই দেশগুলির সার্বিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করার ক্ষেত্রে মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনডেক্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনডেক্স অনুযায়ী, প্রতিটি দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিষেবা-জন্মহার নিয়ন্ত্রণ-মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ-খাদ্য সুরক্ষা-স্যানিটাইজেশন-নারী পুরুষ অনুপাত-প্রযুক্তি ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়কে দেখা হয়। আজকে নরওয়েকে আমরা যদি উন্নত দেশ বলে থাকি, তাহলে সেই দেশের উপরোক্ত বিষয়ের অবস্থা সার্বিকভাবে অনেক ভালো। আবার নাইজেরিয়াকে আমরা অনুন্নত দেশ বলে থাকি, তাহলে সেই দেশের উপরোক্ত বিষয়ের অবস্থা সার্বিকভাবে খুব একটা ভালো নয়। আবার ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের কথা যদি বলে থাকি, সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়ের অবস্থা সার্বিকভাবে ভালো খারাপের মধ্যে রয়েছে। মূলত এই মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে মানব উন্নয়ন সূচক, বিশ্ব খুদা সূচক, লিঙ্গ বৈষম্য সূচক প্রভৃতি তৈরি করা হয়ে থাকে। এই সূচক গুলিতে নরওয়ে-অস্ট্রেলিয়া-জাপান প্রভৃতি দেশগুলো যথেষ্ট ভালো ফল করেছে। আবার ভারত-চীন-ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির ফল খুব একটা ভালো নয়। ভারত মানব উন্নয়ন সূচকে র‍্যাঙ্ক ১৩২ (০.৬৩৩), বিশ্ব ক্ষুধার্ত সূচকে রাঙ্ক ১১১ (যেখানে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা পাকিস্তানের মতো দেশগুলো আমাদের থেকে এগিয়ে রয়েছে)। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন তথ্য ভারতের জন্য সঠিক দেখাচ্ছেনা।

এবার আসি পশ্চিমবঙ্গের কথায়; স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আর্থিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক উন্নয়ন দেখা যায়, বামপন্থী সরকার আসার পর থেকে সেই উন্নয়ন সার্বিকভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভূমি সংস্কার, শ্রেণী সাম্য প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার আসার পর অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। হয়তো আমাদের দেশ সার্বিক উন্নয়ন করে এই ইনক্লুসিভ অবস্থা তৈরি করার জন্যই। তাই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মতো জায়গাতে মানুষের আয়ের বৈষম্য অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম। এই রাজ্যে যেমন প্রচুর ধনী শালী শিল্পপতি তেমন দেখা যায় না, তেমন প্রচন্ড গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষও দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্যা হল, এই অবস্থা অর্থনীতির পরবর্তী অবস্থাকে হযবরল করে তোলে। এই হযবরল অবস্থা সঠিক করার জন্য শিক্ষার মান বা মেরুদন্ড শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই সময় যে সরকার আসে, সে সরকারকে সার্বিকভাবে পরিষেবার উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ার ভীষণভাবে জরুরী। বিশেষ করে শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামো। এই সময় আমাদের রাজ্যে সিঙ্গুর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসে। এই সরকার এসে যখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামো প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে নজর না দেওয়াই যে হারে আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির অগ্রগতি হওয়া প্রয়োজন তেমন হলো না। আরো মানুষের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য তৈরি হলো। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি কেমন যেন একটা খাপছাড়া অবস্থায় এখন রয়েছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, পশ্চিমবঙ্গে এখন ভীষণভাবে যেটা প্রয়োজন, সেটা হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামোতে জোর দেওয়া। নিশ্চয়ই বর্তমান সরকার সে বিষয়টিকে লক্ষ্য করছে। বামপন্থী সরকারের সমস্যা হল, তারা ৩৪ বছর রাজত্ব করার পরেও যে ইনক্লুসিভ ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, সেটা আকার দিতে পারেনি(কেরালা অনেক ক্ষেত্রেই পেড়েছে)। ফলে মানুষের মধ্যে উন্নয়ন বিষয়টি নিয়ে এক দ্বিধা তৈরি হয়। কেউ মনে করে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি করাকেই উন্নয়ন বলবো, আবার কেউ বলে আমার ব্যক্তিগত অর্থ উপার্জন করাটাই উন্নয়ন; অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা যাই হোক না কেন। তাই এক শ্রেণীর মানুষ অসাধু উপায়ে উপার্জন করছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে এখন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত থেকে উন্নত ডিগ্রী বা গবেষণার আগ্রহ দেখা যাচ্ছেনা। দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েত গুলিতে ভোটে দাঁড়ানোর আগ্রহ। এলাকায় এলাকায় শিক্ষিত মানুষের সেই সম্মান নেই। আমি বলতে চাইছি, আজকে পশ্চিমবঙ্গের সমাজব্যবস্থার সমস্যা তৈরির জন্য বামপন্থী সরকারও অনেকটাই দায়ী। কারণ যে কোন সরকারের নীতি পরবর্তী প্রজন্মের উপর সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ বর্তমান মমতা সরকারের নীতি ভালো বা খারাপ তার প্রভাব পরবর্তীতে ভালো করেই পড়বে।

তাহলে এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিছু করণীয় কি আছে ? একদম আছে। বাস্তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার গুলির তেমন কিছু করার থাকেনা। ভারতবর্ষের সংবিধানের এক নম্বর ধারায় ভারতকে ইউনিয়ন অফ স্টেটস বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রের সার্বিক চিন্তা দেশ তথা রাজ্যের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তবে রাজ্য সরকার ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে পারে। আমি আগেই বলেছি, বর্তমানে রাজ্য সরকারকে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামো এই তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত। উচ্চশিক্ষাকে আরো বেশি পরিমাণে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই দিকে নজর দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরো কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই দিকে নজর দেওয়া উচিত। বুনিয়াদি শিক্ষাকে আরো বেশি শক্তিশালী করে পরিযায়ী শ্রমিক পরবর্তী ক্ষেত্রে যতটা কম তৈরি হয় সেই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। সর্বোপরি, স্কুল কলেজগুলিতে যারা পড়াশোনা করছে তাদের পড়াশুনার মানদণ্ড কিভাবে বাড়ানো যায় সেই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। আমরা ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্য থেকে উন্নয়নের নিরিখে এক স্তর এগিয়ে রয়েছি। বর্তমান রাজ্য সরকারকে সেই বিষয়টিকে মান্যতা দিয়ে পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করায় শ্রেয়। রাজ্য সরকার নিজেও জানে পরিষেবা থেকে রাজ্যের আয় সব থেকে বেশি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জিএসটি থেকে প্রচুর পরিমাণে আয় করে। তাই পরিষেবা কে উন্নত করতে পারলে আদলে রাজ্যেরই উন্নতি হবে এবং আরো বেশি পরিমাণে কর আদায় করতে পারবে। ফলে রাজ্যের অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমবে এবং উন্নতির ভিত্তি অনেক বেশি শক্ত হবে।

এদেশের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। রাষ্ট্রবাদী চিন্তার আদলে আর্থিক উন্নতি খুব একটা শক্তিশালী চিন্তার মাধ্যমে এগোচ্ছে না। আমরা এই কারণে এগিয়ে আছি এই নয় যে, আমরা এগোচ্ছি; আমরা এগিয়ে রয়েছি কারণ প্রতিযোগিতায় থাকা অন্যান্য দেশগুলো করোনা মহামারীর ঘটনার পর থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। তাই কেন্দ্র সরকারকেও ফিসকাল ডেফিসিট বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। মিশ্র অর্থনীতির যে সুফল রয়েছে, সেটি সুনিশ্চিত করা উচিত। নিশ্চয়ই বর্তমান সরকার সেই বিষয়গুলিকে সুনিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বা করবে।

যাইহোক, যেকোনো রাষ্ট্র বা রাজ্যের উন্নতি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দ্বারাই সম্ভব (অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় (ঞ্ঝুঞ্জ চঞ্চ)। তবে মাথাপিছু আয় দুর্নীতি বা অসৎ উপায়ে অর্জনের মাধ্যমে তৈরি হয় না, বাস্তবে সেটি রাষ্ট্র বা রাজ্যের জন্যই ক্ষতি।

আমাদের উন্নতি করতে হলে, দেশের মধ্যে সার্বিক চিন্তা নিয়ে আসতে হবে। আজকের দিনে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি বড় সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা হল দুর্নীতি। কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়কেই উক্ত বিষয়ে শক্তি দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য বলব, আপনারা যারা অসৎ উপায়ে উপার্জন করছেন এবং ভাবছেন নিজের এবং পরিবারের উন্নতি করে ফেলেছেন, বাস্তবে সেটা নয়। সেজন্য দেখা যায় অসৎ উপায়ে যারা আয় করে, তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ক্যারিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম; কারণ তারা পড়াশোনার ঊর্ধ্বে অর্থ ভাবে। অসৎ উপার্জন দেশের আর্থিক ক্যালকুলেশনের সাথে যুক্ত হয় না। অর্থাৎ আপনার উপার্জন রাষ্ট্র তথা রাজ্যের জন্য মঙ্গলকর নয়। কষ্ট করে উপার্জন করুন, নিজের পরিবারের ছেলেমেয়েদের মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করুন, দেখবেন আপনার পরিবারও উন্নতি হবে তার সাথে সাথে রাজ্য তথা রাষ্ট্রেরও উন্নতি হবে। সরকারের উচিত সাধারণ পরিষেবার সাথে সাথে পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া। ভারত বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। আমাদের দেশের নিজস্ব অর্থ, উৎপাদন এবং বিদেশি অর্থ কোনটির অভাব নেই।

এখন শুধু এই অর্থগুলোকে সৎ উপায়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হলো রাষ্ট্রের কাজ। সেটি সরাসরি একাউন্টে নয়, সেটি উৎপাদনমূলক কাজ করার মাধ্যম দিয়ে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই দুটো বিষয়ের উপরে ভীষণভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে মানুষের চিন্তাধারা সঠিক হয়, শিক্ষা ঠিক থাকলে রাষ্ট্রের মেরুদন্ড তৈরি হয়।

তাই উন্নয়নের বর্তমান সংজ্ঞা হলো, মানবসম্পদ তৈরি করা এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তির মাধ্যম দিয়ে দুর্নীতিমুক্ত রাজ্য বা রাষ্ট্র তৈরি করা। প্রতিটা পরিবারের উচিত বাড়ির পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যকে কিভাবে ডাত্তাব - ইঞ্জিনিযাব - শিক্ষক আর্কিটেকচার-চ্যাটার একাউন্টেন্ট-নার্স-উকিল-বিচারপতি প্রভৃতি তৈরি করব। যদি প্রতিযোগিতা করার ইচ্ছাই থাকে তাহলে এই বিষয়ে করুন।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সবথেকে চর্চিত বিষয় হলো উন্নয়ন। কোথাও উন্নয়ন মানে সাধারণ মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছে দেওয়া! আবার কোথাও উন্নয়ন মানে চাকরি পাওয়া-রাস্তা তৈরি করা-বড় বড় বিল্ডিং,অট্টালিকা, সেতু তৈরি করা প্রভৃতি! বাস্তবে কি উন্নয়ন মানে সেগুলো? বাস্তবেই কি আমরা উন্নয়নের আসল চিন্তায় পৌঁছাতে পেরেছি? সত্যি কি অর্থ প্রচুর আয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব? যারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ বেআইনিভাবে উপার্জন করছে, তাহলে কি উন্নয়ন তাদের হয়ে গেছে? চলুন আধুনিক অর্থনীতি এবং আধুনিক চিন্তা কি বলছে একটু দেখে নেওয়া যাক। বর্তমান বিশ্বে তিন ধরনের অর্থনীতির দেশ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি হল উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশ, এবং অনুন্নত দেশ। এই দেশগুলির সার্বিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করার ক্ষেত্রে মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনডেক্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনডেক্স অনুযায়ী, প্রতিটি দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিষেবা-জন্মহার নিয়ন্ত্রণ-মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ-খাদ্য সুরক্ষা-স্যানিটাইজেশন-নারী পুরুষ অনুপাত-প্রযুক্তি ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়কে দেখা হয়। আজকে নরওয়েকে আমরা যদি উন্নত দেশ বলে থাকি, তাহলে সেই দেশের উপরোক্ত বিষয়ের অবস্থা সার্বিকভাবে অনেক ভালো। আবার নাইজেরিয়াকে আমরা অনুন্নত দেশ বলে থাকি, তাহলে সেই দেশের উপরোক্ত বিষয়ের অবস্থা সার্বিকভাবে খুব একটা ভালো নয়। আবার ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের কথা যদি বলে থাকি, সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়ের অবস্থা সার্বিকভাবে ভালো খারাপের মধ্যে রয়েছে। মূলত এই মাল্টি ডাইমেনশনাল ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে মানব উন্নয়ন সূচক, বিশ্ব খুদা সূচক, লিঙ্গ বৈষম্য সূচক প্রভৃতি তৈরি করা হয়ে থাকে।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।
লেখা পাঠাবার ঠিকানা
মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল

রশিদ না মেলায় উত্তপ্ত মাদারিহাট

অভিজিৎ চক্রবর্ত।। নয়া জামানা।। আলিপুরদুয়ার

'গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হতে এসেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে শান্ত হতে হলো সাধারণ ভোটারদের; সৌজন্যে;নির্বাচন কমিশনের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' অবস্থান এবং এসআইআর প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা।'

এসআইআর (স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্রমশই প্রশ্ন বাড়ছে। একের পর এক নির্দেশ, আবার কখনও ভিন্ন ব্যাখ্যা;সব মিলিয়ে কমিশনের অবস্থান সাধারণ মানুষের কাছে বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে পালন করার জন্য। তার মধ্যে অন্যতম হল, শুনানিতে আসা ভোটারদের নথিপত্র জমা নেওয়ার পর অবশ্যই প্রাপ্তির রশিদ দিতে হবে। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়াতেই মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট,বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়ি যুব লাইব্রেরি এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । এদিন সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট শুনানি কেন্দ্রে বহু ভোটার তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে হাজির হন। অভিযোগ, শুনানিতে অংশ নিয়ে নথিপত্র জমা দেওয়া হলেও কমিশনের তরফে কোনও প্রাপ্তির রশিদ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। ভোটারদের দাবি, ভবিষ্যতে কোনও জটিলতা তৈরি হলে নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রমাণ হিসেবে রশিদই একমাত্র ভরসা। অথচ সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা না দেওয়ায় তাঁরা চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। এই বিষয়টি সামনে আসতেই শুনানি কেন্দ্রে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ ভোটাররা প্রশ্ন তোলেন, তবে কি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁদের হয়রানি করা হচ্ছে? পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাদারিহাট থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে বড়সড় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সক্ষম হয়। এদিকে উত্তেজনার মধ্যেই শুনানি কেন্দ্রে মাইকের মাধ্যমে কমিশনের আধিকারিকরা জানান, প্রাপ্তির রশিদ দেওয়ার বিষয়ে তাঁদের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট নির্দেশ এসে পৌঁছয়নি। এই ঘোষণায় ভোটারদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। তাঁদের বক্তব্য, যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও নিচুস্তরে পৌঁছয় না, তাহলে কমিশনের স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন বাংলার ভোটারদের প্রতিনিয়ত হয়রানি করছে। বিরোধীদের দাবি,

এসআইআর প্রক্রিয়ার আড়ালে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। মাদারিহাটের ঘটনায় সেই আশঙ্কাই আরও জোরালো হল বলে মত অনেকের। স্থানীয় ভোটারদের একাংশ জানান, তাঁরা ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যেই শুনানিতে এসেছিলেন। এখন রশিদ না পেয়ে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, ভবিষ্যতে যদি বলা হয় নথি জমা দেওয়া হয়নি, তাহলে দায় নেবে কে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় মাদারিহাটের এই ঘটনা রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিল। নির্বাচন কমিশন আদৌ কতটা নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে এই প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, তা নিয়েই এখ ন বড় প্রশ্ন উঠছে।

নির্বাচনী হেয়ারিংয়ের নোটিশ ঘিরে আতঙ্ক

আত্মহত্যার চেষ্টা দিনহাটার বৃদ্ধের

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ নির্বাচন সংক্রান্ত এসআইআর (স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়ার হেয়ারিং নোটিশ ঘিরে চরম মানসিক চাপে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নান্দিনা এলাকায়। আক্রান্ত বৃদ্ধের নাম বছরউদ্দিন মিয়া (৬০)। বর্তমানে তিনি কোচবিহার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে বাড়ির কাছেই একটি পুকুরপাড়ে বসে বিষপান করেন বছরউদ্দিন। সেই সময় তাঁকে বিষের বোতল হাতে দেখতে পান প্রতিবেশী রুহুল মিয়া।

বিষয়টি বুঝতে পেরেই তিনি দ্রুত বোতল কেড়ে নিয়ে আশপাশের লোকজনের সহায়তায় বছরউদ্দিনকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে কোচবিহার সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরউদ্দিন মিয়ার পরিবারের পাঁচজন সদস্যের নামে 'লজিক্যাল

ডিসক্রেপেন্সি' সংক্রান্ত নোটিশ আসে। আগামী ২২ জানুয়ারি তাঁদের এসআইআর হেয়ারিংয়ে হাজিরার দিন ধার্য রয়েছে। পরিবারটির দাবি, এই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বছরউদ্দিন। তাঁর চার ছেলে কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। সংসারের দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা মিলিয়ে তিনি প্রবল মানসিক চাপে ছিলেন বলে পরিবারের অভিযোগ। হাসপাতালে শুয়ে বছরউদ্দিন মিয়া জানান, এসআইআর সংক্রান্ত হেয়ারিংয়ের নোটিশ হাতে পাওয়ার পর থেকেই তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাঁর ও পরিবারের ভোটাধিকার নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বছরউদ্দিনের ভাই শফিউল্লাহ মিয়া জানান, একই ধরনের নোটিশ তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর নামেও এসেছে, যা গোটা পরিবারকে আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ঘটনার নিন্দা করে অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তের ফলেই সাধারণ মানুষ মানসিক চাপে পড়ছেন। তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে বাংলার ভোটারদের ভয় দেখানো ও হয়রানি করা হচ্ছে। ঘটনাটি নির্বাচন সংক্রান্ত নোটিশের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তে থাকা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তাকেই ফের সামনে আনল বলে মত স্থানীয়দের।

সুভাষিনী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসাহ,উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মালবাজার শহরের সুভাষিনী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এদিন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় একাধিক ক্রীড়া ইভেন্ট। ১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, ডিসকাস থ্রো, শটপুট, ব্যালান্স রেস ও জ্যাভেলিন থ্রো সহ নানা প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের পারফরম্যান্স নজর কাড়ে। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলর মঞ্জু দেবী মোড়, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির

সভাপতি অজয় লোহার সহ বিশিষ্টজনেরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষিকা নন্দিতা চক্রবর্তী, অন্যান্য শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। ক্রীড়া শিক্ষিকা নন্দিতা চক্রবর্তী জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সারা বছর ধরেই বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা আগামীতে জোনাল স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রীরা মানব পিরামিড গঠন করে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠান ঘিরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও অভিভাবক, অভিভাবিকাদের উপস্থিতিতে ছিল উৎসবের আবহ।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে নেতাজির জন্মদিনের আগে শ্রদ্ধা নিবেদন কোচবিহারে

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে সামনে রেখে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিল কোচবিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শহরের সাগরদিঘী সংলগ্ন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সামনে অবস্থিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নতুন করে রং করা হয় সংগঠনের উদ্যোগে। এদিন সকাল থেকেই সংগঠনের সদস্যরা মূর্তির চারপাশের এলাকা পরিষ্কারের কাজে হাত লাগান। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ধুলো-ময়লা সরিয়ে মূর্তিকে নতুন রূপ দেওয়া হয় রংয়ের মাধ্যমে।

পাশাপাশি মূর্তির আশপাশের পরিবেশও পরিচ্ছন্ন করে তোলা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নেতাজির জন্মদিনের আগে তাঁর মূর্তিকে যথাযথভাবে সাজিয়ে

তোলা ও শ্রদ্ধা জানানোই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সংগঠনের সদস্য শংকর রায় জানান, কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মনীষী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর যোদ্ধাদের মূর্তিগুলিকে তাঁদের জন্মদিন ও মৃত্যুবার্ষিকীর আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানোর কাজ নিয়মিতভাবে করে চলেছে সংগঠনটি। এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাঁদের মতে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির এমন উদ্যোগ শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নেতাজির জন্মদিনকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হবে বলেও মত প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

দক্ষতা ও লড়াইয়ের মেলবন্ধনে জমজমাট পুলিশ হ্যান্ডবল

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ দ্বিতীয় সর্বভারতীয় পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাস্টার ২০২৫,২৬ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার নানা উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ভরপুর ছিল। মাঠে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা শৃঙ্খলা, ক্রীড়ানৈপুণ্য ও দলগত ঐক্যের অনন্য নজির রাখেন। প্রতিটি ম্যাচেই খেলোয়াড়দের শক্তি, একাগ্রতা ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা দর্শকদের বারবার মুগ্ধ করে। এদিন পুরুষদের বাস্কেটবল বিভাগে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, পাঞ্জাব পুলিশ, কেরল পুলিশ, রাজস্থান পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল, মহারাষ্ট্র পুলিশ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, ইন্দো,তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি), তামিলনাড়ু পুলিশ, গুজরাট পুলিশ, উত্তরাখণ্ড পুলিশ ও চণ্ডীগড় পুলিশের দলগুলি শক্তিশালী পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজ নিজ ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেয়। মহিলা বাস্কেটবল বিভাগেও জমে ওঠে লড়াই।

এই বিভাগে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, পাঞ্জাব পুলিশ, কেরল পুলিশ, রাজস্থান পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল, মহারাষ্ট্র পুলিশ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, আইটিবিপি, তামিলনাড়ু পুলিশ ও দিল্লি পুলিশের দলগুলি দুর্দান্ত খেলায় বিজয় অর্জন করে। এছাড়াও পুরুষদের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ),

দ্বিতীয় সর্বভারতীয় পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাস্টার ২০২৫,২৬ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার নানা উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ভরপুর ছিল। মাঠে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা শৃঙ্খলা, ক্রীড়ানৈপুণ্য ও দলগত ঐক্যের অনন্য নজির রাখেন। প্রতিটি ম্যাচেই খেলোয়াড়দের শক্তি, একাগ্রতা ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা দর্শকদের বারবার মুগ্ধ করে।

পাঞ্জাব পুলিশ, মহারাষ্ট্র পুলিশ, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ, উত্তরাখণ্ড পুলিশ, মধ্যপ্রদেশ পুলিশ, রাজস্থান পুলিশ, কর্ণাটক পুলিশ, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ), সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) ও কেরল পুলিশ দল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও আক্রমণাত্মক খেলায় জয়লাভ করে। মহিলা হ্যান্ডবল বিভাগে পাঞ্জাব পুলিশ, রাজস্থান পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল ও হরিয়ানা পুলিশের দলগুলি চমৎকার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নিজেদের ম্যাচে জয় নিশ্চিত করে। সমস্ত ম্যাচ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, নিরপেক্ষ রেফারির তত্ত্বাবধানে ও উচ্চ ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ধারাবাহিকভাবে উচ্চমানের খেলার ফলে আগামী দিনের ম্যাচগুলি ঘিরে খেলোয়াড় ও দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা ও আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।

গরহাজির বিডিও

রাজগঞ্জে প্রশাসনিক দায়িত্বে জয়েন্ট বিডিও

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, রাজগঞ্জ ঃ রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের অনুপস্থিতিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম সচল রাখতে জয়েন্ট বিডিও সৌরভ কান্তি মণ্ডলকে বিডিও-র দায়িত্ব দিল রাজ্য প্রশাসন। নিউটাউন স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন মামলায় অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন বর্তমানে গরহাজির থাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাজগঞ্জ ব্লকে প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল।

সেই পরিস্থিতি কাটাতেই এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সৌরভ কান্তি মণ্ডলকে রাজগঞ্জ ব্লকের প্রশাসনিক ও আর্থিক;দু'টি দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছে। ফলে ব্লকের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ, উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং আর্থিক লেনদেন স্বাভাবিক গতিতে ফের চালু হবে বলেই আশা করা হচ্ছে। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌরভ কান্তি মণ্ডলকে এদিন ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ব্লকের প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল। অবশেষে রাজ্য প্রশাসন একজন দায়িত্বশীল আধিকারিককে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে। আশা করছি, নতুনভাবে প্রশাসনিক কাজ শুরু হলে রাজগঞ্জ ব্লকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতি আসবে। উল্লেখ্য, রাজগঞ্জ ব্লকের বর্তমান বিডিও প্রশান্ত বর্মন নিউটাউন স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন মামলায় অভিযুক্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৩ জানুয়ারির মধ্যে তাঁর আত্মসমর্পণ করার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত তিনি পলাতক রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির জেরে ব্লকের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও পরিষেবা কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছিল। প্রশাসনিক মহলের দাবি, সাধারণ মানুষের পরিষেবা ও ব্লকের সার্বিক প্রশাসনিক কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখতেই আপাতত জয়েন্ট বিডিও সৌরভ কান্তি মণ্ডলকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় রাজগঞ্জ ব্লকের প্রশাসনিক অচলাবস্থা দ্রুত কাটবে বলেই আশাবাদী প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভাবের লড়াই জয় করে সীমান্ত রক্ষায় অভিজিৎ

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ অভাব-অনটনের সংসার, সীমিত উপার্জন;তবুও দেশের সেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নই এবার বাস্তবে রূপ নিল ময়নাগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ পদমতি বামনপাড়ার দরিদ্র পরিবারের সন্তান অভিজিৎ রায়ের জীবনে। এসএসসি জিডি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিএসএফ-এ যোগদানের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিজিতের বাবা কৃষ্ণ কমল রায় একজন ক্ষুদ্র কৃষক।

সীমিত আয়ের মধ্যেই দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার চালাতে হয়েছে তাঁকে। অভাবের সঙ্গে লড়াই করেই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন অভিজিৎ। অনলাইনের মাধ্যমে নিয়মিত পড়াশোনা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলেই আজ এই সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি। অভিজিৎ জানান, ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে দেশসেবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে প্রস্তুতি চালিয়ে যান তিনি। অবশেষে স্বপ্নপূরণ হওয়ায় খুশিতে আত্মহারা পরিবার ও প্রতিবেশীরা। ছেলের সাফল্যে আবেগাপ্লুত বাবা কৃষ্ণ কমল রায় বলেন, আমার ছেলে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে;এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় গর্ব। শুধু আমার নয়, গোটা এলাকার মানুষেরও গর্ব। অভিজিতের এই সাফল্যে দক্ষিণ পদমতি বামনপাড়া এলাকাজুড়ে খুশির আবহ। দরিদ্র পরিবার থেকেও যে অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বড় স্বপ্ন পূরণ করা যায়;অভিজিতের সাফল্য তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বনের গভীরে মহাদেবের মন্দিরে গনেশের উপস্থিতি

নয়া জামানা, বাগডোগরা ঃ বাগডোগরার অদূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত জঙ্গলী বাবা মহাদেবের মন্দিরে ঘটল এক বিরল ও চমকপ্রদ ঘটনা। সোমবার গভীর রাতে মন্দির চত্বর সম্পূর্ণ নির্জন থাকার সময় একটি বুনো গনেশকে মন্দিরের সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এই দৃশ্য মন্দির প্রাঙ্গণে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, শান্ত পরিবেশে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে গনেশটি। এরপর ধীরে ধীরে মন্দির চত্বর ঘুরে দেখে সে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, জঙ্গল ঘেরা এই মন্দির এলাকায় মাঝেমধ্যেই বন্যপ্রাণীর আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়, তবে মন্দিরের এত কাছাকাছি গনেশের উপস্থিতি এই প্রথম। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই একে জঙ্গলী বাবা মহাদেবের আশীর্বাদ হিসেবেও ব্যাখ্যা করছেন। তবে বন দফতরের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে স্বাভাবিক বন্যপ্রাণীর গতিবিধি হিসেবে দেখার পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তা ও সতর্কতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে জঙ্গলী বাবা মহাদেবের মন্দির সংলগ্ন এই ঘটনা এখন এলাকাজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

গঙ্গা রক্ষায় অভিনব উদ্যোগ

মানিকচক ও কালিয়াচকে সচেতনতামূলক পথনাটক

পার্থ ঝা, নয়া জামানা, মানিকচক ঃ গঙ্গা কেবল একটি নদী নয়, ভারতের জনজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু ক্রমবর্ধমান দূষণের ফলে অস্তিত্ব সংকটে এই পুণ্যতোয়া নদী। গঙ্গার সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং নদীকে দূষণমুক্ত রাখ তে এবার এক অভিনব উদ্যোগ নিল মালদা জেলা গঙ্গা কমিটি। 'স্টেট মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ'-এর নির্দেশিকা মেনে জেলার মানিকচক ও কালিয়াচক ব্লকের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় আয়োজিত হল বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক পথনাটক। এদিনের কর্মসূচিতে মূল আকর্ষণ ছিল 'লৌকিক সৃজনী' নাট্যদলের পরিবেশনা। পেশাদার এই শিল্পী গোষ্ঠী তাঁদের বলিষ্ঠ অভিনয়ের মাধ্যমে গঙ্গা দূষণের ভয়াবহ চিত্র সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন। প্লাস্টিক বর্জন, নদীর ঘাটে বর্জ্য না ফেলা এবং রাসায়নিক দূষণ রোধের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাটকের সংলাপে উঠে আসে। পথনাটকটি দেখার জন্য স্থানীয় গ্রামবাসী ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। বিশেষ করে খুদে পড়ুয়ারা এই প্রচারের মাধ্যমে নদী রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা। জনভাগীদারির ডাক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুব্রত দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করেন যে, প্রশাসনিক স্তরে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া গঙ্গা নির্মল করা অসম্ভব। তিনি বলেন, 'গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখতে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র সরকারি প্রচেষ্টায় নয়, জনসচেতনতাই পারে নদীকে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ ফিরিয়ে দিতে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, 'নির্মল গঙ্গা মিশন'-এর এই বার্তা জেলার প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। মানিকচক ও কালিয়াচক দিয়ে শুরু হলেও আগামী দিনে মালদা জেলার গঙ্গা তীরবর্তী প্রতিটি গ্রাম ও শহরে এই ধরনের প্রচারমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার পরিবেশপ্রেমী ও সাধারণ মানুষ। গঙ্গার পবিত্রতা বজায় রাখতে সাধারণ মানুষ কতটা সচেতন হন, এখন সেটাই দেখার।

স্বপ্নপূরণের আগেই নিভল প্রাণ

সৌদি আরবে কাজ করতে গিয়ে মৃত মালদহের যুবক

টিনা প্রামাণিক।। নয়া জামান।। মালদহ

পরিবারের একমাত্র রোজগেরেকে হারিয়ে অথৈ জলে স্ত্রী ও দুই সন্তান, দেহ ফেরাতে আকুল আর্জি প্রশাসনের কাছে। মাত্র ৪০ দিন আগে দু'চোখে একরাশ স্বপ্ন আর পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর অঙ্গীকার নিয়ে মরুদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই স্বপ্ন যে এভাবে মাঝপথেই শ্মশান হয়ে যাবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের উত্তর লক্ষ্মীপুর গ্রাম। সৌদি আরবে কাজ করতে গিয়ে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩৩ বছর বয়সী পরিযায়ী শ্রমিক সেনাউল হক। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ইংরেজবাজারের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসিন্দা সেনাউল পেশায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। অভাবের সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে গত মাসেই তিনি সৌদি আরবে পাড়ি দেন। সেখানে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত রবিবার কাজ চলাকালীনই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পরিবারের কাছে খবর আসে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বা অন্য কোনো যান্ত্রিক গোলযোগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে সেনাউলের। সেনাউল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। তাঁর অকাল প্রয়াণে অথৈ জলে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান। বাড়িতে বর্তমানে চলছে শোকের মাতম। সেনাউলের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রীর কান্না থামছে না। তাঁর দাদা কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, ক্ষ্মভাই গিয়েছিল পরিবারের দুঃখ ঘোচাতে, কিন্তু এখন আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। আমরা শুধু চাই ওর দেহটা একবার শেষবারের মতো দেখতে। সরকার দয়া করে মরদেহ দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক।ক্ষ্ম মঙ্গলবার শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তাঁদের বাড়িতে যান ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গির আলম। তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমবেদনা জানান। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যত দ্রুত সম্ভব মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এছাড়াও সরকারি নিয়ম মেনে পরিবারটি যাতে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পায়, সে বিষয়েও তিনি সবরকম প্রশাসনিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমানে উত্তর লক্ষ্মীপুর গ্রামে শোকের ছায়া। গ্রামবাসীদের দাবি, পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষায় আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সেনাউলের পরিবার এখন চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছে সরকারের দিকে, যাতে অন্তত শেষবারের মতো প্রিয়জনকে নিজের মাটিতে দাহ বা কবরস্থ করা যায়।

সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মহোৎসব সম্পন্ন

নয়া জামানা, চাঁচল ঃ মালদহ জেলার চাঁচল ব্লকের সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে (উ.মা.) মঙ্গলবার অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে জাতীয় ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাঞ্চন কুমার সিনহা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ প্রণব দাস, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বীরেশ দাস ও সদস্য ফিরদৌস সরকার। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভীক সেনগুপ্ত জানান, এদিন দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, লৌহ বল নিক্ষেপ ও যেমন খুশি তেমন সাজো-সহ মোট ৪০টি বিভিন্ন ইভেন্টে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া শিক্ষক মনীচরণ রায়ের তত্ত্বাবধানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ব্যর্থ প্রতিযোগীদেরও সান্ত্বনা পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা তুলে ধরে। সহকারী প্রধান শিক্ষক তরুণ কুমার রায়ের পৌরহিত্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র অনুষ্ঠানটি এলাকায় এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে।

নাগরিকত্বের প্রমাণে কবরের মাটি এক যুবকের নীরব আর্তনাদ

নয়া জামানা, মালদহ ঃ নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে যে একজন মানুষকে নিজের দাদুর কবর থেকে মাটি তুলে এনে শুনানি কেন্দ্রে দাঁড়াতে হবে, সেই দৃশ্য শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার গল্প নয় এ এক গভীর মানবিক ট্র্যাজেডির ছবি।হরিশ্চন্দ্রপুরের যুবক সালেকের সেই মুহূর্ত যেন অসংখ্য সাধারণ মানুষের চাপা কষ্ট আর ভয়কে সামনে এনে দিল।সালেকের পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে এই গ্রামেই বাস করে। এখানেই জন্ম, এখানেই বেড়ে ওঠা, এখানেই পূর্বপুরুষের কবর। তবুও যখন পরিচয়ের প্রশ্ন ওঠে তখন কাগজপত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শেষ ভরসা হিসেবে টেনে আনে স্মৃতি, আবেগ আর মৃতদের অস্তিত্বও। দাদুর কবরের মাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই যুবকের চোখে ছিল অপমান, অসহায়তা আর অনিশ্চয়তার ছাপ।এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, প্রশাসনিক শুনানি শুধু ফর্ম আর নথির বিষয় নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের আত্মসম্মান, ভয় আর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা। অনেকের কাছে নথি জোগাড় করা সহজ নয় আবার অনেকের কাছে কাগজ থাকলেও মনের ভেতর থেকে যায় অজানা আশঙ্কা এই প্রমাণ কি যথেষ্ট হবে ? একটি গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকত্ব মানুষের মৌলিক পরিচয়।সেই পরিচয় প্রমাণের পথে যদি মানুষকে এমন মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তবে তার প্রভাব শুধু একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজের মনে। সালেকের কবরের মাটি হাতে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি আমাদের মনে করিয়ে দেয় নীতির বাইরে মানুষও আছে, অনুভূতিও আছে। আর সেই অনুভূতির মূল্য না দিলে যে কোনও প্রক্রিয়াই মানুষের কাছে ভয় আর বেদনার নাম হয়ে ওঠে।

গাজোলে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন ও কম্বল বিতরণ

আহমেদ বাপি, নয়া জামানা, গাজোল ঃ মালদা জেলার গাজোল ব্লকের আলমপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নতুন কার্যালয়। মঙ্গলবার জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শত্রুঘ্ন সাহার (সঞ্জয়) নেতৃত্বে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। তিনি ফিতে কেটে নতুন কার্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অফিস উদ্বোধনের পাশাপাশি এদিন এক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এলাকার প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি শত্রুঘ্ন সাহা, জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ সাহা, রাজ্য উদ্বাস্তু সেলের সভাপতি রঞ্জিত সরকার, তানভীর আলম এবং জামিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শত্রুঘ্ন সাহা জানান, এই কার্যালয়টি শুধুমাত্র দলীয় কাজের জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের সেবাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। আগামী দিনে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে এই কার্যালয় থেকে নিরন্তর পরিষেবা দেওয়া হবে।

শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগ, পুরাতন মালদায় আইএনটিটিইউসি-র বিক্ষোভ

কুঞ্জবিহারী শর্মা, নয়া জামানা, পুরাতন মালদা ঃ এসআইআর শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে অহেতুক হেনস্তা করার প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা বিডিও অফিস চত্বরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার, ব্লক সভাপতি দিলীপ সাহা এবং সংখ্যালঘু সেলের নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, শুনানির অছিলায় সাধারণ মানুষকে বারবার ডেকে পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। এর পেছনে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশ রয়েছে বলে তারা দাবি করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা স্পষ্ট জানান, এই হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে সংগঠন। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই তাদের কাজ পরিচালনা করছে এবং এখানে রাজনীতির কোনো যোগ নেই।

বালুরঘাটে আত্রেয়ী খাঁড়িতে কঙ্কাল উদ্ধার

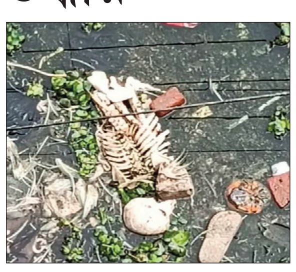

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, বালুরঘাট ঃ মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের আন্দোলন সেতু সংলগ্ন আত্রেয়ী খাঁড়িতে একটি কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে খাঁড়ির অগভীর জলে কঙ্কালটি দেখতে পান। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে। তবে উদ্ধার হওয়া এই কঙ্কালটি আসল মানুষের কি না, অথবা এটি কোনোভাবে প্লাস্টিকের তৈরি বা কৃত্রিম কিছু কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কঙ্কালটি কোথা থেকে এল এবং কীভাবে সেখানে পৌঁছাল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধারকৃত হাড়গোড়গুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে বলে জানা গেছে। ভরদুপুরে শহরের জনবহুল এলাকার পাশেই এমন ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক ও রহস্য দানা বেঁধেছে।

কুশমণ্ডিতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু, গ্রেপ্তার স্বামী ও শাশুড়ি

নয়া জামানা, কুশমণ্ডি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের উত্তর উদয়পুর এলাকায় এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম আফসানা খ াতুন (২১)। অভিযোগ, স্বামীর অবৈধ পরকীয়া সম্পর্কের জেরে দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তির পরিণামেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালে ইটাহারের আফসানার সঙ্গে আজহারুল হকের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত। সোমবার বিকেলে বাড়ি থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

মেয়ের মৃত্যুর বিচার চেয়ে কুশমণ্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাবা মকবুল শেখ। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাঁর মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বামী আজহারুল হক ও শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ।

আজ মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভের ডাক হরিরামপুর ব্লক কংগ্রেসের

নয়া জামানা, হরিরামপুর ঃ বকেয়া দাবিদাওয়া ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার হরিরামপুর ব্লকের বিডিও-কে ডেপুটেশন দিল ব্লক কংগ্রেস। মূলত, নাম সংশোধনের 'হেয়ারিং' প্রক্রিয়াকে অঞ্চলভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং অংশগ্রহণকারীদের লিখিত নথি প্রদানের দাবিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। কংগ্রেসের দাবি, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে অঞ্চল স্তরেই শুনানির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ব্লক সভাপতি মহম্মদ সাজ্জাদুর রহমান ও নেতা শুভাশীষ পালের অভিযোগ, বিডিও কোনো সদুত্তর না দিয়ে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনের এই টালবাহানার প্রতিবাদে আজ বিকেল ৩টে নাগাদ গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জেলা কংগ্রেস।

রামগঞ্জ ডাকাতি কাণ্ডে পুলিশের বড় সাফল্য, গ্রেফতার ৬

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর পুলিশ জেলার রামগঞ্জে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ডাকাতির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল তদন্তকারীরা।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশি অভিযানে এই ঘটনায় জড়িত ৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ইসলামপুর থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএসপি সুব্রত দাস জানান, ধৃতদের হেফাজত থেকে প্রায় ৭১০ গ্রাম রুপা, নগদ ২৪ হাজার ৮০০ টাকা এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি হান্টার মোটরবাইক উদ্ধার করা হয়েছে।

তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, এই চক্রটি বড় কোনো অপরাধমূলক সংগঠনের অংশ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের বাকি সদস্যদের হদিস পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

জনসংযোগের হাতিয়ার 'উন্নয়নের পাঁচালী', ইসলামপুরে বাড়ি বাড়ি শ্যামল ও সাজ্জাদ

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি উন্নয়নের খতিয়ান পৌঁছে দিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ এলাকায় বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। 'উন্নয়নের পাঁচালী' নামাঙ্কিত এই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন ইসলামপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি শ্যামল সরকার এবং রামগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চলের প্রধানের প্রতিনিধি সাজ্জাদ হোসেন। এদিন ঠাকুরনগর থেকে নিরাপদ নগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন নেতৃত্বরা। সাজ্জাদ হোসেন ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং যারা এখনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাদের নাম নথিভুক্ত করার আশ্বাস দেন। শ্যামল সরকার জানান, সরকারি কাজের পাশাপাশি যাতে সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, তাই সন্ধ্যার এই সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রচার চলাকালীন নেতৃত্বরা অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তবে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তারা বদ্ধপরিকর। দলের এই সক্রিয়তায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 1/21/2026 8:04 AM Page 8

স্বাভাবিক ছন্দে বেলডাঙা, বাড়ছে ধৃতের সংখ্যা, পুলিশের নজরে অভিযুক্তদের সমাজমাধ্যম

নয়া জামানা।। বেলডাঙা

দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার পর অবশেষে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। গত রবিবার থেকে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এলাকায় জনজীবন স্বাভাবিক হতে দেখা গেছে। দোকানপাট, বাজারহাট এবং সাধারণ মানুষের আনাগোনা বাড়ায় স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয় জনপদে। তবে পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি জারি রাখা হয়েছে।

রেজিনগর ও বেলডাঙার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এখনও বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। অশান্তি রুখতে কেবল রাস্তায় টহলদারি নয়, অপরাধীদের ধরতে ডিজিটাল নজরদারিতে জোর দিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। সোমবার রাতে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ ও স্থানীয় পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা হলেন নূর আলম, রবিউল ইসলাম, নূর আলম মোল্লা, লাদিম শেখ এবং তুফাইল শেখ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের প্রত্যেককে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুকের বিভিন্ন ভিডিও এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে দু'জনকে শনাক্ত করা হয়েছে যারা অশান্তির সময় উস্কানিমূলক ভিডিও ফেসবুক পেজে 'লাইভ' করছিলেন। বাকি তিনজনের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে হিংসাত্মক ভিডিও শেয়ার করার প্রমাণ মিলেছে।

এই ডিজিটাল প্রমাণগুলিকেই তদন্তের প্রধান হাতিয়ার করছে পুলিশ। জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের হাতে বর্তমানে ১৬০০-রও বেশি ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। অশান্তির সময়ে সাধারণ মানুষের করা ফেসবুক লাইভ, ব্যক্তিগত পেজে আপলোড করা ভিডিও এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ফুটেজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানিয়েছেন, এই শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে চলবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা খ তিয়ে দেখছি এই অশান্তির নেপথ্যে কোনও সুপরিকল্পিত উস্কানি ছিল কি না। যারা সরাসরি যুক্ত ছিল, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। পুলিশি তথ্য অনুযায়ী, হিংসার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতারের সংখ্যা ৩২-এ পৌঁছেছে।

এর পাশাপাশি কর্তব্যরত সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় আগেই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে বেলডাঙার ঘটনায় মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬। জেলার

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাজিদ ইকবাল কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, অশান্তির সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে এবং কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকা শান্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরছে। স্থানীয় শিক্ষক অংশুমান বিশ্বাস বলেন, এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক। পুলিশ সুপার নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং এলাকায় পুলিশের রুট মার্চ চলছে। আমরা চাই স্থায়ী শান্তি ফিরে আসুক। অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে কেউ কোনও ধরনের গুজবে কান না দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখ তে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কড়া পুলিশি প্রহরার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে সচেতনতামূলক কাজও চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন।

নিরাপত্তাহীনতায় বিডিও-কে ডেপুটেশন বিএলও-দের

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ সারা রাজ্যে এসআইআর হিয়ারিং নিয়ে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তিমূলক কার্যকলাপ নিয়ে ভরতপুরের সকল বি এল ওদের পক্ষ থেকে এদিন একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয় ভরতপুর এক নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কে ও মুর্শিদাবাদ জেলা ডিএমডিসিকে। ১৩ দফা দাবি নিয়ে মাননীয় ভরতপুর এক নম্বর ব্লকের সমস্ত উন্নয়ন আধিকারিক কে যৌথভাবে ভরতপুর ব্লকের বি এল ও সাহেবরা একটি ডেপুটেশন দেন। বিভিন্ন বুথে বিএলও রা সাধারণ মানুষের কাছে হেনস্তা শিকার হচ্ছেন কোথাও হুমকি দিচ্ছে সাধারণ পাবলিক কেউবা বিষ নিয়ে বি এল এর সামনে খাবার হুমকিও দেন। ভরতপুরের বি এল ও দের দাবি যে সাধারন মানুষ যেমন হয়রানি শিকার হচ্ছেন। তেমনই বিএল ওদের উপর যেসব চাপ সৃষ্টি করছে ইসিআই সেই বিষয় নিয়েও বিভ্রান্তির পথে বিএলও রা, একের পর এক নিয়ম পরিবর্তন ডকুমেন্টস নিয়ে বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ ইসিআই করছে এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখান সমস্ত বিএলওরা। বিএলওদের দাবি যে তাদের প্রাণের মারার হুমকি সম্মুখীন হচ্ছেন তাদের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছে এসিআই তার জন্য আবেদন করেন ও সাধারণ মানুষকে এস আই আর নিয়ে যেয়ে সাধারণ পাবলিক কে ডকুমেন্টস নিয়ে ভোগান্তির পথে ফেলেছে ইসিআই সেই বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে এলাকায় মাইকিং করে। এই ১৩ দফা দাবি মধ্যে তাদের দাবিগুলি যদি না মানা হয় তারা গণ ইস্তফা দিতে বাধ্য হবেন বলে জানান ভরতপুর এক নম্বর ব্লকের বি এল ও সংগঠন। শেষে এ ই আর ও মুর্শিদাবাদ জেলার ডিএমডিসি তিনি এই ১৩ দফা ডেপুটেশন, নেন এবং তাদের আশ্বাস দেন যে আমরা উদ্ধতম কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবেন, এবং সকল বি এল ওদের কে বলেন কাজের যোগ দেয়ার জন্য। তিনি এও জানান সঠিক ডকুমেন্টস যাদের আছে বা লিগেল যারা ভোটার তাদের এসআইআর থেকে নাম বাদ যাবে না। উপস্থিত ছিলেন ভরতপুর ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ও মুর্শিদাবাদ জেলা ডিএমডিসি।

পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে দোকানে চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ পুলিশি নজরদারি ও সিসি ক্যামেরাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভরতপুরের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিজগ্রাম মোড়ে তিনটি দোকানের তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন রাতের এই ঘটনায় দুষ্কৃতীরা নগদ টাকা ও খাদ্যসামগ্রী সহ প্রায় আট বস্তা চাল লুঠ করে চম্পট দিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় রাত ১২টা পর্যন্ত মানুষের আনাগোনা থাকলেও গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। সিজগ্রাম মোড়ে অবস্থিত একটি হোটেলের তালা ভেঙে নগদ টাকা ও খাবার চুরি করে দুষ্কৃতীরা।

দোকানের মালিক রহিম সেখ জানান, সকালে দোকান খুলতে এসে তিনি চুরির বিষয়টি জানতে পারেন। এর ঠিক ৫০ হাত দূরে মেহের সেখের চায়ের দোকানের তালা ভেঙেও প্রায় দেড় হাজার টাকা ও খাদ্যসামগ্রী

নিয়ে যায় চোরেরা। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে আক্তার সেখের চালের দোকানে। সেখান থেকে প্রায় আট বস্তা চাল চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দুষ্কৃতীরা একটি সাইকেল ভ্যানে চালের বস্তাগুলি চাপিয়ে খোদ পুলিশের সিসি ক্যামেরার নিচ দিয়েই নিশ্চিন্তে পাচার করছে।দোকানদারদের অভিযোগ, এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে চুরির ঘটনা ঘটেছে, তাতে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই লুঠপাটের পেছনে কোনও পেশাদার চক্রের বদলে নেশার টাকা জোগাড় করতে মরিয়া স্থানীয় নেশাগ্রস্ত যুবকদের হাত থাকতে পারে। ভরতপুর থানার পক্ষ থেকে দুষ্কৃতীদের দ্রুত শনাক্ত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এসআইআর আতঙ্কে শ্রমিকের মৃত্যু

চাঞ্চল্য জলঙ্গিতে

নয়া জামানা, জলঙ্গি ঃ সরকারি নোটিস পাওয়ার পর থেকেই গ্রাস করেছিল 'নাম বাদ পড়ার' আতঙ্ক। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে প্রাণ হারালেন আকসার শেখ (৫৫) নামে এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে জলঙ্গি থানার নওদাপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কারণে হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত আকসার পেশায় ছিলেন একজন সাধারণ শ্রমিক। পরিবার সূত্রে খবর, সম্প্রতি ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একটি এসআইআর শুনানির নোটিস আসে। এরপর থেকেই কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন চার সন্তানের পিতা আকসার। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া বা আইনি জটিলতায় পড়ার ভয়ে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

মঙ্গলবার সকালে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের আত্মীয় হাসিকুল মণ্ডল জানান, নোটিস পাওয়ার পর থেকেই আকসার ক্রমাগত বলতেন, নাম কাটা গেলে আমরা কোথায় যাব?স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ভীতি কাজ করছে। এই নোটিসকে কেন্দ্র করে অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে বলেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার পর এলাকায় পৌঁছোন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদিও বার বার দাবি করা হচ্ছে যে, এসআইআর একটি অত্যন্ত সাধারণ এবং নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। এতে আতঙ্কিত হওয়ার বা নাগরিকত্ব হারানোর কোনও কারণ নেই। তবে গ্রামীণ স্তরে এই বার্তা সঠিকভাবে না পৌঁছানোয় প্রশাসনের প্রচারের অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কাবিলপুর হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ প্রতি বছরের মতো এ বছরও সাগরদিঘী ব্লকের কাবিলপুর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয়ের ৩৯তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার সকালে জাতীয় পতাকা ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মশাল দৌড় ও শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। এরপর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দৌড় প্রতিযোগিতা, কক ফাইট, মিউজিক্যাল চেয়ারসহ নানা ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ, যা দর্শকদের বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। খেলা শেষে বিভিন্ন বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জিল্লুর রহমান, প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান, ওবাইদুর রহমান, মঙ্গল চন্দ্র দাস, আব্দুর রউফ, আব্দুল মালেক প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন মুর্শিদ সারওয়ার জাহান। আনন্দঘন পরিবেশে দিনভর চলা এই ক্রীড়া অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

নির্বাচন কমিশনের কোমর ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি তৃণমূল বিধায়ক মণিরুলের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফের বিতর্কে ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। বিডিও অফিস ভাঙচুরের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার একটি বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান থেকে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কঞ্চি নয়, লাঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোমর ঢিলা করে দিতে হবে।এমনকি ১৯ তারিখের চূড়ান্ত তালিকার পর 'চারিদিকে আগুন জ্বলার' প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে রেখেছেন তিনি। এদিন বক্তব্য রাখার সময় আক্রমণাত্মক মেজাজে মণিরুল বলেন, তুমি আকাশে আছ, পাতাল

থেকে ছেঁচে বের করব একটা একটা করে।নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করে তাঁকে 'ভাঁড়' ও 'গদ্দার' বলেও কটাক্ষ করেন বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের ওপর আস্থা রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। নিজের অনুগামীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজে বাঁচার জন্য, আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে তৈরি থাকুন। ধুক ধুক করে মরার থেকে একবারে মরা ভাল। উল্লেখ্য, এর আগে ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিডিও অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মণিরুলের। সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, হিন্দুদের ক্ষেত্রে নথির শিথিলতা থাকলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে 'চৌদ্দ গোষ্ঠীর খতিয়ান' চাওয়া হচ্ছে। সেই বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বারবার হুমকির পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেও অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

ভোটারদের হয়রানি ও সার নোটিশ বন্ধের দাবিতে তৃণমূলের ডেপুটেশন

নয়া জামানা, ভগবানগোলা ঃ ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়া এবং ঘনঘন সার নোটিশ পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানির প্রতিবাদে ভগবানগোলা ২ নম্বর ব্লকের বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার ব্লক সভাপতি গোলাম সারোয়ার ও ব্লক কমিটির নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এদিন বিডিও অফিসে ডেপুটেশন জমা দিয়ে ব্লক সভাপতি গোলাম সারোয়ার বলেন, নির্বাচন কমিশনের বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ফলে সাধারণ ভোটাররা চূড়ান্ত বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন। একের পর এক নোটিশ পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলা হচ্ছে।তৃণমূল নেতৃত্বের মূল দাবি হল,অযৌক্তিক সার নোটিশ পাঠানো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।সাধারণ ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করতে

হবে। কোর্টের নির্দেশ মেনে হিয়ারিং অফিসে বিএলএ-২ প্রতিনিধিদের প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে।কোনও ভাবেই বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। সহকারী সভাপতি মাসাদুল খান অভিযোগ করেন, বিজেপি চক্রান্ত করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতে 'ফর্ম-৭' সাবমিট করছে। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের 'ভুল সিদ্ধান্তে' সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। এলাকার একটিও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতেই এই ডেপুটেশন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সহকারী সভাপতি মিজানুল হক, মাসাদুল খ ান, স্বপন অধিকারী এবং বিধায়কের আপ্ত সহায়ক আতিক সেখ। এছাড়াও আখেরিগঞ্জ অঞ্চলের প্রধান শাহিন সেখ, সরলপুরের প্রধান হাসিনা বিবি, জামাল উদ্দিন সেখ ও আয়েশা বিবি সহ ব্লকের অন্যান্য অঞ্চলের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিডিও-র মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর গলাকাটা দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ নিখোঁজ হওয়ার একদিন পর মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী খয়রামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাজরাপাড়া গ্রামে বাড়ির পাশের একটি পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে ওই ছাত্রের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম শাহীন মন্ডল (১৬)।

সে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ পড়ার পর শাহীন বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল।

পরিবারের সদস্যরা রাতভর সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও তার কোনও সন্ধান পাননি। মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির কাছেই পেঁয়াজ ক্ষেতের মধ্যে শাহীনের ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবরটি জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শাহীন অত্যন্ত শান্ত ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিল। তার কারও সাথে কোনও শত্রুতা ছিল কি না, তা নিয়ে ধন্দে পরিবার ও প্রতিবেশীরা। ঘটনার খবর পেয়ে সাগরপাড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ নিশ্চিত যে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তবে ঠিক কী কারণে এবং কারা এই নৃশংস খুনের সঙ্গে জড়িত, তা এখ নো স্পষ্ট নয়। সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনায় স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে এমন এক প্রতিভাবান ছাত্রের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

অতিরিক্ত কাজের চাপ ও হেনস্থা !

পদত্যাগ ৬০ বিএলও

নয়া জামানা , রানিতলা ঃ ভগবানগোলা ব্লক,২ বিডিও অফিসে এদিন সৃষ্টি হল চরম প্রশাসনিক অচলাবস্থা। অতিরিক্ত কাজের চাপ, মানসিক হেনস্তা ও দায়িত্বের অনিশ্চয়তার অভিযোগ তুলে একযোগে প্রায় ৬০ জন বুথ লেভেল অফিসার তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। এই নজিরবিহীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক সময়ে ভোটার তালিকা সংশোধনসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজের চাপ ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছিল। দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা, পর্যাপ্ত সহায়তার অভাব এবং সামান্য ভুলের জন্য একতরফা দায় চাপানোর প্রবণতায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিএলও-রা। তাঁদের বক্তব্য, দায়িত্ব পালনে

আপত্তি নেই, কিন্তু অমানবিক চাপ ও অপমানজনক আচরণ আর সহ্য করা সম্ভব নয়।গণপদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হলেও, আপাতত ভগবানগোলা ব্লকের প্রশাসনিক কাজকর্মে বড়সড় প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিএলও রাকিবুল ইসলাম জানান, এদিন আমরা সবাই মিলে বিডিও সাহেবের কাছে আমাদের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি। বিডিও সাহেব সম্মানের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছেন এবং জানিয়েছেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত তাঁদের হাতেই রয়েছে। স্থানীয় মহলের আশঙ্কা, দ্রুত সমাধান না হলে ভোটার তালিকা সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। প্রায় ৬০ জন বিএলও-এর একযোগে ইস্তফা প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে সংকট মোকাবিলায় কি দ্রুত হস্তক্ষেপ করা হবে, নাকি ভগবানগোলায় প্রশাসনিক অচলাবস্থা আরও ঘনীভূত হবে?

লম্ফর আগুন কেড়ে নিল বৃদ্ধার প্রাণ ,ভস্মীভূত ঘর

নয়া জামানা, বেলডাঙা ঃ শীতের রাতে ঘরের ভেতরে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত লম্ফর আগুন লেগে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার ভাবতা এলাকায়। মৃত মহিলার নাম রাবিয়া বেওয়া। লম্ফর আগুন থেকে কেবল ওই বৃদ্ধার প্রাণহানিই ঘটেনি, পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রও। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাবিয়া বেওয়া এদিন রাতে নিজের ঘরে লম্ফ জ্বেলে কাজ করছিলেন। সেই সময় অসাবধানতায় তাঁর পেছনের দিকে থাকা লম্ফ থেকে কাপড়ে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়লে তিনি চিৎকার শুরু করেন। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে তিনি গুরুতর দগ্ধ হন। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং পরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পরিবার সূত্রে খবর, চার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর রাবিয়া বেওয়া ভাবতা এলাকায় একাই বসবাস করতেন।

তৃণমূলের সহায়তা শিবিরে উপচে পড়া ভিড়,উপকৃত বহু

নয়া জমানা, নদীয়া ঃ এসআইআর শুনানি কেন্দ্রের পাশে তৃণমূলের সহায়তা শিবির। রাজ্যজুড়ে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটারদের ‘হেনস্তা’র অভিযোগ তুলে এসআইআর শুনানির সময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে শিবির বসানোর এই নির্দেশ তৃণমূল নেতার। এই উপলক্ষে নদিয়ার তেহট্ট ২ নং ব্লক অফিসের পাশেও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এসআইআর সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এসআইআর শুনানির প্রথম দিন থেকেই তেহট্ট ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত দলীয় পদাধিকারীরা পর্যায়ক্রমে এই শিবিরে উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষজনকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ঠিক সেই মতো মঙ্গলবার এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলা কোঅর্ডিনেটর জয়ন্ত সাহা, ব্লক সভাপতি হাসিফুল মালিতা এবং নদিয়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মণ্ডল, ব্লক সম্পাদক রণদাপ্রসাদ বোস ও তৃণমূল ব্লক যুব সভাপতি হিরো মণ্ডল, ব্লক সদস্য আব্দুল জুব্বার মল্লিকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কালীগঞ্জে তামান্না খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে ধৃত আরও এক

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল এক ছোট্ট কিশোরী। পুলিশ সেই ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই চার্জশিট পেশ করেছে। এবার সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম সাবিরুল শেখ ওরফে সাবির। গত রবিবার (১৮ জানুয়ারি) লিলুয়া থানার অন্তর্গত কোনা হাইওয়ের নিকট একটি কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে সাবিরুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ধৃত যুবককে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তামান্না খুনের মামলায় এ পর্যন্ত মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১১। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃত ১১ জনের মধ্যে একজনের জামিন মঞ্জুর করেছে হাইকোর্ট। তবে এই জামিনের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবে। চার দিনের পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন সাবিরুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য আদায়ের চেষ্টা করা হবে। এই মামলার তদন্তে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে পুলিশ। যদিও তামান্নার মা পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও সঠিক তদন্তের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এর উত্তরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অভিযোগ একেবারেই ঠিক নয়; অপরাধ দমন করাই পুলিশের প্রধান কাজ। পুলিশ প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আরএসএস সদস্যকে হেনস্থার প্রতিবাদে থানা ঘেরাও কর্মসূচি

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ প্রকাশ্যে এল আরএসএস ও তৃণমূলের সংঘর্ষ। নানুরে এক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবককে হেনস্থার অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। মঙ্গলবার দুপুরে বীরভূম জেলার নানুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। জানা গিয়েছে, নানুরের আঙরা গ্রামের বাসিন্দা রিন্টু পাল নামে এক যুবককে গত রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে আরএসএস ও বিজেপি না করার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বীরভূম জেলা ও নানুর খণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকরা রাস্তায় নামেন। নানুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি মিছিল শুরু হয়ে নানুর থানা চত্বরে এসে শেষ হয়। এরপর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন আরএসএস

সদস্যরা।বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলাকালীন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নানুর থানার সামনে ও আশপাশের এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবশেষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা নানুর থানায় উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ গ্রহণের পর পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

মানুষের পাশে পুলিশ, সম্প্রীতি উৎসবে রক্তদান ও শীতবস্ত্র প্রদান

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সম্প্রীতি ও সেবার বার্তায় পুলিশ প্রশাসনের মানবিক উদ্যোগ। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ব্যবস্থাপনায়, কালীগঞ্জ থানার সহযোগিতায় এবং জুড়ানপুর তদন্ত কেন্দ্রের পরিচালনায় ও সম্প্রীতি উৎসব কমিটির সহযোগিতায় আয়োজিত হলো ‘সম্প্রীতি উৎসব, ২০২৬’। এই কর্মসূচি উপলক্ষে কালীগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে সোমবার পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।এছাড়াও একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতার হাতে একটি করে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অমরনাথ কে, ডিএসপি দেবাশিস চট্টরাজ, কালীগঞ্জ থানার ওসি কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী, কালীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেফালী খাতুনসহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

টোটোচালক-আরপিএফ বচসার জেরে বিঘ্নিত যান চলাচল, চাঞ্চল্য

শিবম দেবনাথ,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে টোটোচালকদের সাথে রেল কর্তৃপক্ষের বাগবিতণ্ডা, আর সেই জেরেই তৈরি হলো রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। আরপিএফ-এর জুলুমবাজির প্রতিবাদে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করল তৃণমূলপন্থী টোটো ইউনিয়ন।

সূত্রের খবর, এদিন সকালে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে ডিআরএম পরিদর্শনে এলে আরপিএফ টোটোচালকদের স্টেশন চত্বর থেকে সরে যেতে বলে।

এর পরেই একাধিক টোটোচালক বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। সেই সময় রেল পুলিশ অর্থাৎ আরপিএফ-এর সঙ্গে বচসা বাঁধলে তারা ইটপাটকেল ছুড়ে মারে বলেও জানা গিয়েছে। এরপরই নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশনের সামনে লাগানো গার্ডরেল ভাঙচুর করা হয় এবং ইট, পাথর ও বাঁশ দিয়ে নবদ্বীপ স্টেশনের মেইন রাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণনগর-বাবলারি রুটের বাসসহ অন্যান্য রুটের যানবাহনও। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয় রেল পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন।

এসআইআরের প্রতিবাদে রাজপথে জমিয়তে উলেমা হিন্দ! এসডিও অফিস ঘিরে বিক্ষোভ

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বীরভূমের সিউড়িতে মঙ্গলবার জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল জমিয়তে উলেমা হিন্দ। এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দপ্তর ঘেরাও করা হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বীরভূম জেলা জমিয়তে উলেমা হিন্দের নেতৃত্ব ও বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের অভিযোগ, এসআইআর-এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে এবং বহু বৈধ ভোটার হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়।

এদিন বিক্ষোভ শেষে একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। বিষয়টি নিয়ে বীরভূম জেলা জমিয়তে উলেমা হিন্দের সভাপতি আনিসুর রহমান বলেন, ‘আমরা ডিএম মহাশয়কে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, এই বিষয়টি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হবে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই কোনো বৈধ ভোটার যেন অবৈধ বলে চিহ্নিত না হন এবং এসআইআর-এর নাম করে কোনো সাধারণ মানুষ যেন দুর্ভোগের শিকার না হন। এটাই আমাদের মূল বক্তব্য।’ বিক্ষোভ চলাকালীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকলেও, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তে থাকা উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নদীয়ার বিদ্যালয়ে অভিনব নজির, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে বিলি আম্রপল্লব

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বর্তমান সময়ে নগরায়নের দাপটে প্রতিনিয়ত নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে, যার কারণে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। এই পরিস্থিতিতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল নদিয়া জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের চন্দননগর কামাক্ষ্যাচরণ বালিকা বিদ্যালয়। প্রতিবছর বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, এবারও তার অন্যথা হয়নি। তবে অন্য বারের তুলনায় এ বছর তাদের ভাবনায় নতুন দিগন্ত স্থাপন করার চেষ্টা দেখা গেল। প্রতিবছর স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের হাতে বই বা প্লাস্টিকের সামগ্রী উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এ বছর পুরস্কারের পাশাপাশি আম গাছের চারা ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মহলের কাছে এই অভিনব উদ্যোগের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তারা বলেন, ‘আমরা শুধু বইয়ে পরিবেশ রক্ষার কথা না শিখিয়ে, হাতে-কলমে তার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছি। একটি চারাগাছ যখন একজন ছাত্রীর যত্নে বড় হবে, তখন তার মধ্যে প্রকৃতির প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ তৈরি হবে।’ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষিকাদেরও একই মত যে, এখন থেকেই যদি ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করা যায়, তাহলে তারাও সমাজ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করবে। একটা গাছ কীভাবে মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে প্রয়োজন, তার গুরুত্ব অনুভব করে তারাও সমাজকে গাছ লাগানোর বার্তা দেবে। স্কুলের দিদিমণিরা কেবল চারাগাছ বিতরণ করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিটি ছাত্রীকে সেই চারাগাছ কীভাবে রোপণ করতে হয় এবং তার পরিচর্যা কীভাবে করতে হয়, সে বিষয়েও বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। পুরস্কারের পাশাপাশি আমের চারাগাছ পেয়ে ছাত্রীরাও ভীষণ আনন্দিত। দশম শ্রেণির ছাত্রী দেবিকা বিশ্বাস বলে, ‘আমি এই চারাটি আমার বাড়ির সামনে লাগাব এবং প্রতিদিন জল দেব। এটি বড় হলে আমি অনেক গর্ববোধ করব যে আমি পরিবেশের জন্য কিছু করতে পেরেছি।’ বিদ্যালয়ের আর এক সফল প্রতিযোগী সুস্মিতা দাস বলে, ‘পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে প্রতিটি বাড়ি থেকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন।’ অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। অনেকে মনে করছেন, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও যদি এই পথ অনুসরণ করে, তবে আমাদের পরিবেশ পুনরায় সবুজে ভরে উঠবে।

রজত জয়ন্তীতে শোভাযাত্রা পরিমল বাগচী বিদ্যালয়ে

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ গ্রামের শিক্ষার মান উন্নয়নে নিঃশর্তে দান করা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি বিদ্যালয়। আজ সেই বিদ্যালয়েই মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে রজত জয়ন্তী বর্ষ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার সাধুবাজার গ্রামের সকলের প্রাণপ্রিয় ও গর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘পরিমল বাগচী স্মৃতি বিদ্যালয়’-এ মঙ্গলবার সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্য-সদস্যা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, জমিদাতা পরিবারের সদস্য এবং এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। জমিদাতা স্বর্গীয় দিগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের একমাত্র পুত্র তাপস মণ্ডল স্কুল সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, ‘বাবা শুধু যে গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য জমি দিয়েছেন তা নয়, তিনি বরাবরই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। বেতাই এলাকার বাজারের উপর একটিমাত্র হাইস্কুল ছিল। সেই স্কুলে অত্যাধিক ছাত্র-ছাত্রী থাকার কারণে আরেকটি হাইস্কুলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন ১৯৮৪ সালে আমাদের নিজস্ব জমিতে একটি জুনিয়র হাইস্কুল স্থাপিত হয়।’ তৎকালীন সময়ে এলাকার শিক্ষানুরাগী ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত কমলেন্দু স্যান্যাল, দিগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের প্রিয়পাত্র প্রয়াত কুড়ন রায়সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা হাইস্কুল তৈরির জন্য রাস্তার পাশে নির্দিষ্ট জায়গা চেয়ে অনেকের কাছেই গিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ রাজি হননি। সেই সময় দিগেন্দ্রনাথবাবুর নাতি-নাতনিরা তাদের দাদুর কাছে আবদার করে বলে, ‘দাদু, ওই জমিটা স্কুলের জন্য দিয়ে দাও।’ তাপস বাবু জানান, বাবা তখন নাতি-নাতনির কথার মান্যতা দিয়ে স্কুলের জন্য এক বিঘা জমি নিঃশর্তে লিখে দেন। সেই জমিতেই ২০০১ সালে স্কুল করার সরকারি অনুমোদন মেলে। এখন সেখানে বেশ কয়েকটি দ্বিতল ভবন তৈরি হয়েছে। তাপস বাবুর কথায়, ‘আমরা হয়তো কেউই একদিন থাকব না, থাকবে শুধু বাবার দান করা জমিতে তৈরি হওয়া এই স্কুলটি।’ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বুদ্ধদেব ঘোষ জানান, স্কুলের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৬৫০ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা মোট ১৭ জন। স্কুলটি ২৫ তম বর্ষের ঐতিহাসিক মুহূর্তে পদার্পণ করেছে। সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শুরু হলো। ২০ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত নানাবিধ মনোগ্রাহী ও নান্দনিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সারম্বরে প্রভাতফেরি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো। আগামী তিনদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটবে।

বেলডাঙা ঘটনায় কোর্টের রায় ঘিরে তৃণমূলের ওপর চড়াও শুভেন্দু

শিবম দেবনাথ,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ধুবুলিয়ার ইউথ সোসাইটির মাঠে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ডাকে পরিবর্তন সংকল্প সভার আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। সেই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে আসেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পার্থসারথি চ্যাটার্জি, জেলার বিজেপি সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, কিষাণ মোর্চার সভাপতি মহাদেব সরকারসহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃবৃন্দ। সভার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন বিরোধী দলনেতা। বেলডাঙা ঘটনার হাইকোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, মুসলিম সংগঠনগুলি তৃণমূলের সাহায্য নিয়ে বেলডাঙায় যেভাবে দু’দিন ধরে সন্ত্রাস চালিয়েছে; দাঙ্গাকারীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ, রেল অবরোধসহ দোকান লুটপাট করে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের সাথে উত্তরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল। আমার করা মামলায় আজ হাইকোর্টের রায়ে ওখানে প্যারামিলিটারি ফোর্স রাখার কথা বলা হয়েছে এবং দরকারে এনআইএ তদন্তের কথাও উল্লেখ হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে মুর্শিদাবাদের ৬০০০ গ্রামের শঙ্খধ্বনি বন্ধ হয়েছে এবং আস্তে আস্তে তা নদিয়ায় এসে পৌঁছেছে। নদিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল করিমপুর, চাপড়াতেও এই একই অবস্থা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল সরকার পুলিশের জামাতিকরণ করে দিয়েছে। বাংলায় উন্নয়নের কিছুই করেনি। যার জন্য নজর ঘোরাতেই এসআইআর নিয়ে এত হইচই করছে তৃণমূল। এই তৃণমূলই বিএলও-দের ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দেয়নি, তাই বিএলও-দের এত চাপ বৃদ্ধি হয়েছে এবং তাদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এর আগে যতবারই তাঁকে পাবলিক মিটিং করতে হয়েছে, পুলিশের পারমিশন না পাওয়ায় হাইকোর্টে দৌড়াতে হয়েছে। এই প্রথম ধুবুলিয়ায় হাইকোর্টে না গিয়েই তিনি পাবলিক মিটিং করতে পারছেন।

এসআইআর প্রতিবাদে তেহট্ট -২ ব্লকের বিডিও-কে স্মারকলিপি ও পথ অবরোধ সিপিআই(এম)-এর

পার্থ দাস বৈরাগ্য, নয়া জমানা, নদীয়া ঃ গোটা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী সিপিআই(এম)-এর ডাকে এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করাসহ বেশ কিছু দাবিতে তেহট্ট ২ ব্লকে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ মিছিল করল বামেরা। পলাশীপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে এই মিছিল বিডিও অফিস গেট পর্যন্ত গিয়ে একাধিক স্লোগানে মুখরিত হয়।

সিপিআই(এম)-এর বিভিন্ন বক্তাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার একজোট হয়ে এসআইআর নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। যাতে একজন প্রকৃত ভোটারও তালিকা থেকে বাদ না যান তার দাবি করেন বক্তারা।

পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধিদল বিডিওর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে স্মারকলিপি পেশ করেন। বিডিও তাঁর সীমাবদ্ধতার মধ্যে যথাসাধ্য সুষ্ঠুভাবে এসআইআর করার আশ্বাস দেন বলে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন পলাশীপাড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক বুলবুল মন্ডল,সিটু ব্লক সম্পাদক প্রদ্যুৎ বিশ্বাস, এরিয়া কমিটির সদস্য পয়মুদ্দিন সেখ, জামাল মন্ডল,নদিয়া জেলা কমিটির সদস্য সলিল কর, পলাশীপাড়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক এস এম সাদীসহ আরও একাধিক নেতৃত্ব। ডেপুটেশন প্রদান শেষে মিছিল সহকারে এসে বেতাই-পলাশী রাজ্য সড়কের পলাশীপাড়া বিডিও অফিস মোড়ে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করা হয়।

শুনানির ডাক পেয়ে অভিনব প্রতিবাদ লাভপুরে, গলায় সব নথি ঝুলিয়ে হাজির সরকারি কর্মী

নয়া জামানা,লাভপুর ঃ লাভপুর ব্লক চত্বরে মঙ্গলবার এক অভিনব অথচ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সাক্ষী থাকল প্রশাসন। সরকারি পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে এবং পোশাকের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে পাসপোর্ট, আধার ও ভোটার কার্ডসহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি সংযুক্ত করে শুনানিতে হাজির হলেন লাভপুরের আশরাফুল ইসলাম । লাভপুর বিডিও অফিস পাড়ার বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম আদতে জলসম্পদ দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে তিনি সিউড়িতে কর্মরত। প্রশাসনের তরফে শুনানির ডাক পেয়ে এদিন এই বিচিত্র উপায়ে নিজের অসন্তোষ ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। আশরাফুল ইসলাম জানান, ‘আমার ২৬ বছরের কর্মজীবনে এখনও পর্যন্ত ১৪টি নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার কাছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অসংখ্য নথি রয়েছে। তাও আমাকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।

এর প্রতিবাদ জানাতেই এইভাবে হাজির হয়েছি।’ এদিন আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে হাজিরা দিতে আসা আব্দুল তোফায়েল, মনোয়ারা বেগমসহ আরও বেশ কয়েকজন তাঁর এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে শামিল হন। যদিও অভিনব কায়দায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেও প্রশাসনের নির্ধারিত নিয়ম মেনেই প্রত্যেকে নির্দিষ্ট শিবিরে গিয়ে নিজেদের নথি জমা দেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্লক চত্বরে কিছুক্ষণের জন্য কৌতূহল তৈরি হলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়টি নিয়ম মেনেই দেখা হচ্ছে।

বিজেপি নেতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড শাসকদলের দিকে অভিযোগের আঙুল

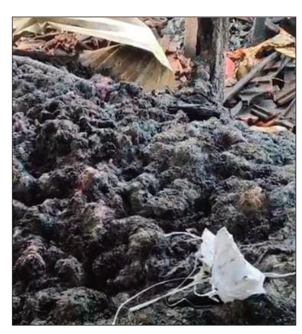

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাতের অন্ধকারে বিজেপি নেতার তাঁতের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিসংযোগ। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন পরিবারের সদস্যরা। প্রায় ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং সরাসরি অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত বেলঘড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গবারচর এলাকায়। জানা যায়, গবারচর এলাকার বাসিন্দা পবিত্র বিশ্বাস বেলঘড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, যেহেতু তিনি বিজেপি করেন, সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এছাড়াও তিনি জানান, পূর্বেও তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ওপর একাধিকবার হামলা চালিয়েছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। দিন কয়েক আগেই তৃণমূলের কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়। মঙ্গলবার ভোরবেলা হঠাৎ প্রতিবেশীদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের সদস্যরা দেখেন তাঁতের গোডাউনে আগুন লেগেছে। আগুন নেভানোর আগেই সম্পূর্ণ কারখানা ভস্মীভূত হয়ে যায়। কারখানায় দুটি মোটরসাইকেল রাখা ছিল, সেগুলোও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ বিষয়ে পবিত্র বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা যখন ঘুম থেকে উঠে দেখি আগুন লেগেছে, ঠিক তখনই পেট্রোলের গন্ধ পাই। আমাদের অনুমান, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পেট্রোল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।’ এই বিষয়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, ‘এই এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কাছে বন্দুক ও বোমা মজুত রয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের পিছনে একটাই কারণ;ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিবাদী মুখকে দমিয়ে রাখা। প্রশাসন সব জেনেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। আমরা ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, যদি দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হয় তাহলে গোটা শান্তিপুর ক্ষোভের আগুনে জ্বলবে।’ যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করছে তৃণমূল। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা বৃন্দাবন প্রামাণিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই তৃণমূল জড়িত নয়। বিজেপির কাজ শুধু দাঙ্গা লাগানো আর আগুন লাগানো। বিজেপির কোনো হুমকিতেই তৃণমূল ভয় পায় না। বিজেপি আগুন লাগাতে চাইলে সেটা কীভাবে নেভাতে হয়, তা তৃণমূল জানে।’ এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে আসে শান্তিপুর থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। যদিও এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার কিংবা আটক করা যায়নি। ঘটনার জেরে আতঙ্ক গ্রাস করেছে গোটা পরিবারকে।

পশ্চিমবাংলা যেন পশ্চিম বাংলাদেশ না হয়

একজোট হয়ে লড়াইয়ের ডাক মিঠুনের

সুজিত দত্ত।। নয়া জামান।। বর্ধমান

আগামী দিনে পশ্চিমবাংলা যেন পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে না যায়, তার জন্য সব বিরোধী শক্তিকে এক ছাতার নীচে এসে লড়াই করতে হবে। নিজেদের মধ্যে যদি কোনও মনোমালিন্য থাকে, তা নির্বাচন পর্যন্ত মিটিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা বলিউড অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বাজার সংলগ্ন পালার মাঠে পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এই বার্তা দেন তিনি। এদিন সভার শুরু থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন মিঠুন।

নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেন তিনি। কিছুদিন আগে আইপ্যাকের অফিসে ইডির তল্লাশি প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, ইডি বা সিবিআই বিজেপির কোনও সংগঠন নয়, তারা সম্পূর্ণ আলাদা সংস্থা।

তবুও বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আইপ্যাকের অফিস থেকে তড়িঘড়ি ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও ফাইল সরিয়ে নেওয়া নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন মিঠুন। তার বক্তব্য, ওই অফিসে থাকতে পারে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের তথ্য কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, কোন কোন ফান্ড থেকে টাকা এসেছে, এমনকী কয়লা, বালি বা শিক্ষা সংক্রান্ত অর্থ কোথা থেকে এসেছে, তার নথি।

এই সব তথ্য না থাকলে এত লুকোনোর কী আছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। সভায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়েও সতর্কবার্তা দেন বিজেপি নেতা। তাঁর দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে উসকানি দিয়ে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্ররোচনায় পা দেবেন না, কিন্তু প্রস্তুত থাকুন। ভারত, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য উল্লেখ করে মিঠুন বলেন, সীমান্ত লাগোয়া প্রায় ৪০০ কিলোমিটার জমি খালি পড়ে রয়েছে, অথচ সেই জমি দেওয়া হচ্ছে না। কিছু হলেই কেন্দ্রের দায়িত্ব বলে দায় এড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তার দাবি, রাজ্যে ভুয়ো ভোটারদের অবাধ প্রবেশ ঘটলে খুন, ডাকাতি-সহ নানা ধরনের হিংসার ঘটনা বাড়বে। নিজেকে দেখিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, একজন বাঙালির শরীরে যদি এক ফোঁটাও রক্ত থাকে, তাহলে পশ্চিমবাংলা কোনও দিন পশ্চিম বাংলাদেশ হতে পারে না। তিনি সিপিএম, কংগ্রেস, এমনকী তৃণমূলের সৎ ও বিবেকবান কর্মীদেরও একসঙ্গে লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানান।

শুনানির নামে হয়রানি

জমিয়তে উলেমা হিন্দের পথ অবরোধ

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ বৈধ ভোটারদের অবৈধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র চলছে। মঙ্গলবার এই অভিযোগ তুলে বর্ধমানের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তে উলেমা হিন্দ এর পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার সদস্যরা। এদিন বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি শহরের মূল কেন্দ্র বিজয় তোরণের সামনে পথ অবরোধ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব। মঙ্গলবার দুপুরে জমিয়তে উলেমা হিন্দ এর পথ অবরোধ ঘিরে কার্যত ঘন্টা খানেক অচল হয়ে পরে জাতীয় সড়ক।বিজয় তোরণের সামনে জাতীয় সড়ক অবরোধের আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিবাদ মিছিল আসে। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী। তিনি বলেন, এসআইআরের শুনানির নামে সংখ্যালঘুদের বেছে বেছে হয়রানি করা হচ্ছে । বৈধ ভোটারদের অবৈধ ঘোষণা করার চক্রান্ত চলছে। তার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন বলে দাবি করেন তিনি। এদিন অবশ্য জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও করার ডাক দেওয়া হলেও বেশ কিছু দুরে পুলিশ ব্যরিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয়।

পরে প্রতিনিধি দল গিয়ে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর শুনানির নামে নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের তলব করে হয়রানি করছে। নথি দেখানো সত্ত্বেও অনেকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বহু মানুষ নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে সমস্যায় পড়ছেন। আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, মৃত্যুও হচ্ছে। আজকের পরে এই ধরনের হয়রানি বন্ধ না হলে আগামী দিনে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ডেকে প্রতিবাদে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় এদিন।

তৃণমূলের পতাকা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ দলীয় পতাকা খুলে ফেলে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল শিল্পনগরী দুর্গাপুর। মঙ্গলবার শহর জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি জনসভা হওয়ার কথা ছিল।

সেই কর্মসূচিকে ঘিরেই শরৎচন্দ্র রোডসহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের পতাকা লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সকালে সেই পতাকাগুলি ছিঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে এই অভিযোগ ঘিরেই তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মঙ্গলবার সকালে দেখেন, শরৎচন্দ্র রোডের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাদের দলীয় পতাকাগুলি কেউ বা কারা খুলে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। এই দৃশ্য দেখার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। প্রতিবাদে রাস্তার ওপর সামিল হন তারা। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও জেলা সাধারণ সম্পাদক কল্লোল ঘোষ ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং তাঁদের নেতৃত্বে পুনরায় পতাকাগুলি নতুন করে বাঁধার কাজ শুরু হয়।

এই ঘটনার জন্য সরাসরি গেরুয়া শিবিরকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তৃণমূল জেলা সাধারণ সম্পাদক কল্লোল ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেন, এটি পুরোপুরি বিরোধীদের চক্রান্ত। নোংরা রাজনীতি করা বিজেপির মজ্জাগত অভ্যাস। আমরা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি এবং এর শেষ দেখে ছাড়ব। যারা এই কুকর্মের সাথে যুক্ত, তারা কোনও ভাবেই রেহাই পাবে না।

অন্যদিকে, তৃণমূলের এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই। তাঁর পাল্টা দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই তাদের কর্মীরা নিজেদের পতাকা খুলে এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল, আমরা এই ধরণের নিচুতলার এবং অশান্তির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পুলিশ গোটা এলাকার ওপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার কাজ পরিদর্শনে ডিআরএম

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা প্রকল্পে ৫০৮ টি স্টেশন আধুনিকরণের কাজ করছে ভারতীয় রেল। এই প্রকল্পের আওতায় হাওড়া ডিভিশনে রয়েছে ১৫টি স্টেশন। পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার অম্বিকা কালনা স্টেশন তার মধ্যে অন্যতম। তাই অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এলেন হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম ভিশাল কুমার। মঙ্গলবার বেলায় রেলের আধিকারিকদের নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা সময় স্টেশনের বিভিন্ন জায়গার কাজ ঘুরে দেখেন তিনি। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহৃত টয়লেট নির্মাণের কাজে কিছু ত্রুটি নিয়ে স্টেশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে অসন্তোষের প্রকাশ করতে দেখা যায় ডিআরএম কে। এদিন ডিআরএম ভিশাল কুমার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এবছর নভেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য অমৃত ভারত প্রকল্পের অম্বিকা কালনা স্টেশন আধুনিকরণের কাজ কিছুটা ধীর গতিতে চলছে। কিন্তু চিন্তার কিছু নাই এপ্রিল মাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

পাশাপাশি অম্বিকা কালনায় এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সব স্টেশনেই এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া সম্ভব নয়। কাছাকাছি যে স্টেশনগুলিতে স্টপেজ রয়েছে সেগুলি আপাতত ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া কালনাখ্যাত সরস্বতী পুজো উপলক্ষে কোন স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে কি না জানতে চাইলে তিনি সরাসরি বলেন, কোন স্পেশাল ট্রেন চালাতে গেলে একটি এস্টিমেট করতে হয়।

স্টেশনে কতো লোক যাতায়াত করে, সব কিছু দেখার পরই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্টেশন সংলগ্ন রেল-বস্তি নিয়ে কোন রকম মন্তব্য না করে বিষটি এড়িয়ে যান ডি আর এম ভিশাল কুমার।

জাতীয় সড়কে কয়লা বোঝাই ডাম্পারে আগুন

অল্পের জন্য রক্ষা চালক ও খালাসির

নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ ১৯ নং জাতীয় সড়কে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। দুর্গাপুরের ইন্দ্র আমেরিকান মোড়ের কাছে কয়লা বোঝাই একটি চলন্ত ডাম্পারে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন ডাম্পারের চালক ও খালাসি। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ দুর্গাপুর থেকে কয়লা নিয়ে ডাম্পারটি রানিগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। ১৯ নং জাতীয় সড়কের ইন্দ্র আমেরিকান মোড়ের কাছে পৌঁছালে হঠাৎই ডাম্পারটির কেবিন থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে চলন্ত ডাম্পার থামিয়ে দ্রুত নিচে নেমে আসেন চালক ও খালাসি। জনবহুল এলাকায় চলন্ত ট্রাকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউটাউন থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ব্যস্ততম জাতীয় সড়কে এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে সাময়িকভাবে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর , শর্ট সার্কিট থেকেই ডাম্পারের কেবিনে আগুন লেগেছিল। পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই এবং বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে ডাম্পারটিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বাম ছাত্রনেতার মাইক ছিনিয়ে পথসভা বন্ধের অভিযোগ

বিতর্কে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী বিডিও অফিসের সামনে সিপিএমের একটি পথসভা চলাকালীন বাম ছাত্রনেতার হাত থেকে মাইক ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ, ওই পথসভায় ছাত্রনেতা বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছিলেন এবং তৃণমূলের দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলছিলেন। সেই সময় মন্ত্রী লোকজন নিয়ে সভাস্থলে এসে বক্তার হাত থেকে মাইক কেড়ে নেন। আচমকা ঘটনায় পথসভা বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় ওঠে। সিপিএম নেতা দীপঙ্কর দে এই ঘটনাকে গণতন্ত্রের উপর আঘাত বলে কটাক্ষ করেন। অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, এসআইআর শুনানির জন্য বিডিও অফিসে বহু মানুষ ভিড় করেছিলেন। মাইকের আওয়াজে সাধারণ মানুষ বিরক্ত হওয়ায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে মনে করেই তিনি মাইক বন্ধ করতে বলেন।

অত্যাধিক কাজের চাপে বিডিও অফিসে অসুস্থ বিএলও

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ একটানা ঘন্টার পর ঘণ্টা কাজ এবং অত্যাধিক মানসিক চাপ সহ্য করতে পারেননি। বিডিও অফিসে কাজ চলাকালীন এক বিএলও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঘটনার পর ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্য জুড়ে চলছে এসআইআরের কাজ, ফর্ম বিলি থেকে শুরু করে, হেয়ারিং সমস্ত জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে বিএলওরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজের চাপে বিএলওদের অসুস্থতার খবর উঠে আসছে। এমনকি মৃত্যু হয়েছে বলেও অনেকেই অভিযোগ করেছেন। এরকমই একটি ঘটনা প্রকাশ্যে এলো পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। কাজের চাপে এবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন মেমারির তাজপুর এলাকার বাসিন্দা আইসিডিএস কর্মী সাইমা বেগম। পরিবার সুত্রে জানা গেছে, বর্তমানে সাইমা বেগম পাহাড়হাটি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই বিএলও। জানাগেছে, ভোটার তালিকায় নানান ত্রুটি থাকার কারণে ভেরিফিকেশন চলছে। তাঁর পরিবার সদস্যরা জানান, মেমারি ২ ব্লক অফিসে এসআইআরের ভেরিফিকেশনের কাজ চলছিল। সেই সময় অফিস চত্বরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিজেপির পরিবর্তন সভার পাল্টা তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা

শাসক-বিরোধী চর্চা তুঙ্গে

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা, পাণ্ডবেশ্বর ঃ সোমবার পাণ্ডবেশ্বরের গোগলা অঞ্চলের রসিকডাঙ্গা গ্রামে ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবর্তন সভার ২৪ ঘন্টা পেরতে না পেরতেই পাল্টা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, সোমবার পাণ্ডবেশ্বর এর রসিকডাঙ্গা গ্রামে রাজ্য সরকারের নানান দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিজেপির পরিবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর সেই পরিবর্তন সভার ২৪ ঘন্টা পেরতে না পেরেতেই গোগুলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রতিবাদ সভা। বিরোধীর সভার ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে শাসকের পাল্টা সভা নির্বাচনের আগে কার্যতা বুঝিয়ে দিচ্ছে কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। এদিন মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রসিক ডাঙ্গা গ্রামে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বর্তমান এসআর নিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে হয়রানি থেকে শুরু করে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের দীর্ঘ বঞ্চনার কথা তুলে ধরে সড়ক হতে দেখা যায় তৃণমূল নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও দীর্ঘক্ষণের এই প্রতিবাদ সভায় সাধারণ মানুষের এবং তৃণমূল কর্মীর সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

তবে এদিনের সভায় দেখা গেল এক অচমকপ্রদদ দৃশ্য। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, যে কর্মীকে গতকাল বিরোধী দলের সভায় দেখা গিয়েছিল, তাকেই এদিন তৃণমূলের প্রতিবাদসভাতেও উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় জোড় আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিনের প্রতিবাদ সভা সম্পর্কে অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ অভিযোগ করেছেন যে, বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশন মিলে বাংলার সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে ।ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। তার মতে, বিজেপি নেতারা বিভাজনের রাজনীতি করছে এবং হিন্দু-মুসলিম বা বিহারি-বাঙালির মধ্যে বিবাদ লাগানোর চেষ্টা করছে ।গৌতম ঘোষ দাবি করেছেন যে, কিছু মানুষ হয়তো টাকা বা জিনিসের লোভে অন্য দলে যাচ্ছে,

কিন্তু তাদের মনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আছেন।২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই রায় দেবে বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।

শুনানিতে আসা অভুক্ত মানুষজনদের খাবারের আয়োজন মন্ত্রীর

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ এসআইআর নিয়ে রাজ্যের অনান্য জেলার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানেও পুরোদমে কাজ চলছে। সকাল ১০ টা থেকে গভির রাত পর্যন্ত চলছে শুনানির কাজ। আর এতে হাজার হাজার মানুষকে চরম হয়রানি ভোগ করতে হচ্ছে। ঘন্টার ঘন্টা ঠান্ডা সহ্য করে অপেক্ষার পালা চলছে। এই অবস্থায় বেশিরভাগ মানুষেরই ভালো করে খাবার মিলছে না। এবার তাই হেয়ারিংয়ে ডাক পেয়েছেন এমন মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীর বিধায়ক মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি একটানা সাধারণ মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা চালাবেন বলে জানিয়েছেন দিলেন। তাদের সকলের জন্য পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের বিডিও অফিসের সামনে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করা ছাড়াও খাবার নিয়ে তিনি নিজেই পরিবেশন করছেন। তিনি জানান, মানুষ হয়রানি হচ্ছেন দিনের পর দিন। যতদিন শুনানি চলবে ততদিনই খাওয়ানো হবে এখানে। মন্ত্রী বলেন, মানুষ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সারাদিন তাঁদের এই বিডিও অফিসেই কাটাতে হয়। এমনকি কাজ না মিটলে অনেক রাত পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের হয়রানি ও তাঁদের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস, তার জন্যই এই উদ্যোগে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 1/21/2026 8:04 AM Page 11

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

এসআইআর-এর শেষ দিনে ৭ নম্বর ফর্ম জমা নিয়ে অনিশ্চয়তা

জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ বিজেপি বিধায়করা

রাখি গরা।। নয়া জামানা।।বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়া জেলায় এসআইআর প্রক্রিয়ার ৭ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়া নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সময়সীমা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের তরফে কিছুটা বাড়ানো হলেও, সেই বাড়তি সময়ের মধ্যে দু'দিন সরকারি ছুটি থাকায় আদৌ সমস্ত ফর্ম জমা দেওয়া সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হল বিজেপির বিধায়ক দল। সোমবার বিজেপির একাধিক বিধায়ক ও দলের প্রতিনিধিরা বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং অভিযোগ জানান, একদিকে শাসক দলের সন্ত্রাস, অন্যদিকে প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে মাঠপর্যায়ে ফর্ম জমা দিতে নানা সমস্যা হচ্ছে। অনেক জায়গায় সাধারণ মানুষ ভয় ও বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন বলেও দাবি করা হয়।

বিজেপির তরফে জানানো হয়, ছুটির দিন থাকায় অফিস খোলা না থাকলে বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বহু আবেদনকারী তাঁদের ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিতে পারবেন না।

এতে ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। আলোচনার পরে অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার দাবি করে বিজেপি নেতৃত্ব।

জেলা শাসকের দফতর থেকে বেরিয়ে তাঁরা জানান, প্রশাসন যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়, তাহলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফর্ম জমার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে। তবে বিজেপি স্পষ্ট করে দিয়েছে, সোমবারের মধ্যে যদি সমস্ত ৭ নম্বর ফর্ম জমা নেওয়া না হয়, তাহলে আগামী দিনে তারা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবে।

বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গঙ্গাজলঘাটিতে হিন্দু জাগরণ সম্মেলন

ঐক্যের ডাক ও শোভাযাত্রায় উন্মাদনা

নয়া জামানা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটিতে রবিবার হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত হল হিন্দু জাগরণ সম্মেলন। বড়জোড়া ব্লকের গঙ্গাজলঘাটি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এই সম্মেলন ঘিরে সকাল থেকেই এলাকার মানুষের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। শয়ে শয়ে মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল মুখর হয়ে ওঠে। সম্মেলনের শুরুতেই গঙ্গাজলঘাটির নতুন পুকুরে কলস পূজন অনুষ্ঠিত হয়।

১০০ জন মহিলা মঙ্গল কলসে জল ভরে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা সহকারে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছন। এরপর ভারত মাতার পুজোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। মঞ্চ থেকে হিন্দু সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামানন্দ স্বামী মহারাজ। তিনি বলেন, সনাতন ধর্ম মানবতাকামী এবং বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম। পৌরাণিক যুগ থেকেই সনাতনীরা বিশ্বকে আলোর পথ দেখিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বামীজি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বে উগ্র ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের প্রভাব বাড়ছে, যা মানবতার পক্ষে বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতিতে সনাতনী হিন্দুদের জাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে বিশ্ব মানবতার বার্তা তুলে ধরেন তিনি। উদ্যোক্তাদের পক্ষে গঙ্গাজলঘাটি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সভাপতি কাঞ্চন সেন মোদক জানান, সম্মেলনে ১০০ কণ্ঠে গীতাপাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুজিত অগস্তি, প্রাক্তন সেনাকর্মী বিমান সিংহ, সুখময় মাজি সহ আরও অনেকে।

সম্মেলনের মাধ্যমে সনাতনী সমাজে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

ভুয়ো তথ্য দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি নেতা

শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

নয়া জামানা,পূর্ব মেদিনীপুর ঃ স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এবার তমলুকে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ভোটার সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্য জমা দেওয়ার অভিযোগে তমলুক থানার পুলিশ গ্রেফতার করল বিজেপি নেতা অমিত মণ্ডলকে। ধৃত বিজেপির তমলুক-১ মণ্ডল কমিটির সদস্য এবং তাঁর স্ত্রী খারুই-২ গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচিত বিজেপি সদস্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের একটি বুথের একাধিক ভোটারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে ফর্ম-৭ জমা দেন অমিত মণ্ডল। কিন্তু বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) দাবি করেন, ওই ফর্মে দেওয়া তথ্যের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার মিল নেই এবং সেখানে বিভ্রান্তিকর অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিষয়টি লিখিতভাবে থানায় জানালে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। রবিবার রাতে পিতুলসাহা গ্রামে তাঁর বাড়ি থেকে অমিত মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার তাঁকে তমলুক মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে।এই ঘটনায় জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে। একদিকে প্রশাসনের কড়া অবস্থান, অন্যদিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের অভিযোগ সব মিলিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে তমলুক এখন উত্তাল।

ঝাড়গ্রামে আন্তঃকলেজ ক্রীড়ার রোমাঞ্চ

চ্যাম্পিয়ন শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এবং শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের পরিচালনায় ঝাড়গ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত হলো দু'দিনের আন্তঃকলেজ জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড গেম চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫,২৬। ১৭ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১৯ জানুয়ারি এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে। ঝাড়গ্রাম জেলার মোট আটটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১৭ জানুয়ারি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবনারায়ন রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানী ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নিমাই চাঁদ মাসান্ত, গভর্নমেন্ট কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উইমেন-এর অধ্যাপক ডক্টর স্বদেশ রঞ্জন পান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি কাকলি মাহাতো, অধ্যক্ষ ডক্টর সুশান্ত কুমার দোলই, উপাধ্যক্ষা ডক্টর সুজাতা তিওয়ারি এবং সরকারি পর্যবেক্ষক ডক্টর সঞ্জয় ভূঁইয়া। এই প্রতিযোগিতা অ্যাথলেটিকস, ফুটবল এবং মহিলাদের খো-খো;এই তিনটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ। অ্যাথলেটিকস, ফুটবল ও খো-খো;তিন বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয় তারা।

অ্যাথলেটিকস বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়। ফুটবল ও মহিলাদের খো-খো বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পায় সেবায়তন শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ১৯ জানুয়ারি ঝাড়গ্রাম জেলার ঐতিহ্যবাহী সাঁওতালি নৃত্যের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ প্রশান্ত দাস, সাব-ইন্সপেক্টর বাদল পাল সহ কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও পরিচালন সমিতির সদস্যরা। গোটা প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই উদ্যোগের জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ভূয়সী প্রশংসা করেন অধ্যক্ষ ডক্টর সুশান্ত কুমার দোলই।

ছেলের জন্মদিনে মানবিক উদ্যোগ স্কুলে তিথি ভোজন করালেন 'কোর্টের দিদি' রীতা

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষের কাছে তিনি 'কোর্টের দিদি' নামেই বেশি পরিচিত। আইনি সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন রীতা দাস দত্ত। ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের 'অধিকার মিত্র' হিসেবে তাঁর ভূমিকা ইতিমধ্যেই প্রশংসিত। আবার এক প্রসূতি মাকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর ঘটনায় সুবর্ণরৈখিক এলাকার মানুষ তাঁকে ডাকেন 'সুবর্ণলক্ষী' নামে। এবার সেই রীতা দাস দত্তকে দেখা গেল আরও এক মানবিক রূপে। ছেলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি আয়োজন করলেন তিথি ভোজন। গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকা নিমাডাঙ্গর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই বিশেষ আয়োজন করা হয়।

সহযোগিতায় ছিল সুবর্ণরৈখিক ভাষা পরিবার। প্রধানমন্ত্রী পোষণ কর্মসূচির অধীনে তিথি ভোজন প্রকল্পের মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রকল্পে বিশেষ দিন উপলক্ষে মিড-ডে মিলের সঙ্গে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হয়, যা শিশুদের পুষ্টির পাশাপাশি স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করে। এদিন ছাত্রছাত্রীদের পাতে ছিল স্যালাড, ভাত, ডাল, সবজি, মাংস, মিষ্টি ও পাঁপড়। পাশাপাশি পড়াশোনার জন্য ফাইল, খাতা, পেন, নাম লেখার স্টিকার এবং চকলেটও দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত কুমার রাউত। তিনি বলেন, রীতা ম্যাডামকে আমরা কোর্টের দিদি হিসেবেই চিনতাম। আজ তাঁর আরও এক মানবিক পরিচয় দেখলাম। এই উদ্যোগে খুশি ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয়

হাতি-মানুষ সংঘাত কমাতে উদ্যোগ বাঁকুড়ায় বনদফতরের বিশেষ কর্মশালা

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের হাতির সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হল বনদফতর। শুক্রবার বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের কার্যালয়ে এই সমস্যা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাত কীভাবে কমানো যায়, সেই বিষয়েই মূলত আলোচনা হয় এদিন। কর্মশালায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। জঙ্গলের ভেতরে সৌরবাতি বসানোর দাবি জানানো হয়, যাতে অন্ধকারে হাতির গতিবিধি বোঝা যায় এবং গ্রামে ঢোকা রোখা সম্ভব হয়। পাশাপাশি, হাতিরা যাতে জঙ্গলেই থাকে, সে জন্য জঙ্গলের ভেতরে পর্যাপ্ত খাবার ও জল রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে হাতির সমস্যা নতুন নয়। গত দু'দশক ধরে হাতির আক্রমণে মৃত্যু, ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং মাঠের ফসল নষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে। বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান তৃণমূল জমানায় বনদফতর, রাজ্য বন মন্ত্রণালয় ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু বৈঠক ও সচেতনতা শিবির হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান মেলেনি।

শুক্রবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শাসক দলের এমএলএ, এমপি, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা। এছাড়া রাজ্য বনদফতরের চিফ কনজারভেটিভ অব ফরেস্ট (সেন্ট্রাল সেকশন) এস কুলান ডেইভাল,

জেলার তিনটি বিভাগের বনাধিকারিক ও রেঞ্জ অফিসাররাও উপস্থিত ছিলেন। এস কুলান ডেইভাল জানান, জঙ্গলে বর্তমানে পর্যাপ্ত খাবার ও জল রয়েছে এবং হাতির পছন্দের খাবার জঙ্গলেই বোনা হচ্ছে। তবে দীর্ঘদিন ধরে হাতির লোকালয়ে বিচরণ তাদের খাদ্যাভ্যাস বদলে দিয়েছে কি না, সে বিষয়েও আলোচনা হয়। বনদফতর জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের সুরক্ষায় বিভিন্ন কৌশল নিয়েছে বলেও তিনি জানান।

সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ বিজ্ঞান মঞ্চের বিজ্ঞান অভিযান

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিজ্ঞান কর্মীদের সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হলো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তিন দিনের বিজ্ঞান অভিযান। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ১৬ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞান সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেয়। সংগঠনের চার দশক পূর্তি উপলক্ষে বিজ্ঞানের আলো প্রতি ঘরে জ্বালো শ্লোগানকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তিন দিনে জেলার মোট ৬৫টি জায়গায় বিজ্ঞান সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। জেলার চারটি কেন্দ্র থেকে চারটি বিজ্ঞান অভিযান জাঠা বের হয়, যেগুলির নামকরণ করা হয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের নামে। এই চারটি কেন্দ্রীয় জাঠা জেলার নানা প্রান্ত ঘুরে যুক্তিবাদী আলোচনা, বিজ্ঞানভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জনসংযোগ কর্মসূচি করে। অভিযানের শেষ দিনে মেদিনীপুর শহরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে চারটি জাঠা একত্রিত হয়

এবং সেখানে অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞানকর্মী সমাবেশ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক প্রদীপ মহাপাত্র বলেন, বিজ্ঞানের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা জরুরি। সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং কৃষকদের সমস্যা জানতে দাওয়া বৈঠকের প্রয়োজন রয়েছে। জেলা সম্পাদক ড. সুধাপদ বসু জানান, সারা বছর জুড়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান, হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, শিশু বিজ্ঞান উৎসব ও আকাশ পর্যবেক্ষণের মতো কর্মসূচি নেওয়া হবে। সভায় রাজ্য কমিটির অধ্যাপক তপন মিশ্র, জেলার কার্যকরী সভাপতি ড. দিলীপ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের গান পরিবেশন করেন নীলু মহাপাত্র। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা সুজাতা মাইতি।

অনিশ্চয়তায় নয়ার পটের মেলা

কবে ফিরবে শিল্পের উৎসব ?

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার নয়ার পটশিল্প শুধু বাংলার গর্ব নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও পরিচিত। গ্রামীণ লোকশিল্পের এই অনন্য ধারাকে ঘিরে প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বসে নয়ার পটের মেলা। প্রায় সাত দিন ধরে চলা এই মেলায় পটশিল্পী, পর্যটক ও শিল্পানুরাগীদের মিলনমেলায় পরিণত হয় গোটা নয়া এলাকা। কিন্তু চলতি বছরে সেই চেনা ছবি আর চোখে পড়ছে না। বছরের শুরুতেই মেলার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মেলা আয়োজন নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি আয়োজকরা। ফলে হতাশা বাড়ছে শিল্পী থেকে শুরু করে পর্যটক;সবার মধ্যেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত দু'টি বড় কারণে তৈরি হয়েছে এই অনিশ্চয়তা। একদিকে চলমান সার সংক্রান্ত প্রশাসনিক পরিস্থিতি, অন্যদিকে প্রবল আর্থিক সংকট। এই দুইয়ের চাপেই থমকে গিয়েছে মেলার প্রস্তুতি। প্রতি বছর পটশিল্পীদের সংগঠন চিত্রতরু ক্লাস্টারের উদ্যোগেই এই মেলার আয়োজন করা হয়। বিগত

বছরগুলিতে রাজ্যের নানা প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্য ও বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক নয়ার পটে ভিড় জমিয়েছেন। পটচিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি বিক্রিতেও মিলেছে ব্যাপক সাড়া। আয়োজকদের দাবি, গত বছর এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকারও বেশি ব্যবসা হয়েছিল, যা বহু শিল্পীর সারা বছরের জীবিকার বড় ভরসা। চিত্রতরু ক্লাস্টারের সভাপতি অমিত চিত্রকর ও সম্পাদক মন্টু চিত্রকর জানান, বর্তমানে এস আই আর সংক্রান্ত নানা প্রশাসনিক জটিলতার জন্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। তার উপর মেলা আয়োজনের জন্য যে আর্থিক সহায়তা দরকার, তা এখনও পাওয়া যায়নি। এই কারণেই নির্ধারিত সময়ে মেলা করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের আরও বক্তব্য, আপাতত মার্চ মাসে মেলা আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে অর্থসংস্থান ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে সেই পরিকল্পনাও বাস্তবে রূপ নেবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। ফলে বড় প্রশ্ন উঠছে;এই বছর আদৌ কি বসবে নয়ার পটের মেলা? শিল্পীদের পাশাপাশি পর্যটক ও শিল্পপ্রেমীরাও সেই উত্তর খুঁজছেন। নয়ার পটশিল্পকে ঘিরে যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে, তার ভবিষ্যৎ এখন গভীর অনিশ্চয়তার মুখে। সংকট কাটিয়ে আবার কি ফিরবে নয়ার পটের সেই চেনা উৎসবের রং;সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই।

সিলিকোসিসে আক্রান্ত বাবার পাশে মেদিনীপুর ছাত্র সমাজ

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী ব্লকের নছিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোপরাড় গ্রামের বাসিন্দা অমল কর পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক। রামিং ম্যাস অর্থাৎ পাথর গুঁড়োর কারখানায় কাজ করতে গিয়ে তিনি মারাত্মক সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হন। জেলা সিলিকোসিস বোর্ডের মাধ্যমে তিনি সরকারি সিলিকোসিস কার্ড পেয়েছেন। রাজ্য সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী, কার্ড পাওয়ার পর আবেদন করলে আক্রান্ত ব্যক্তি ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও মাসিক ৪ হাজার টাকা পেনশন পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে চার মাস পেরিয়ে গেলেও সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে আটকে রয়েছে সেই ক্ষতিপূরণের টাকা।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী ব্লকের নছিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোপরাড় গ্রামের বাসিন্দা অমল কর পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক। রামিং ম্যাস অর্থাৎ পাথর গুঁড়োর কারখানায় কাজ করতে গিয়ে তিনি মারাত্মক সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হন।

চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে অমল করের পরিবার। এই রোগে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা কঠিন, তাই কার্যত মৃত্যুর দিন গুনছেন তিনি। অমল করের ছেলে অমিত কর নছিপুর আদিবাসী হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাবার অসুস্থতার মধ্যেও ছেলেকে পড়াশোনা করানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি। কিন্তু সংসারের অভাব, বাবার ওষুধের খরচ আর পড়াশোনার ব্যয়ের টানাপোড়েনে পরিবারটি চরম সংকটে পড়ে। এই অবস্থায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'মেদিনীপুর ছাত্র সমাজ'। সমাজকর্মী ঝর্না আচার্যের মাধ্যমে অমিতের দুরবস্থার খবর পেয়ে ছাত্র সমাজ তার সম্পূর্ণ বইয়ের ব্যবস্থা করে। গত ১২ জানুয়ারি রবীন্দ্র নিলয় মুক্তমঞ্চে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বই বিতরণ অনুষ্ঠানে বাসভাড়া না থাকায় যেতে পারেনি অমিত। সোমবার দুধেবুধে হাইস্কুলের পার্শ্ব শিক্ষক সোমনাথ আচার্য স্কুলের সামনে গিয়ে অমিতের হাতে বইগুলি তুলে দেন। এই মানবিক উদ্যোগে কিছুটা হলেও ভরসা পেল অসহায়

নতুন বছরের শুরুতেই সুখবর,উদ্বোধনের মুখে বলরামডিহি ইকোপার্ক

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ নতুন বছরের শুরুতেই ঝাড়গ্রামবাসীর জন্য বড় উপহার নিয়ে এল বনদপ্তর। শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বনদপ্তরের সাত হেক্টর জমিতে তৈরি হয়েছে বলরামডিহি ইকোপার্ক। মঙ্গলবার এই ইকোপার্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা। দীর্ঘদিন ধরেই ঝাড়গ্রাম শহরে খোলা জায়গায় হাঁটা, শরীরচর্চা বা অবসর কাটানোর মতো পার্কের অভাব ছিল। রবীন্দ্র পার্ক ও বৈকালিক পার্ক কার্যত অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ায় শহরবাসীর আক্ষেপ বেড়েছিল। সেই অভাব অনেকটাই মেটাতে চলেছে এই নতুন ইকোপার্ক। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত পার্কে প্রবেশের জন্য কোনও টিকিট লাগবে না। সকাল ও বিকেলে সাধারণ মানুষ এখানে মর্নিং ওয়াক, জগিং কিংবা পরিবার নিয়ে সময় কাটাতে পারবেন। ২০১৮ সালের জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্ল্যানের অর্থে ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে পার্কটি। হাঁটার রাস্তা, শিশুদের জন্য দোলনা ও খেলাধুলোর সরঞ্জাম, বড়দের বসার জন্য বাঁশ ও খড়ের তৈরি চালাঘর তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে পার্ককে আরও সুন্দর করে তুলতে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক কিলোমিটার পেভার ব্লকের রাস্তা, শৌচালয়, বিশ্রামাগার ও বসার জায়গা তৈরি হবে। বসানো হবে হাইমাস্ট লাইট। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন চারজন কর্মী। ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের ডিএফও উমর ইমাম জানান, ভবিষ্যতে এখানে চিলড্রেন পার্ক ও একটি মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

সিল্টেশন পদ্ধতিতে জেগে উঠছে চর কোলাঘাটে এখন বাঁধই ভরসা

নয়া জামানা, কোলাঘাট ঃ কয়েক বছর আগেও ব্যাপক নদীভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটত কোলাঘাটবাসীর। মূলত নদীর গভীর খাত বা 'ডিপ চ্যানেল' কোলাঘাট শহরের দিকে সরে আসায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। ভাঙন রুখতে তখন সেচ দপ্তর 'সিল্টেশন' পদ্ধতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদ্ধতিতে প্রায় তিন বছর আগে ছাতিন্দা থেকে দেনান পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার নদীপথে বাঁশের খাঁচা ফেলা হয়। এর ফলে জোয়ার-ভাটার সময় নদীর সঙ্গে বয়ে আসা পলি আটকে জমতে শুরু করে নদীখাতে।

ধীরে ধীরে ভাঙন হওয়া অংশ ভরাট হতে থাকে এবং জলের মূল স্রোত বিপরীত দিকে সরে যেতে শুরু করে। বর্তমানে কোলাঘাট সংলগ্ন রূপনারায়ণ নদে প্রায় ৪০ ফুট চওড়া নতুন চর তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ভাঙন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

তবে তাঁদের অভিযোগ, চর তৈরি হলেও সেখানে এখনো পাকাপাকিভাবে বাঁধ না হওয়ায় কিছু অংশে আবার ক্ষয় শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নতুন চর বরাবর অবিলম্বে বোল্ডার ফেলে শক্ত বাঁধ নির্মাণ না করলে ভবিষ্যতে আবার বড় বিপদ নামতে পারে।

সাত সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, চালবোঝাই এফসিআই লরি পুকুরে উল্টে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকে সাত সকালেই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত হেমচন্দ্র মোড় সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চাল ভর্তি এফসিআই-এর একটি লরি রাস্তার পাশের পুকুরে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান লরির চালক ও খালাসি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা থেকে চাল বোঝাই করে রামগঙ্গার এফসিআই গোডাউনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল লরিটি। হঠাৎ করেই লরির সামনের একটি চাকা বাস্ট হয়ে যায়। এর ফলে চালক গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। দ্রুতগতিতে ছুটে চলা লরিটি রাস্তার ধারে থাকা একের পর এক তিনটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে সোজা পুকুরে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার মুহূর্তে বিকট শব্দে এলাকা কেঁপে ওঠে।

স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে দেখেন, লরিটি পুকুরের জলে উল্টে পড়ে রয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে চালক ও খালাসি কোনওরকমে লরি থেকে বেরিয়ে জলে ঝাঁপ দেন এবং সাঁতরে তীরে উঠে আসেন। তাঁদের সামান্য আঘাত লাগলেও বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পান দু'জনেই। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঢোলাহাট থানার পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরি উদ্ধারের কাজ শুরু করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় সাময়িকভাবে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। এই দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় হেমচন্দ্র মোড় এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, অতিরিক্ত ভারী যানবাহন ও রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থার কারণেই প্রায়শই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে।

সেবাশ্রয় ক্যাম্পে অভিষেক, ডায়মন্ড হারবারে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন গতি

নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরের মডেল ক্যাম্প পরিদর্শনে এলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সফর ঘিরে সকাল থেকেই প্রশাসনিক ও দলীয় স্তরে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ডায়মন্ড হারবার মহকুমার ক্রীড়াঙ্গনের মাঠে আয়োজিত সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি চিকিৎসা পরিষেবার মান, পরিকাঠামো এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা খুঁটিয়ে দেখেন। তিনি শিবিরে কর্মরত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাও শোনেন। শিবিরের পরিষেবা আরও কীভাবে উন্নত করা যায়, সে বিষয়ে তিনি দিকনির্দেশ দিতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ, প্রয়োজনীয় ওষুধ, বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক পরীক্ষা, রক্তচাপ ও সুগার পরীক্ষা-সহ একাধিক পরিষেবা পাচ্ছেন। বিশেষ করে গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ, যাঁদের পক্ষে বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করানো কঠিন, তাঁদের কাছে এই শিবির বড় ভরসা হয়ে উঠেছে। ডায়মন্ড হারবারের নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন জানিয়েছেন, এক জায়গায় বিনামূল্যে এত ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ায় তাঁদের অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে। শিবির ঘিরে মানুষের ভিড় ও উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। পাশাপাশি দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরাও কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগকে আরও বিস্তৃত করতে চাইছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুসুতে মোরগ লড়াই রূপমারিতে জমে হাজারো মানুষের ভিড়!

নয়া জামানা ।। হিঙ্গলগঞ্জ

নয়া জামানা,হিঙ্গলগঞ্জ ঃ হিঙ্গলগঞ্জের রূপমারি গ্রামে টুসু পুজোর আনন্দে মিশে থাকে এক ঐতিহ্যবাহী রোমাঞ্চ;মোরগ লড়াই। পৌষের শেষে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই খেলাটি শুরু করলেও এখন সব সম্প্রদায়ের মানুষই এতে অংশ নেয়। প্রায় দেড়শ বছর ধরে এই দিনটিতে রূপমারিতে মোরগ লড়াইয়ের আয়োজন চলে। মকর সংক্রান্তির সকালে মেলা প্রাঙ্গণে জমে ওঠে উৎসবের হিড়িক। শুধু সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে নয়, কলকাতা, বারাসত, বসিরহাট থেকেও মানুষ ভিড় জমান। শীতের দুপুরে মাঠে এসে মোরগ লড়াই দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করে। এলাকার প্রতিটি বাড়িতে আগে থেকেই মোরগ পালা হয়। সংক্রান্তির সকালে প্রতিযোগীরা বড় বড় মোরগ নিয়ে হাজির হন। মোরগের শক্তি, কৌশল সবকিছু পরীক্ষা করা হয়। দু'জন মালিকই যখন খেলায় রাজি হন, তখন মাঠে ঢোকানো হয় মোরগ দু'টিকে। প্রতিপক্ষ মোরগদের পায়ে বাঁধা থাকে ধারালো ছুরির ফলা। লড়াই শুরু হলে একে অপরকে আঘাত করার প্রতিযোগিতা চলে। এক মোরগের পায়ের ছুরির আঘাতে অন্যটি রক্তাক্ত হয়, মাটিও লাল হয়ে যায়।

যতক্ষণ না একটি মোরগ জখম হয়ে পিছিয়ে যায়, ততক্ষণ লড়াই চলতেই থাকে। লড়াই শেষে জয়ী মোরগের মালিকই পরাজিত মোরগটি পেয়ে যায়;এটাই পুরস্কার।

রূপমারির বাসিন্দা নন্দ কিশোর সর্দার বলেন, একটা বছর আমরা অধীর আগ্রহে এই দিনটির অপেক্ষা করি। রূপমারি পঞ্চায়েত সদস্য পরিমল বিশ্বাস বলেন, এটি আমাদের ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসছে। সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে পুরো এলাকায়। এই মোরগ লড়াই শুধু খেলা নয়, রূপমারির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি বড় অংশ।

এসআইআর নিয়ে তীব্র বিক্ষোভ, ঢোলা মাদারপাড়ায় আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ এসআইআর সংক্রান্ত অভিযোগকে ঘিরে ফের উত্তাল হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানা এলাকা। ঢোলা মাদারপাড়া এলাকায় বুধবার সকাল থেকে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ ঘিরে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে;এই অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। সকাল থেকেই রাস্তার উপর আগুন জ্বালিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ।

প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরুদ্ধ থাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। আটকে পড়ে নিত্যযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ও জরুরি পরিষেবার গাড়ি। বিক্ষোভ ক্রমেই তীব্র আকার নিলে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঢোলাহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। যদিও বিক্ষোভকারীদের দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির নামে বারবার দূরে ডেকে পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে ফেলা হচ্ছে, যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ানো হয়। পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও উত্তেজনা পুরোপুরি কাটেনি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও খবর। স্থানীয় বাসিন্দাদের স্পষ্ট দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জনবান্ধব করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের অযথা হয়রানি বন্ধ করতে হবে। প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি শান্ত হবে কিনা, সেদিকেই এখন নজর এলাকাবাসীর।

সার নিয়ে ক্ষোভ বিস্ফোরণ, সন্দেশখালিতে বিডিও অফিসে ভাঙচুর

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সার সংক্রান্ত হয়রানির অভিযোগে এবার চরম আকার নিল বিক্ষোভ। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে ক্ষিপ্ত জনতার ভাঙচুরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল এলাকাজুড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সার প্রক্রিয়ার আওতায় সাধারণ মানুষকে একের পর এক নোটিশ পাঠানো হচ্ছে এবং অযথা শুনানিতে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে;এই অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমছিল। সেই ক্ষোভই মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, গতকাল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জানানো হয়েছিল শুনানি পর্বে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে বিবেচিত হবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এদিন সকালবেলা বহু সাধারণ মানুষ সন্দেশখালি ১ নম্বর বিডিও অফিসে শুনানিতে হাজির হয়ে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড জমা দিতে যান। কিন্তু অভিযোগ, বিডিও অফিসের কর্মীরা সেই নথি 'নট অ্যাকসেপ্টেড' বলে ফেরত দেন। এই ঘটনাতেই চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। উত্তেজিত জনতা বিডিও অফিসের ভেতরে ঢুকে কম্পিউটার, ল্যাপটপ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ।

মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। খবর পেয়ে নাজাত থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আপাতত এলাকা থমথমে হলেও উত্তেজনা পুরোপুরি কাটেনি। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, সার -এর নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ বিস্ফোরণ ঠাকুরপুকুর, মহেশতলায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ

গোপাল শীল, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ এসআইআর-এর নামে অযথা হয়রানির অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা ব্লক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আশুতি খান বেড়িয়া এলাকার ১৪৬ ও ১৪৭ নম্বর পার্টের বাসিন্দারা এদিন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। সকালে টায়ার জ্বালিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভের জেরে গোটা এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। আটকে পড়ে অফিসযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ও অ্যাম্বুল্যান্স-সহ জরুরি পরিষেবার গাড়ি। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহেশতলা,ঠাকুরপুকুর ব্লকের বিডিও সুপর্ণা মজুমদার। তিনি বিক্ষোভকারী বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁদের অভিযোগ শোনেন। বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি ছিল; এসআইআর সংক্রান্ত হেয়ারিং এলাকার কাছাকাছি কোনও স্থানে করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষকে দূরবর্তী জায়গায় গিয়ে হয়রানির শিকার না হতে হয়। বিডিও সুপর্ণা মজুমদার বাসিন্দাদের আশ্বাস দেন যে, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে এবং হেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা এলাকাকেন্দ্রিক করার চেষ্টা করা হবে। তাঁর আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা ধীরে ধীরে অবরোধ তুলে নেন। এরপর প্রশাসনের উদ্যোগে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রশাসনের আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভবিষ্যতে এই ধরনের হয়রানি বন্ধ না হলে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

'কনট্যাক্ট' নেগেটিভ নিপা, উৎস খোঁজায় রাজ্যে শুরু বাদুড় সমীক্ষা

নয়া জামানা, বারাসাত ঃ নিপা ভাইরাস নিয়ে রাজ্যে আপাতত কিছুটা স্বস্তির খবর। নিপায় আক্রান্ত দুই নার্স এখনও বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রাদার,নার্সের শারীরিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় তাঁকে শীঘ্রই ছুটি দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে সিস্টার,নার্স এখনও ভেন্টিলেশনে কোমায় রয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেও চিকিৎসা চলছে। স্বস্তির বিষয় হল, ওই দুই নার্সের সংস্পর্শে আসা সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ। মোট ১৭১ জন 'কনট্যাক্ট'-এর ৫১৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। কল্যাণী এইমস ও বেলেঘাটা নিরবি (পূর্বতন নাইসেড),এর ল্যাবে হওয়া পরীক্ষায় কোনও নমুনাতেই নিপা পজিটিভ ধরা পড়েনি। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে;সংক্রমণের উৎস কী? সেই উত্তর খুঁজতেই সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে বাদুড় সমীক্ষা। কেন্দ্রীয় বন মন্ত্রক, পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি, ন্যাশনাল জয়েন্ট আউটব্রেক রেসপন্স টিম এবং রাজ্য প্রাণিসম্পদ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে বাদুড়ের সেরো,সার্ভিল্যান্স। মধ্যমগ্রামের কাছে বসিরহাট মেন রোড সংলগ্ন কুবেরপুর এলাকায় প্রথম দফার সমীক্ষা চালানো হয়। সেখানে ধরা পড়ে মোট ন'টি বাদুড়। পরীক্ষায় দেখা যায়, সবক'টিরই নিপা আরটি,পিসিআর রিপোর্ট নেগেটিভ। যদিও একটি বাদুড়ের শরীরে নিপা অ্যান্টিবডি পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ অতীতে সংক্রমণ থাকলেও বর্তমানে ভাইরাস সক্রিয় নেই। এদিকে, নিপা পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্যভবনে অনুষ্ঠিত হল 'অতিমারী প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা'। বিশেষজ্ঞরা জানান, কোভিডের পর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অতিমারী মোকাবিলায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে প্রস্তুতি জোরদার করা হচ্ছে। বাদুড়বাহিত ভাইরাসের ঝুঁকি মাথায় রেখে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ, বাদুড়িয়ায় রাস্তা অবরোধে পুলিশের সঙ্গে বচসা

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ এসআইআর সংক্রান্ত হয়রানির অভিযোগে ফের উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া। বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুর এলাকায় মঙ্গলবার গ্রামবাসীরা বাদুড়িয়া,বেড়াচাঁপা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। সকাল থেকেই রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগরে দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে সাধারণ ভোটারদের বারবার শুনানিতে ডেকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ ও মহিলারা এই প্রক্রিয়ায় বেশি সমস্যায় পড়ছেন বলে তাঁদের দাবি। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই বাসুদেবপুর এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ বাদুড়িয়া,বেড়াচাঁপা সড়ক অবরোধ করা হয়। অবরোধের জেরে ওই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। অফিসযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ও নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। পুলিশ অবরোধ তুলে দিতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। আলোচনায় গ্রামবাসীরা তাঁদের দাবি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং এসআইআর সংক্রান্ত হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানান। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলার পর পুলিশের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। এরপর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। যদিও এলাকায় আপাতত শান্তি ফিরেছে, তবে গ্রামবাসীদের স্পষ্ট বক্তব্য;এসআইআর সংক্রান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে তাঁরা আবারও আন্দোলনের পথে নামবেন। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ যে এখনও পুরোপুরি কাটেনি, তা এদিনের বিক্ষোভেই স্পষ্ট।

এসআইআর নিয়ে ক্ষোভ চরমে, বাসন্তীতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ এসআইআর সংক্রান্ত হয়রানির অভিযোগে ফের উত্তাল হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাসন্তীর সোনাখালি এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে দিনের পর দিন নানা অজুহাতে সাধারণ ভোটারদের শুনানি শিবিরে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে। এদিন সকাল প্রায় দশটা নাগাদ বাসন্তী রাজ্য সড়কের উপর টায়ার ও শুকনো জ্বালানি জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলায় ওই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়।

কাজে যাওয়া মানুষজন, স্কুল পড়ুয়া এবং নিত্যযাত্রীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন। বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। অভিযোগ উঠেছে, বিক্ষুব্ধ জনতা বাসন্তী বিডিও অফিস চত্বরে ঢুকে কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল ভাঙচুর করে। যদিও প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এমন আশঙ্কায় এলাকায় বাড়ানো হয় পুলিশি নজরদারি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। দীর্ঘ আলোচনার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে অবশেষে অবরোধ উঠে যায় এবং ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি যেন অকারণে বারবার ডেকে না পাঠানো হয় এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করা হয়। প্রশাসনের আশ্বাসে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

নেশার জেরে খুন! মাটিয়া যুবক হত্যায় নাবালক বন্ধু আটক, পলাতক আরও এক

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার অন্তর্গত চাঁপাপুকুর স্টেশন এলাকায় যুবক খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল পুলিশ। মাটিয়ার বাসিন্দা রিয়াজ খুনের মূল অভিযুক্ত হিসেবে তারই এক নাবালক বন্ধুকে আটক করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় আরও এক নাবালক অভিযুক্ত এবং স্থানীয় উপপ্রধান পিন্টু মণ্ডল এখনও পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় পাঁচ দিন আগে গভীর রাতে রিয়াজ তার দুই নাবালক বন্ধু; রাকিবুল মণ্ডল ও সালমান মণ্ডলের সঙ্গে এক জায়গায় বসে নেশা করছিল।

সেই সময় মাদক নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, রিয়াজের কাছে মাদক চাওয়া হলেও তা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দুই বন্ধু। পুলিশের দাবি, এরপরই পরিকল্পনা করে রিয়াজকে খুন করা হয়। গত সোমবার সকালে শীতলিয়া এলাকা থেকে রিয়াজের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দফায় দফায় রাস্তা অবরোধ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ শুরু করেন। এমনকি স্থানীয় উপপ্রধান পিন্টু মণ্ডলের বাড়ির সামনেও ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে। বর্তমানে আটক নাবালক সালমানকে পুলিশ হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এটি শুধুই নেশার জেরে খুন নাকি এর পিছনে অর্থ লেনদেন বা অন্য কোনও কারণ রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত রিয়াজও মাদকাসক্ত ছিল। এদিকে মৃত যুবকের পরিবার এই ঘটনায় জড়িত সকল অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

তিন-তিনটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হুঁশিয়ারি...! ২২, ২৩, ২৪, ২৫ জানুয়ারি ভারী বৃষ্টি-ঝড় কাঁপাবে ৯ রাজ্য

শীত কমতেই উত্তর ভারতে এবার বৃষ্টি হুঁশিয়ারি। আবহাওয়া বিভাগ আইএমডি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে একাধিক রাজ্যে। ২২ থেকে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে এইসব এলাকাগুলিতে। ৯টি রাজ্যে বজ্রপাত ও বৃষ্টির সতর্কতাঃআইএমডি পূর্বাভাস অনুসারে, ২২ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সময়কালে, ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে তীব্র বাতাস বইতে পারে বলেও সতর্কতা রয়েছে।

আইএমডি রিপোর্ট অনুসারে, আজ (২০ জানুয়ারি) হিমাচল প্রদেশে বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টিপাত সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেবে।

এ ছাড়া, ২২ থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পঞ্জাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২০ এবং ২১ জানুয়ারি জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে ভারী বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

দিল্লির আবহাওয়াঃ আজ (২০ জানুয়ারি) রাজধানী দিল্লিতে সকালের তাপমাত্রা প্রায় ৮ ডিগ্রি ছিল, বিকেলে উজ্জ্বল রোদ দেখা গিয়েছে। আবহাওয়া বিভাগ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) থেকে রাজধানীতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। আগামী তিন থেকে চার দিন সকালে ঘন কুয়াশা দেখা যেতে পারে। আপাতত, শৈত্যপ্রবাহ থেকে স্বস্তি মিলবে।

উত্তর প্রদেশে আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছেঃ শৈত্যপ্রবাহ এবং কুয়াশা এখন কমে আসছে উত্তরপ্রদেশে।

বারাবাঁকি, কানপুর, রায়বেরেলি এবং আশেপাশের জেলাগুলিতে সামান্য কুয়াশা পড়ছে।

তবে, গ্রামাঞ্চলে এখনও হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিরাজ করছে।

দিনের তাপমাত্রা এখন ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে।

বারাণসীতে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছে, এবং দিনের বেলায় রোদ দেখা যাচ্ছে। সকালে পশ্চিম উত্তর প্রদেশে কুয়াশা ছিল, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

সোমবার লখনউতে আবহাওয়ার এক ভিন্ন ধরণ দেখা গিয়েছে। তাপমাত্রার পারদ ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। মেঘলা আবহাওয়ার কারণে রাতের তাপমাত্রাও ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

আবহাওয়াবিদ অতুল সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে শহরে কুয়াশা থাকবে, দিনের বেলায় আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে। মেঘ এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গড়ে ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।

আবহাওয়াবিদ অতুল সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে শহরে কুয়াশা থাকবে, দিনের বেলায় আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে। মেঘ এবং বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গড়ে ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিহারের আবহাওয়া কেমন থাকবে?উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী বিহারের আবহাওয়া ২০ জানুয়ারি থেকে পরিবর্তিত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুসারে, রাজধানী পটনার পাশাপাশি গয়া, জেহানাবাদ, বক্সার, সিওয়ান, ভোজপুর, সরণ, সমস্তিপুর, দারভাঙ্গা, মধুবনী, সহরসা, পূর্ণিয়া, কাটিহার এবং আরারিয়ায় তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি কমে যেতে পারে। সকালে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বইবে।

বাংলার আবহাওয়াঃআজ রাজ্যের কোথাও ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। সব জেলাতেই হালকা মাঝারি কুয়াশা। সকাল এবং সন্ধ্যে শীতের আমেজ থাকবে। কলকাতায় দিনের বেলায় শীত উধাও।

জেলাতেও বেলার দিকে কমবে শীতের অনুভূতি।

আপাতত উর্ধ্বমুখী পারদ। বুধবার পর্যন্ত তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী থাকবে।

'ইতিহাস মোছার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী মণিকর্ণিকা সংস্কার বিতর্কে তোপ খড়্গের

বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটের ভোলবদল নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল রাজনৈতিক তরজা। সংস্কারের নামে প্রাচীন স্থাপত্য ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংসের অভিযোগে বিদ্ধ উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। অভিযোগ উঠেছে, খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের বুলডোজার প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। যদিও এই অভিযোগকে সরাসরি 'ভুয়ো তথ্য' বলে উড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন। এমনকি বিভ্রান্তি ছড়ানোর দায়ে আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংহ ও বিহারের নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব-সহ আট জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বারাণসীর পবিত্রতম মণিকর্ণিকা ঘাট। মোদী সরকারের জমানায় কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় যে ভোলবদলের কাজ শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম অংশ এই ঘাটের সৌন্দর্যায়ন। বর্তমানে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে সংস্কারের কাজ চলছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই বিপুল খ রচের নেপথ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার একটি সংস্থা। 'রূপা ফাউন্ডেশন' নামে ওই সংস্থাটি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্প বা সিএসআর ফান্ডের মাধ্যমে এই সৌন্দর্যায়নের অর্থ জোগান দিচ্ছে। মূলত মৃতদেহ সৎকারের সময় পরিকাঠামোগত অভাব দূর করা এবং দূষণ কমানোর লক্ষ্যেই এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, সৌন্দর্যায়নের নামে বারাণসীর আসল চরিত্র নষ্ট করা হচ্ছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একাধিক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ভগ্নস্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেবদেবীর মূর্তির অংশ।

যদিও ওই ভিডিয়োগুলির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে রানি অহল্যাবাই হোলকারের মূর্তি ভেঙে ফেলা নিয়ে। ঊনবিংশ শতকে যিনি কাশীর হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর মূর্তি ঘিরে সাধারণ মানুষের আবেগ জড়িয়ে আছে। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব থেকে শুরু করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে; সকলেই এই ঘটনায় সুর চড়িয়েছেন। খড়্গে তোপ দেগে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বুলডোজার চালিয়ে ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা করছেন আর সেই জায়গায় নিজের নামের ফলক লাগাতে চাইছেন। অখিলেশ যাদবের আশঙ্কা, এর ফলে বারাণসীর সনাতনী সংস্কৃতি বিপন্ন হচ্ছে। পরিস্থিতি সামলাতে ময়দানে নেমেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার তিনি আচমকাই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিতে যান এবং গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন। বিরোধীদের আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তউন্নয়নমূলক কাজে বাধা দিতে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।দ যোগীর দাবি, সত্য আড়াল করার চেষ্টা চলছে বলেই তিনি নিজে বারাণসীতে এসে প্রকৃত তথ্য খতিয়ে দেখছেন। জেলা প্রশাসনের তরফে অতিরিক্ত জেলাশাসক অলক কুমার দাবি করেছেন, কোনো প্রাচীন স্থাপত্য বা মূর্তি নষ্ট করা হয়নি। সংস্কারের সময় একটি উঁচু ঢিপির দেওয়াল সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মাত্র। বাকি সমস্ত প্রাচীন শিল্পকর্ম উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃতি দফতর সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছে এবং কাজ শেষ হলে সেগুলি ফের যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এই সংস্কার কাজ গঙ্গার জলস্তর বাড়ায় মাঝে থমকে গিয়েছিল। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, ঘাটে পর্যাপ্ত ছাউনি ও ধোঁয়া নির্গমনের আধুনিক ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষকে চূড়ান্ত ভোগান্তি পোহাতে হত। সেই কারণেই এই সৌন্দর্যায়ন জরুরি ছিল। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে বাংলার সংস্থার অর্থসাহায্যে হওয়া এই প্রকল্প এখন রাজনৈতিক ও আইনি লড়াইয়ের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় কোর্টে চিন্ময় গোস্বামী ওপারে শুরু হচ্ছে সাইফুল হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া

আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা মামলায় বড়সড় মোড় এল ওপার বাংলায়। ধৃত সংখ্যালঘু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী-সহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে এবার বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিল চট্টগ্রামের আদালত। সোমবার কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে চট্টগ্রামের বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক জাহিদুল হক এই নির্দেশ দেন। আদালতের এই নির্দেশের ফলে মামলাটি এখন চূড়ান্ত শুনানির পর্যায়ে পৌঁছাল। পরবর্তী শুনানি থেকেই শুরু হবে সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব। সোমবারের শুনানি ঘিরে সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল চট্টগ্রাম আদালত চত্বর। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। কড়া পাহারায় চিন্ময়কৃষ্ণ-সহ ২৩ জন অভিযুক্তকে বিচারকের এজলাসে হাজির করা হয়। এই মামলায় মোট ৩৯ জন অভিযুক্তের নাম থাকলেও বাকি ১৬ জন এখনও পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। শুনানির শুরুতে চিন্ময়কৃষ্ণের আইনজীবী অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য তাঁর মক্কেলকে 'নির্দোষ' বলে দাবি করেন। তিনি আদালতকে বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাই মামলা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। অন্যদিকে, সরকারি আইনজীবী এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেন। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে বিচারক চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দেন। চট্টগ্রাম আদালতের সরকারি আইনজীবী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিচারক দ্রুত চার্জ গঠন করে বিচার শুরু করতে বলেছেন। তিনি আরও জানান, আদালত স্পষ্ট করেছে যে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। তাই এখ ন সাক্ষ্যগ্রহণের মাধ্যমেই মামলার নিষ্পত্তি হবে। ২০২৪ সালের শেষভাগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ইসকনের প্রাক্তন সদস্য চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে। তাঁর এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। বিশেষ করে চট্টগ্রামে তাঁর জামিনের শুনানি চলাকালীন আদালত চত্বর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়।

গ্রিনল্যান্ড দখলে অনড় ট্রাম্প, যুদ্ধের মেঘ আটলান্টিকে

গ্রিনল্যান্ড দখলের নেশায় ফুটছে হোয়াইট হাউস। দ্বীপরাষ্ট্রটিকে না পেলে ইউরোপের ওপর 'শুল্ক-বোমা' ফাটানো যে স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, সোমবার তা কার্যত গর্জন করে জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আটলান্টিকের এপারে যখন বাণিজ্যযুদ্ধের রণদামামা বাজছে, ওপারে তখন বরফশীতল গ্রিনল্যান্ডে বাড়ছে সামরিক তৎপরতা। একদিকে আমেরিকার অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান 'পিটুফিক' ঘাঁটির দিকে রওনা দিচ্ছে, অন্যদিকে ডেনমার্কও স্পষ্ট করে দিয়েছে,জমিতে আধিপত্য কাড়তে এলে আগে গুলি চলবে, প্রশ্ন হবে পরে। ইউরোপীয় দেশগুলির ওপর গ্রিনল্যান্ড-শুল্ক তিনি চাপাবেনই, এর কোনো নড়চড় হবে না বলে সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই একরোখা মনোভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড়সড় ধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষত ডেনমার্কের পাশাপাশি ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো আমেরিকার দীর্ঘদিনের বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকেও এই শুল্কের আওতায় আনা হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই এই দেশগুলির ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হতে চলেছে। ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি আরও ভয়ঙ্কর; আগামী ১ জুনের মধ্যে দাবি মানা না হলে এই শুল্কের হার বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হবে। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে বলেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই। আপনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত থাকুন, কার্যকর হবেই।দ ইউরোপকে বিঁধে তাঁর পরামর্শ, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তারা যেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দিকে নজর দেয়। ট্রাম্পের কথায়, তইউরোপের উচিত গ্রিনল্যান্ডের বদলে ওই বিষয়টির উপরে মন দেওয়া।' ট্রাম্পের এই 'দাদাগিরি'র মুখে চুপ করে বসে নেই ইউরোপও। বিশেষ করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার কড়া ভাষায় সতর্ক করেছেন ওয়াশিংটনকে। সোমবার ডাউনিং স্ট্রিট থেকে দেওয়া এক ভাষণে স্টার্মার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাণিজ্যযুদ্ধের পরিণাম কারও জন্যই মঙ্গলজনক হবে না। স্টার্মারের মতে, 'শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করাই হবে সঠিক পথ।' বন্ধু রাষ্ট্রগুলির ওপর এমন খড়্গহস্ত হওয়া যে কূটনৈতিক শিষ্টাচার নয়, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ব্রিটেন সাফ জানিয়েছে, শুল্ক চাপিয়ে কোনোদিন মতবিরোধ মেটানো যায় না। আমেরিকাকে বাস্তবধর্মী পথ অবলম্বনের জন্য সরাসরি আহ্বান জানিয়েছে লন্ডন। এদিকে কূটনৈতিক লড়াই যখন চরমে, তখ ন গ্রিনল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের পিতুফিক স্পেস বেসে ঘনিয়ে আসছে রহস্যের কুয়াশা। নর্থ আমেরিকান এরোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড বা 'নোরাড' ঘোষণা করেছে যে, তারা শীঘ্রই সেখানে আরও সামরিক বিমান পাঠাবে। যদিও একে 'পূর্বপরিকল্পিত' এবং 'রুটিন কার্যক্রম' বলে চালানোর চেষ্টা করছে আমেরিকা ও কানাডার যৌথ এই সংস্থা, কিন্তু বর্তমান আবহে বিষয়টি মোটেই স্বাভাবিকভাবে দেখছে না আন্তর্জাতিক মহল। ডেনমার্কের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই এই কাজ হচ্ছে বলে দাবি করা হলেও, ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই বিমান মোতায়েন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছে নোরাড। পিছিয়ে নেই ডেনমার্কও। ৩০০ বছর

ধরে গ্রিনল্যান্ডের ওপর আধিপত্য বজায়

রাখা এই দেশটি সাফ জানিয়েছে, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তারা এক চুল জমিও ছাড়বে না। ডেনমার্কের ডিফেন্স কমান্ড সোমবারই গ্রিনল্যান্ডে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর ছবি জনসমক্ষে এনেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সামরিক বিমান থেকে দলে দলে ডেনিশ সেনা নামছে বরফে ঢাকা দ্বীপে। ডেনমার্ক সরকার আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে, 'গ্রিনল্যান্ড দখল করতে গেলে ডেনমার্কের সেনা আগে গুলি চালাবে, তার পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।' এই পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নও তাদের তূণ থেকে 'ট্রেড বাজুকা' বের করার কথা ভাবছে। ইউরোপীয় জোট গঠিত হওয়ার পর থেকে যা কোনোদিন ব্যবহার করা হয়নি, সেই সমবেত 'শুল্ক-ব্রহ্মাস্ত্র' এবার আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রয়োগ হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ট্রাম্পের একগুঁয়েমি এবং গ্রিনল্যান্ডের ওপর অধিকার কায়েমের এই লড়াই এখন আর কেবল মানচিত্রের সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই, তা আক্ষরিক অর্থেই এক আন্তর্জাতিক সামরিক ও অর্থনৈতিক সংঘাতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জেপি নাড্ডার উত্তরসূরি নীতিন নবীন

বড় চমক দিয়ে নয়া সভাপতি ঘোষণা বিজেপির

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মঙ্গলবার ঘোষণা করা হল নীতিন নবীনের নাম। জেপি নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে মঙ্গলবারই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মঙ্গলবার ঘোষণা করা হল নীতিন নবীনের নাম। জেপি নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে মঙ্গলবারই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ৪৫ বছর বয়সি এই নেতার হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়ে বিজেপি আসলে নেতৃত্বে প্রজন্মগত পরিবর্তনের স্পষ্ট বার্তা দিল। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির দলীয় সদর দপ্তরে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে নবীনকে এই পদে আসীন করা হয়। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম ও উত্তরপ্রদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখেই এই বড় সিদ্ধান্ত নিল পদ্ম শিবির। দলের অন্দরে নীতিন নবীনের এই উত্থানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেসের ৮৪ বছর বয়সি সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিপরীতে নবীনকে সামনে এনে বিজেপি নেতৃত্বেরুণ প্রজন্মের লড়াকু মানসিকতাকে গুরুত্ব দিল। দীর্ঘদিনের সতীর্থরা তাঁকে পরিশ্রমী এবং 'পার্টি ফার্স্ট' মানসিকতার মানুষ হিসেবেই চেনেন। দলের অন্দরে গুঞ্জন, নবীন এমন এক নেতা যিনি 'শীর্ষ নেতৃত্বের কাজের ধরন

ভালভাবে বোঝেন। সীমারেখা অতিক্রম করেন না। পাশাপাশি তিনি প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে চলতে পছন্দ করেন।' এর ফলে নাড্ডা বা অমিত শাহের সময়কালীন সংগঠনের ভারসাম্যে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মাটির কাছাকাছি থাকা এবং সমন্বয়বাদী নেতা হিসেবে পরিচিত নবীনকে তাঁর সামাজিক পরিচয়ও অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। তবে জাতীয় সভাপতি হওয়ার দৌড়ে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। ২০২৩ সালে ছত্তিশগড়ে যখন ভূপেশ বাঘেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রবল শক্তিশালী, সমস্ত বুথ ফেরত সমীক্ষা যখন বিজেপির হারের ইঙ্গিত দিচ্ছিল, ঠিক তখনই ম্যাজিক দেখান নীতিন নবীন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা এবং বুথ স্তরের সমন্বয়ে বিজেপি সেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামলানোর এই দক্ষতাই তাঁকে নাড্ডার চেয়ারে বসাতে সাহায্য করল। তিন দশক পর দিল্লির রাজনীতিতে দলের নিয়ন্ত্রণ পোক্ত করতে নবীনের সাংগঠনিক কৌশলের ওপর ভরসা রাখছে শীর্ষ নেতৃত্ব। টানা চতুর্থবার লোকসভা জয়ের লক্ষ্যে তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করাই হবে তাঁর প্রধান কাজ। বিহারের রাজনীতির পরিচিত মুখ হলেও এখ ন থেকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন এই তরুণ নেতা।

আঘাত এলে প্রত্যাঘাত হবে নজিরবিহীন, তেহরানকে সাফ জানালেন নেতানিয়াহু

সরাসরি যুদ্ধের হুঁশিয়ারি না দিলেও চরম বার্তা দিয়ে রাখলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইরান যদি কোনওভাবে ইজরায়েলে আঘাত করার দুঃসাহস দেখায়, তবে তার ফল হবে মারাত্মক। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, তএমন জবাব দেব যা আগে দেখেনিদ তেহরান। গত কয়েকদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের দুই শক্তিধর দেশের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল, সোমবার নেতানিয়াহুর এই মন্তব্যে তা অন্য মাত্রা পেল। মূলত ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়োতোল্লা আলি

খামেনেইয়ের নিরাপত্তা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ঘিরে দুই দেশের সংঘাত এখন তুঙ্গে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সোমবার সাফ জানান, তাঁরা ইরানের পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছেন। তেহরান যদি ভুল পথে হাঁটে, তবে ইজরায়েলি সেনার পাল্টা আঘাত হবে অভাবনীয়। নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেন, যদি ইরান ভুল করেও আমাদের উপর হামলা করে, তবে আমরা এমন শক্তি দিয়ে তাদের জবাব দেব যা তারা আগে কখনও দেখেনি। এই হুঁশিয়ারি আসলে তেহরানের রবিবারের বার্তার পাল্টা। রবিবার কোনও দেশের নাম না করে ইরান দাবি করেছিল, খামেনেইয়ের ওপর কোনও আক্রমণ মানেই তা সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। সেই প্রচ্ছন্ন হুমকির জবাবেই এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী ময়দানে নামলেন। ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখন বেশ উত্তাল। গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে সেখানে খামেনেই-বিরোধী গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে। যদিও ইরান সরকারের দাবি, পরিস্থিতি এখ ন নিয়ন্ত্রণে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইন্টারনেট; সব স্বাভাবিক হচ্ছে। কিন্তু এই বিক্ষোভের নেপথ্যে আমেরিকা ও ইজরায়েলের হাত রয়েছে বলে ক্রমাগত তোপ দাগছে তেহরান। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছেন, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা আর শত্রুতার কারণেই দেশের অর্থনীতি ধুঁকছে। তাঁর মতে, দেশের সর্বোচ্চ নেতার প্রতি যে কোনও অবমাননা আসলে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের সমান। এই সংঘাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি কেবল বিক্ষোভকারীদের সমর্থনই জানাননি, ইরানে শাসক বদলের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সওয়াল করেছেন। অতীতেও ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিতে বোমা ফেলেছিল আমেরিকা। ট্রাম্পের দাবি, তাঁর সরকারের চাপের মুখেই ইরান কয়েকশো বিক্ষোভকারীর মৃত্যুদণ্ড রদ করতে বাধ্য হয়েছে। সব মিলিয়ে, একদিকে ইরানের অভ্যন্ত ন্রীণ ক্ষোভ আর অন্যদিকে ইজরায়েল-আমেরিকার সাঁড়াশি চাপ; দুইয়ের মাঝে পড়ে পশ্চিম এশিয়া এখন কার্যত বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। ইজরায়েলের এই সাম্প্রতিকতম হুঁশিয়ারি সেই উত্তাপকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।

১৪
২১ জানুয়ারি ২০২৬

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

গম্ভীরকে ছক্কা মারলেন হার্দিক

টি-২০ দলে ফেরার জন্য প্রস্তুত হার্দিক পাণ্ডিয়া। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ফিরবেন তারকা অলরাউন্ডার। বুধবার থেকে শুরু সিরিজ। গতবছর এশিয়া কাপে চোট পেয়ে ছিটকে যান হার্দিক। তারপর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ মিস করেন। এবার প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। প্রথম টি-২০ ম্যাচের আগে নেট সেশন থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে বিসিসিআই। সেখানে খোশমেজাজে পাওয়া যায় হার্দিককে। পাওয়ার হিটিং দিয়ে সতীর্থ এবং গৌতম গম্ভীরের মনোরঞ্জন করেন তারকা অলরাউন্ডার। নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে যে ভিডিও পোস্ট করেছে বিসিসিআই, সেখানে দর্শকদের সরে যেতে বলতে দেখা যায় হার্দিককে। কারণ বড় শট খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। এমন দেখে গম্ভীর জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কোনদিকে মারতে চাইছো? নর্থ উইং? তার উত্তরে হার্দিক বলেন, 'প্রথম টায়ারে।' কিন্তু কথা রাখেননি ভারতীয় অলরাউন্ডার। প্রথম নয়, দ্বিতীয় টায়ারেই বল ফেলেন। যা দেখে হতবম্ব সূর্যকুমার যাদব। বলেন, 'আরে, দ্বিতীয় টায়ারে মেরে দিয়েছো?' হেড কোচ, অধিনায়ক এবং তারকা অলরাউন্ডারের মধ্যে কথোপকথন থেকে স্পষ্ট, ড্রেসিংরুমের পরিবেশ যথেষ্ট হালকা। একদিনের সিরিজ হরের প্রভাব পড়েনি। এই সিরিজে ফিরছেন যশপ্রীত বুমরাও। হার্দিকের প্রত্যাবর্তন টি-২০ দলে ভারসাম্য নিয়ে আসবে। তার অলরাউন্ড দক্ষতার জন্য আরও একজন বাড়তি স্পেশালিস্ট প্লেয়ারকে খেলাতে পারবে টিম ম্যানেজমেন্ট। দীর্ঘদিন ফর্মের ধারেকাছে নেই সূর্য। দেশের জার্সিতে শেষ কবে অর্ধশতরান করেছেন, মনে করা দায়। স্কাইয়ের নেতৃত্বে ভারত জিতলেও, ব্যাটে খরা চলছে। নিউজিল্যান্ড সিরিজে ফর্মে ফিরতে মরিয়া থাকবেন তিনি। ২০২৪ সালে রোহিতরা টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর নেতৃত্বের দায়িত্ব পান সূর্যকুমার। তারপর থেকে সিংহভাগ সাফল্য। ৭২ শতাংশ জয়। যার ফলে একটা দীর্ঘ সময় তাঁর ব্যাটিং ব্যর্থতার ঢেকে যায়। কিন্তু আর রানের খরা ঢেকে রাখতে পারছেন না স্কাই। সম্ভবত অধিনায়ক হিসেবে এটাই তাঁর শেষ

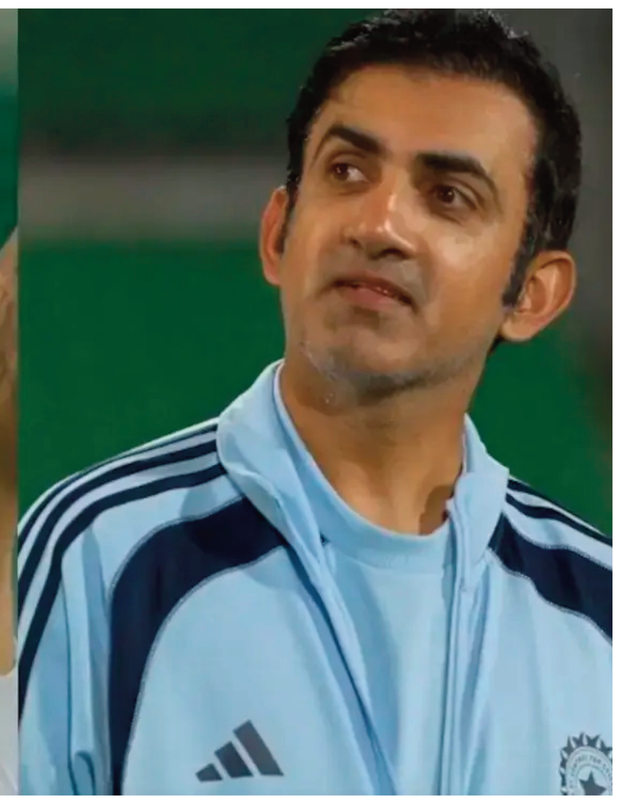

টি-২০ দলে ফেরার জন্য প্রস্তুত হার্দিক পাণ্ডিয়া। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ফিরবেন তারকা অলরাউন্ডার। বুধবার থেকে শুরু সিরিজ। গতবছর এশিয়া কাপে চোট পেয়ে ছিটকে যান হার্দিক। তারপর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ মিস করেন। এবার প্রত্যাবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। প্রথম টি-২০ ম্যাচের আগে নেট সেশন থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে বিসিসিআই। সেখানে খোশমেজাজে পাওয়া যায় হার্দিককে। পাওয়ার হিটিং দিয়ে সতীর্থ এবং গৌতম গম্ভীরের মনোরঞ্জন করেন তারকা অলরাউন্ডার। নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে যে ভিডিও পোস্ট করেছে বিসিসিআই, সেখানে দর্শকদের সরে যেতে বলতে দেখা যায় হার্দিককে।

লম্ফঝম্প সার ! বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্বকাপ বয়কট করছে না পাকিস্তান

আইসিসি বাংলাদেশের দাবি পূরণ না করলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে কিনা পাকিস্তান তা পুনর্বিবেচনা করবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ভারতে খেলতে অস্বীকৃতি জানানো বাংলাদেশের পাশে এভাবে পিসিবি পূর্ণ সমর্থন জানাবে বলে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম জিও নিউজ তাদের প্রতিবেদনে জানায় ।

আইসিসি বাংলাদেশের দাবি পূরণ না করলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে কিনা পাকিস্তান তা পুনর্বিবেচনা করবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ভারতে খেলতে অস্বীকৃতি জানানো বাংলাদেশের পাশে এভাবে পিসিবি পূর্ণ সমর্থন জানাবে বলে পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম জিও নিউজ তাদের প্রতিবেদনে জানায় । দেশের অপর সংবাদ মাধ্যম জিও সুপার জানিয়েছে, বিসিবির দাবিকে সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তান জাতীয় দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি আপাতত স্থগিত করেছে পিসিবি। তবে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম রেভস্পোর্টজ ভিন্ন কিছু জানাচ্ছে। পিসিবির এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে, বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্বকাপ বয়কট করবে না পাকিস্তান। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমটিকেই উদ্ধৃত করে পরে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সংবাদ মাধ্যম গাল্ফ নিউজও । রেভস্পোর্টজকে পিসিবির সেই সূত্র বলেছে, 'এটা পিসিবির অবস্থান নয়। পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোর কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই ।
আইসিসি তখন পিসিবিকে বলবে তাদের চাওয়া অনুযায়ী ম্যাচ আগেই শ্রীলঙ্কায় দিয়েছে। বিষয়টিকে উস্কে দেওয়ার জন্য লোকজন এমন কথা ছড়াচ্ছে।' বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা না খেলা নিয়ে গত শনিবার ঢাকায় আইসিসি-বিসিবির প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। তবে কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ আগের সিদ্ধান্তেই অনড় আছে;বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। সেই মিটিংয়েই নাকি আগামী ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে এমনটা দাবি সংবাদ প্রকাশ করে ক্রিকইনফো। আইসিসি নাকি বিসিবিকে জানিয়েছে, ওইদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। তবে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন। তিনি বলেছেন, 'বিকল্প ভেন্যুর জন্য আমরা অনুরোধ করি। তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা তখন আমাদের জানান যে এই বিষয়গুলো তারা আইসিসিকে অবহিত করবেন এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়ে দেবেন।
এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো তারিখ বা কবে জানাবেন, এসব কিছু জানাননি। শুধু বলেছে আমাদের পরবর্তী তারিখটা (সভার) কবে হবে জানিয়ে দেবে ।'

কোচের আপত্তি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা জানাতে চান সাদিও মানে

আফ্রিকান কাপ অফ নেশন্সে (আফকন) মরক্কোকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে সেনেগাল। ঐতিহাসিক এই জয়ের পর দলটির সবচেয়ে বড় তারকা সাদিও মানে নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তবে মানের অবসরের পরিকল্পনা মানতে রাজি নন সেনেগাল কোচ পেপে থিয়াও। ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের সঙ্গে শিরোপা উদযাপনের সময় মানে জানান, এটিই তার শেষ আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স । তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন, আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন, এরপর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাবেন । মানের এই ঘোষণায় সন্তুষ্ট নন কোচ থিয়াও। তার মতে, এমন সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়ার বিষয় নয়। থিয়াও বলেন, 'দেশ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়, আমিও নই। আমরা তাকে যতদিন সম্ভব দলে রাখতে চাই। সে শুধু একজন খেলোয়াড় নয়, সে সেনেগালের সম্পদ।' সেনেগালের হয়ে মানের অবদান ইতোমধ্যেই ইতিহাসে লেখা হয়ে গেছে। তিনি ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো আফকন জয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন । এবারের আসরেও ছিলেন দলের মূল ভরসা। ফাইনালে মরক্কোর বিপক্ষে জয়সূচক গোলের মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেন তিনি, আর সেমিফাইনালে মিসরের বিপক্ষে একমাত্র গোলটিও আসে তার পা থেকেই। কোচ থিয়াও আরও বলেন, 'সে বিশ্বে সেনেগাল ও আফ্রিকার প্রতিনিধিত্ব করে। মানে যখন বলে এটি তার সিদ্ধান্ত, তখনও আমি মনে করি, এটা শুধু তার একার নয়। সে পুরো দেশের । তার বিনয়, শৃঙ্খলা, পরিশ্রম ও দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা।' এমনকি থিয়াও মন্তব্য করেন, যদি আমাকে কাগজে সই করে তাকে ছাড়ার অনুমতি দিতে হতো, আমি 'না' বলতাম। তার সতীর্থরাও তাই বলত । ' তবে কোচের এই আবেগী অনুরোধ সত্ত্বেও নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্তে অটল মানে। বিশ্বকাপের পর তিনি ক্লাব ফুটবলে পুরো মনোযোগ দিতে চান। আগামী এপ্রিলে তার বয়স হবে ৩৪ বছর, ফলে ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ের দিকেই এগোচ্ছেন তিনি। বর্তমানে মানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে খেলছেন। ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তি রয়েছে। প্রতিবছর আনুমানিক ৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার আয় করেন তিনি। চুক্তি নবায়ন করবেন নাকি অন্য কোনো ক্লাবে যাবেন, সে সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি ।

ক্রিকেটার হতে চান কিংবদন্তি স্প্রিন্টার উসাইন বোল্ট!

জ্যামাইকার স্প্রিন্টিং কিংবদন্তি উসাইন বোল্ট ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে আবারও ফিরতে চান । তবে এবার লক্ষ্য ট্র্যাক নয়, ক্রিকেট। ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট, আর লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিতব্য এলএ২৮ গেমস চলবে ১২ থেকে ২৯ জুলাই ২০২৮ পর্যন্ত। অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে বোল্ট জানিয়েছেন, ব্যাট ও বল হাতে নিজের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে তিনি ভীষণ আগ্রহী। ক্রিকেটপাগল ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বেড়ে ওঠা বোল্ট আসলে শুরুতে একজন ফাস্ট বোলার হতে চেয়েছিলেন, এরপরই তিনি বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত স্প্রিন্টারে পরিণত হন। বাস্তবে ক্রিকেটই ছিল বোল্টের প্রথম ভালোবাসা। হাইস্কুলে পড়ার সময় তার ক্রিকেট কোচই তাকে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে চেষ্টা করতে উৎসাহ দেন। সেই সিদ্ধান্ত ক্রীড়া ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়, তবে ক্রিকেটের প্রতি নিজের ভালোবাসা কখনোই গোপন করেননি বোল্ট। এস্কোয়ার ম্যাগাজিনে কথা বলতে গিয়ে মজা করে বোল্ট বলেন, জ্যামাইকার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ যদি ডাক দেয়, তাহলে তিনি সাড়া দিতে প্রস্তুত। 'আমি পেশাদার খেলাধুলা থেকে সুখেই অবসর নিয়েছি। অনেকদিন ক্রিকেট খেলিনি, কিন্তু যদি তারা ডাকে, আমি প্রস্তুত থাকব! (হাসি), ' ; বলেন বোল্ট। উসাইন বোল্ট সর্বকালের সেরা স্প্রিন্টার হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। তার ঝুলিতে আছে ৮টি অলিম্পিক সোনা এবং ১১টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সোনা । ২০১৭ সালে তিনি অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসর নেন । ইতিহাসের সবচেয়ে সফল স্প্রিন্টার হিসেবে টানা তিনটি অলিম্পিক গেমসে; বেইজিং ২০০৮, লন্ডন ২০১২ ও রিও ২০১৬;১০০ ও ২০০ মিটার দু'টি ইভেন্টেই সোনা জিতে অবসর নেন তিনি । ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের (যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত) ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও ছিলেন বোল্ট। এর আগে ২০১৪ সালে ভারতে যুবরাজ সিং ও হরভজন সিংয়ের সঙ্গে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচেও অংশ নেন তিনি । এখনো তার দখলেই রয়েছে ১০০ মিটারের (৯.৫৮ সেকেন্ড) ও ২০০ মিটারের (১৯.১৯ সেকেন্ড) বিশ্বরেকর্ড, যা তিনি ২০০৯ সালের বার্লিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে গড়েছিলেন এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অক্ষত রয়েছে। এদিকে, ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে ছয়টি করে দল অংশ নেবে। প্রতিটি টুর্নামেন্টে ৯০ জন ক্রীড়াবিদের কোটা থাকবে এবং প্রতিটি দেশ সর্বোচ্চ ১৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করতে পারবে । মহিলা বিভাগের পদক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২০ জুলাই । আর পুরুষদের পদক নির্ধারণী ম্যাচ হবে ২৯ জুলাই । অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রথম এবং একমাত্র উপস্থিতি ছিল ১৯০০ সালের প্যারিস গেমসে। সেখানে এক ম্যাচের ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে গ্রেট ব্রিটেন সোনা জিতেছিল । যা অলিম্পিক ইতিহাসে ক্রিকেটের এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্মরণীয় অধ্যায় ।

যোগা বিশ্বকাপে চিনকে পিছনে ফেলে বিশ্বমঞ্চে দেশকে গর্বিত করল হাওড়ার ফুল বিক্রেতার মেয়ে

হাওড়ার এক সাধারণ ফুল বিক্রেতার মেয়ে রাজশ্রী খাঁড়া আজ বিশ্বজয়ী। চীন, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও থাইল্যান্ডের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে যোগা বিশ্বকাপে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে সে।
যেখানে আজকের প্রজন্মের অনেকেই অবসর কাটায় মোবাইলে, সেখানে রাজশ্রী অবসর সময়ে বাবার সঙ্গে ফুলের মালা গেঁথে কাজ করে। তার এই সাফল্যে গর্বিত গোটা গ্রাম।
মাত্র চার বছর বয়সে শরীর সুস্থ রাখতে যোগা প্রশিক্ষণ শুরু হয় রাজশ্রীর। ছোটবেলা থেকেই নিয়মিত অনুশীলন ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ তার জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। কখনও হেরে গেছে, আবার কখনও পদক জিতেছে। হারকে সে কখনও ভয় পায়নি, বরং শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ধীরে ধীরে পাড়া, গ্রাম, ব্লক,
জেলা ও রাজ্য স্তর পেরিয়ে আজ সে বিশ্বমঞ্চে সফল।
দিন এনে দিন খাওয়া পরিবার রাজশ্রীর। কয়েক কিলোমিটার দূরের কোলাঘাট থেকে ফুল কিনে এনে বাবা ও কাকা ফুলের মালা গেঁথে ফেরি করেন। সেই কাজে অবসরে সাহায্য করে রাজশ্রী ও তার ছোট ভাই। সংসারে অভাব থাকলেও, মেয়ের প্রতিভা বিকাশে পরিবার কখনও পিছিয়ে যায়নি। সব প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা রাজশ্রীর পাশে থেকেছে।

সৌরাষ্ট্রকে হারিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ

২০২৬ বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে ৩৮ রানে জয়ী হল বিদর্ভ । তাদের এই জয়ের নেপথ্য নায়ক বলা যায় তাদের ওপেনার অথর্ব তাইদে। তাঁর দুরন্ত সেঞ্চুরির দৌলতে ফাইনাল জিততে সমর্থ হল তারা । ম্যাচের সেরাও হয়েছেন অথর্ব তাইদে । প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন আমান মোখাদে । বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের গ্রাউন্ড ১-এ বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল বিদর্ভ এবং সৌরাষ্ট্র। সেই ম্যাচেই, ৩৮ রানে জয় পেয়েছে বিদর্ভ । টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় সৌরাষ্ট্র। আর প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই, বড় স্কোর করে বিদর্ভ। নেপথ্য নায়ক দলের ওপেনার অথর্ব তাইদে। তাঁর দুরন্ত সেঞ্চুরি দলকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে । এই ম্যাচে, অসাধারণ ব্যাটিং উপহার করে ১২৮ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিয়েছেন তিনি । তাঁর ইনিংস সাজানো ছিল ১৫টি চার এবং ৩টি ছয়ে । পাশাপাশি আমান মোখাদে ৩৩ রান, রবিকুমার সমর্থ ২৫ রান এবং ফইজ মহম্মদ শেখ করেন ১৯ রান। ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি উপহার দিয়ে ব্যাটার যশ রাঠোড় করেন ৫৪ রান । অধিনায়ক হর্ষ দুবে ১৭ রান করেছেন । নচিকেত ভুত ৮ রান এবং কিপার-ব্যাটার রোহিত বিঙ্কর ৫ রান , দর্শন নালকান্দে ১৪ রানে এবং পার্থ রেখাদে ১ রানে অপরাজিত ছিলেন। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩১৭ রান তোলে বিদর্ভ । সৌরাষ্ট্রের হয়ে ৪ উইকেট নেন অঙ্কুর পানওয়ার। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন চেতন সাকারিয়া এবং চিরাগ জানি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে, শুরু থেকেই বিপাকে পড়ে সৌরাষ্ট্র। অধিনায়ক এবং দলের কিপার-ব্যাটার হারভিক দেশাই প্যাভিলিয়নে ফেরেন মাত্র ২০ রানে। বিশ্বরাজ জাদেজা করেন মাত্র ৯ রান। মিডল অর্ডার ব্যাটার প্রেরক মানকড় ৮৮ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন । সমর গাজ্জার ২৫ রান এবং পার্শ্বরাজ রানা ৭ রান যোগ করেন স্কোরবোর্ডে। চিরাগ জানি ৬৪ রান করে লড়াই করার চেষ্টা করলেও আর কেউ সেইভাবে বড় রান পাননি। ফৃএ হারের সম্মুখীন হয় সৌরাষ্ট্র

পিঠের হাড়ে চোট ! টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথমদিকে কামিন্সকে পাবে না অস্ট্রেলিয়া

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বড় দুশ্চিন্তায় অস্ট্রেলিয়া । দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স টুর্নামেন্টের শুরুর দিকের ম্যাচগুলোতে খেলতে পারবেন না বলে নিশ্চিত করেছেন দলের প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি । পিঠের নিচের অংশে লাম্বার বোন স্ট্রেস ইনজুরিতে ভুগছেন কামিন্স। ফাস্ট বোলিংয়ের অতিরিক্ত চাপের কারণে মেরুদণ্ডে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ফাটল থেকেই এই চোটের সূত্রপাত । ২০২৫-২৬ অ্যাশেজ সিরিজের আগেই ইনজুরিতে পড়ে পাঁচ টেস্টের মধ্যে চারটিতে মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাকে।
দীর্ঘ পুনর্বাসনের পর অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে প্রত্যাবর্তন করলেও এক ম্যাচের বেশি খেলতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক। সেই ম্যাচে ছয় উইকেট নিয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করলেও শেষ দুই টেস্টে আবারও তাকে বিশ্রামে রাখা হয়। বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ৭ ফেব্রুয়ারি, যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। শুরুতে কামিন্সকে পাওয়ার বিষয়ে আগে আশাবাদী থাকলেও এবার বাস্তবসম্মত অবস্থান নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল। বেইলি জানান, 'প্যাটের অবস্থা অন্যদের থেকে আলাদা। সে সম্ভবত বিশ্বকাপ দলে যোগ দেবে টুর্নামেন্টের তৃতীয় বা চতুর্থ ম্যাচের সময়। আমরা চাই ওকে সর্বোচ্চ সময় দিয়ে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে। তিনি আরো বলেন, কামিন্সের পিঠের চোটের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাই তাড়াহুড়ো করে মাঠে নামানোর ঝুঁকি নিতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট। 'সবকিছু ঠিক থাকলে এটাই আমাদের পরিকল্পনা। প্রয়োজনে বিকল্প ভাবতেও প্রস্তুত,' যোগ করেন বেইলি । এর আগে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে দেরিতে দলে যোগ দিয়েও ট্রাভিস হেড অস্ট্রেলিয়াকে শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন । কামিন্সের ক্ষেত্রেও তেমন কিছু ঘটবে বলে আশাবাদী অস্ট্রেলিয়া, যদিও শুরুর ম্যাচগুলোতে অধিনায়ককে না পাওয়াটা নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছে ক্রিকেট মহল ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।